NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ আজ ১২ জানুয়ারি জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে নিবেদন

বাংলাদেশ নিয়ে ধনকড়ের মন্তব্যের কড়া নিন্দা কংগ্রেসের ৭

কলকাতা ১২ অগস্ট ২০২৪ ২৭ শ্রাবণ ১৪৩১ সোমবার অষ্টাদশ বর্ষ ৬৪ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 12.8.2024, Vol.18, Issue No. 64 8 Pages, Price 3.00

মমতার ফোন

■ প্রতিবেশী রাজ্য ওড়িশায় রাজ্যের পরিযায়ী শ্রমিকদের ওপর আক্রমণের ঘটনায় রাজ্য সরকার উদ্বিগ্ন। এই বিষয়টি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রবিবার সরাসরি ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী মোহন চরণ মাঝির সঙ্গে কথা বলেন। পরিযায়ী শ্রমিকদের রাজ্যে দ্রুত ফিরিয়ে আনতে চায় রাজ্য সরকার। সেই বিষয়ে দু'জনের মধ্যে কথা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

ষড়যন্ত্র

■ সংস্থার সুনাম নষ্ট করতে পরিকল্পিত ভাবে ষড়যন্ত্র করার অভিযোগ। হিন্ডেনবার্গের নতুন রিপোর্ট খারিজ করে পালটা মার্কিন শর্ট সেলার সংস্থাকেই আক্রমণ আদানি গোষ্ঠীর। আদানিদের দাবি, যে তথ্য জনসমক্ষে প্রকাশিত, সেই তথ্য আংশিক ভাবে প্রকাশ করে মানুষকে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে। এই অভিযোগগুলি আগেই খারিজ করেছে সুপ্রিম কোর্ট।

বরখাস্ত

■ সম্প্রতি উত্তরপ্রদেশের কনৌজের ওই পুলিশকর্মীর কথোপকথনের একটি অডিয়ো রেকর্ডিং সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। তাতেই শোনা যাচ্ছে, খোলাখুলিই ঘুষ চাইছেন তিনি। অথচ মজার বিষয় হল, টাকাপয়সা নয়, ঘুষ হিসাবে চাওয়া হচ্ছে আলু! অডিয়োটি প্রকাশ্যে আসার পরেই কনৌজ পুলিশের এসপি বরখাস্ত করেছেন ওই কর্মীকে।

বাজেয়াপ্ত

■ বাংলাদেশের প্রাক্তন মন্ত্রী তথা আওয়ামি লিগের নেতা হাছান মাহমুদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের লেনদেন বন্ধের নির্দেশ। সূত্রের খবর, শুধু হাছানের একার নয়, তাঁর স্ত্রী এবং কন্যারও ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট বাজেয়াপ্ত করার নির্দেশ দিয়েছে বাংলাদেশের আর্থিক গোয়েন্দা বিভাগ। দেশের সব ব্যাঙ্কেই এই মর্মে নির্দেশিকা পাঠানো হয়েছে।

সরব সৌরভ

■ অলিম্পিক্সে বিনেশ ফোগাট রুপো পাবেন কি না, তা নির্ধারিত হবে মঙ্গলবার। তবে ভারতীয় কুস্তিগিরের পক্ষে মুখ খুলে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় জানালেন, বিনেশের অবশ্যই রুপো পাওয়া উচিত। একই সঙ্গে তাঁর মতে, বাংলাদেশের পরিস্থিতি দ্রুত ঠিক হয়ে যাবে।

রবিবার আরজি কর হাসপাতালে কলকাতার নগরপাল বিনীত গোয়েল। ছবি: অদিতি সাহা

চার দাবি না মানলে চলবে কর্মবিরতি

স্বর চড়ছে প্রতিবাদের

আরজি করে নগরপাল ও মুখ্যসচিব, বিক্ষুব্ধদের সঙ্গে বৈঠক

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি কর-কাণ্ডে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট ও সিসিটিভি ফুটেজ দেখানো হবে বিক্ষোভরত জুনিয়র চিকিৎসকদের পাঁচ জনের প্রতিনিধিদলকে। রবিবার আরজি করে যান রাজ্যের মুখ্যসচিব বিপি গোপালিক এবং কলকাতা পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েল। তার আগেই সেখানে পৌঁছেছিলেন লালবাজারের গোয়েন্দা বিভাগের কর্তারা। আন্দোলনরত জুনিয়র চিকিৎসকদের সঙ্গে এদিন সন্ধেয় আলোচনায় বসেন কলকাতার পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েল। বৈঠক সূত্রে খবর, জুনিয়র চিকিৎসকদের পাঁচ জনের প্রতিনিধিদল করতে বলা হয়েছে। ওই পাঁচজনকে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট ও সিসিটিভি ফুটেজ দেখানো হবে। তরুণী চিকিৎসকের মৃতদেহে যে ধরনের এবং যে সংখ্যক আঘাতের চিহ্ন মিলেছে, তা একজনের পক্ষে করা সম্ভব কিনা, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন আন্দোলনকারী মেডিক্যাল পড়ুয়া এবং চিকিৎসকদের একাংশ। প্রাথমিক ভাবে জানা গিয়েছে, মৃতার দেহে ১১টির বেশি জায়গায় আঘাতের চিহ্ন ছিল। চোখ এবং মুখ থেকে রক্তপাত হচ্ছিল। বাঁ পা, পেট, হাত, ঘাড়-সহ আরও একাধিক জায়গায় আঘাতের চিহ্ন ছিল। একাধিক বার তাঁকে ধর্ষণ করা হয়েছিল। এতেই প্রশ্ন উঠেছে, একজনের পক্ষে এত নৃশংস অত্যাচার করা সম্ভব কিনা, তাও আধঘণ্টায়! যদিও পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, গ্রেপ্তার হওয়া যুবকই একমাত্র অভিযুক্ত। বর্তমান পরিস্থিতিতে আরজি করে পুলিশি নিরাপত্তা বেড়েছে। প্রবেশপথে কড়া পাহারার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বাইরের কাউকেই ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না। ভিতরে ঢোকর জন্য কার্ড দেখাতে হচ্ছে। আর ভিতরেও জুনিয়র পড়ুয়ারা আন্দোলনে বসেছেন। হাসপাতাল সূত্রে খবর, আপাতত রোগীদের লাইনে দাঁড় করিয়ে সুশৃঙ্খল ভাবে জরুরি বিভাগে প্রবেশ করানো হচ্ছে। কিন্তু আপৎকালীন পরিস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। হাসপাতালে নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার দাবিতে শনিবার থেকেই পথে চিকিৎসকদের একাংশ। দোষীর শাস্তির দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল, কোথাও কর্মবিরতি পালন করেছেন চিকিৎসকরা। শুধু কলকাতার হাসপাতালগুলির মধ্যে সেই প্রতিবাদ সীমাবদ্ধ ছিল না। রাজ্যের বিভিন্ন হাসপাতাল ও মেডিক্যাল কলেজগুলিতে তা ছড়িয়ে পড়ে। দেশের বিভিন্ন চিকিৎসক সংগঠনও এই ঘটনার নিন্দা করে দোষীর কঠোর শাস্তির দাবি জানানো হয়েছে। বহিরাগত আন্দোলনকারীরা আরজি করে ঢোকার চেষ্টা করলে পুলিশ তাঁদের বাধা দিতেই শুরু হয় ধ্বস্তাধস্তি।

নিজস্ব প্রতিবেদন: তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ করে খুনের অভিযোগে প্রতিবাদ বিক্ষোভে আরজি কর হাসপাতালের রোগী পরিষেবা ব্যাহত। প্রশাসন তাঁদের চার দফা দাবি না মানলে, এই পরিস্থিতি আপাতত বদলাবে না বলে রবিবার জানিয়ে দিলেন জুনিয়র চিকিৎসকরা। সরকারি হাসপাতালে জরুরি এবং সাধারণ পরিষেবা দুটোই যে ভাবে বন্ধ রেখেছেন তাঁরা, প্রশাসন তাঁদের দাবি না মানলে, তা আগামী দিনেও চলবে বলেও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

রবিবার হাসপাতালের জরুরি বিভাগেও কর্মবিরতির শুরু করেছেন জুনিয়র চিকিৎসকরা। গত শুক্রবার থেকে জরুরি পরিষেবা ছাড়া বাকি সব বিভাগেই কর্মবিরতি চলার পর রবিবার জরুরি পরিষেবাতেও কর্মবিরতির ডাক দিলেন আন্দোলনকারীরা। আন্দোলনকারী চিকিৎসকরা জানিয়ে দিয়েছেন, তাঁদের দাবিদাওয়া না মানা পর্যন্ত তাঁরা কর্মবিরতি চালিয়ে যাবেন।

শুক্রবার আরজি কর হাসপাতালের চারতলার সেমিনার হলে এক মহিলা চিকিৎসককে ধর্ষণ করে খুনের অভিযোগ ওঠে। এই ঘটনার প্রতিবাদে যে বিক্ষোভ আন্দোলন শুরু হয় আরজি করে তার প্রভাব পড়ে চিকিৎসা পরিষেবাতেও। প্রাথমিক ভাবে হাসপাতালের আপৎকালীন পরিষেবা চালু রাখার সিদ্ধান্ত থাকলেও, শনিবার থেকে সেই জরুরি পরিষেবাও অনিয়মিত হয়ে যায়। রবিবার সরকারি হাসপাতালের জুনিয়র চিকিৎসকরা লিখিত ভাবে জানিয়ে দিলেন, তাঁদের দাবি না মানা হলে জরুরি পরিষেবাও তাঁরা আর দেবেন না। রবিবার আরজি করের রেসিডেন্ট চিকিৎসক সংগঠন একটি সাংবাদিক বৈঠক করে সাদা কাগজে ছাপা চার দফা দাবির কথা ঘোষণা করে। এর মধ্যে প্রথমটি অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে তাঁর বিরুদ্ধে যথাযথ প্রমাণের ভিত্তিতে বিচার বিভাগীয় তদন্ত এবং ফাঁসি দেওয়া। পাশাপাশিই অভিযুক্তের বিরুদ্ধে সিসিটিভি ফুটেজে মেলা প্রমাণ এবং ময়নাতদন্তের রিপোর্ট, আন্দোলনকারী চিকিৎসকদের প্রতিনিধিদেরও সবিস্তার জানাতে হবে। পুলিশ ইতিমধ্যেই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে তার বিরুদ্ধে তদন্ত এবং অন্যান্য আইনি প্রক্রিয়া শুরু করেছে।

তাঁদের দ্বিতীয় দাবি, লিখিত ভাবে ক্ষমা চেয়ে পদত্যাগ করতে হবে হাসপাতালের প্রিন্সিপাল, সুপার, বুক এবং ফুসফুসের চিকিৎসা বিভাগের প্রধান এবং আরজি কর মেডিক্যাল কলেজের অন্তর্বর্তী থানার কর্তব্যরত এসিপিকে। যদিও রবিবার হাসপাতালের সুপারকে আগেই অপসারণ করা হয়েছে। আরজি করের সুপারের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ডিন বুলবুল মুখোপাধ্যায়কে। জুনিয়র চিকিৎসকদের তৃতীয় দাবি, অবিলম্বে নিহতের পরিবারের জন্য উপযুক্ত আর্থিক সাহায্য ঘোষণা করতে হবে। আন্দোলনকারীদের চতুর্থ দাবি, যে তদন্ত শুরু হয়েছে, তা কত দূর এগোচ্ছে, তা নিয়মিত ব্যবধানে লিখিত ভাবে জানাতে হবে তদন্তকারী সংস্থাকে। এই চার দফা দাবি সম্পূর্ণ না মানা পর্যন্ত হাসপাতালে জরুরি এবং সাধারণ পরিষেবা দেওয়া বন্ধ রাখবেন বলে জানিয়েছেন হাসপাতালের জুনিয়র চিকিৎসকরা। একই সঙ্গে তাঁদের আন্দোলনকে সমর্থন করার আহ্বানও জানিয়েছেন নাগরিক সমাজ এবং দেশের চিকিৎসক সংগঠনগুলির কাছে। তাঁরা লিখেছেন, 'সুবিচারের দাবিতে সরব হয়েছি আমরা। এই সময় আপনারাও আমাদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হন।' শুক্রবার থেকেই বিক্ষোভ-প্রতিবাদ প্রশর্দন করছেন জুনিয়র চিকিৎসকরা। শনিবার রাজ্যের প্রায় সব সরকারি হাসপাতালের বাইরেই প্রতিবাদে সামিল হয়েছেন চিকিৎসকরা। জাতীয় স্তরেও চিকিৎসক সংগঠনগুলির তরফে আরজি কর-কাণ্ডের নিন্দা করা হয়েছে। এবার দেশজুড়ে আন্দোলনের ডাক দিল ফেডারেশন অফ রেসিডেন্ট ডক্টর্স অ্যাসোসিয়েশন। সোমবার দেশের হাসপাতাগুলিতে একাধিক পরিষেবা বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এই সংগঠন।

এই পুরো বিষয়টিকে সামনে রেখেই সোমবার দেশজুড়ে প্রতিবাদ কর্মসূচির ডাক দিয়েছে দেশের রেসিডেন্ট চিকিৎসক সংগঠনটি। গোটা দিন হাসপাতালের বেশ কিছু পরিষেবা বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। মূলত 'ইলেক্টিভ সার্ভিস' বন্ধ রাখতে চায় এই চিকিৎসক সংগঠন। অর্থাৎ হাসপাতালের পরিকল্পিত পরিষেবা বিশেষত অস্ত্রোপচার যা আগে থেকেই ঠিক করা ছিল, সেই সব বাতিল করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হলেও, জরুরি পরিষেবা চালু থাকবে।

দিনভর আরজি কর

■ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার, যথাযথ প্রমাণের ভিত্তিতে বিচার বিভাগীয় তদন্ত এবং ফাঁসি দেওয়া। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে সিসিটিভি ফুটেজে মেলা প্রমাণ এবং ময়নাতদন্তের রিপোর্ট আন্দোলনকারী চিকিৎসকদের প্রতিনিধিদেরও সবিস্তার জানানো। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট ও সিসিটিভি ফুটেজ দেখানো হবে বিক্ষোভরত জুনিয়র চিকিৎসকদের পাঁচ জনের প্রতিনিধিদলকে, জানান নগরপাল।

■ লিখিত ভাবে ক্ষমা চেয়ে পদত্যাগ করতে হবে হাসপাতালের প্রিন্সিপাল, সুপার, বুক এবং ফুসফুসের চিকিৎসা বিভাগের প্রধান এবং আরজি কর মেডিক্যাল কলেজের অন্তর্বর্তী থানার কর্তব্যরত এসিপিকে। যদিও রবিবার হাসপাতালের সুপারকে আগেই অপসারণ করা হয়েছে।

■ অবিলম্বে নিহতের পরিবারের জন্য উপযুক্ত আর্থিক সাহায্য ঘোষণা করতে হবে।

■ তদন্ত কত দূর এগোচ্ছে, তা নিয়মিত ব্যবধানে লিখিত ভাবে জানাতে হবে তদন্তকারী সংস্থাকে।

সুকান্তর চিঠি নাড্ডাকে

আরজি কর মেডিক্যাল কলেজে মহিলা চিকিৎসকের ধর্ষণ ও মৃত্যুর ঘটনায় জাতীয় স্বাস্থ্য কমিশনকে পাঠিয়ে তদন্তের আর্জি জানাল রাজ্য বিজেপি। রবিবার বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার এই বিষয়ে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জেপি নাড্ডাকে চিঠি দিয়েছেন। আরজি করের ঘটনায় জাতীয় স্বাস্থ্য কমিশনের একটি দল রাজ্যে পাঠিয়ে তদন্ত এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করার আর্জি জানিয়েছেন তিনি। তিনি ওই অপরাধে সিবিআই তদন্তের দাবিও করেছেন।

অপসারিত হাসপাতালের সুপার, দায়িত্ব পেলেন ডিন

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি কর মেডিক্যাল কলেজের সুপারের দায়িত্বে থাকা চিকিৎসক সঞ্জয় বশিষ্ঠকে অপসারণের নির্দেশ দিল স্বাস্থ্য দপ্তর। তাঁর জায়গায় দায়িত্ব দেওয়া হল হাসপাতালের ডিন বুলবুল মুখোপাধ্যায়কে। শুক্রবার হাসপাতালের তরুণী চিকিৎসক পড়ুয়ার দেহ উদ্ধার হওয়ার পর থেকেই সুপারকে সরানোর দাবি উঠেছিল। এর ৪৮ ঘণ্টা পর স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফে সুপারকে অপসারণের নির্দেশ জারি করা হয়।

আরজি করের সুপারকে সরিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে রবিবার স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়। তাঁর জায়গায় এলেন হাসপাতালের বর্তমান ডিন বুলবুল মুখোপাধ্যায়। শুক্রবারের ঘটনার পরই হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ যে তদন্ত কমিটি গঠন করেছিলেন, তার সদস্যও বুলবুল মুখোপাধ্যায়। সঞ্জয় বশিষ্ঠকে ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজে অধ্যাপক হিসাবে পাঠানো হয়েছে। স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে খবর, কর্তৃপক্ষ মনে করেছেন, সবাইকে সুযোগ দেওয়া উচিত। বুলবুল মুখোপাধ্যায় হয়তো আরও ভালো কাজ করবেন।

অন্য দিকে, আরজি কর হাসপাতালের সমস্ত চিকিৎসক এবং অচিকিৎসক কর্মীদের ছুটি বাতিল করেছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। হাসপাতালের সাম্প্রতিক পরিস্থিতির জেরেই এই সিদ্ধান্ত বলে জানানো হয়েছে। অবিলম্বে ছুটি বাতিলের এই নির্দেশ কার্যকর করা হবে। যদিও আগে থেকে ছুটি অনুমোদিত হওয়া কর্মীদের আপাতত ছুটি বাতিল করে কাজে যোগ দিতে হবে না বলেই একটি নোটিশ দিয়ে আরজি কর কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়েছে।

উল্লেখ্য, শুক্রবার সকালে আরজি করের চারতলায় সেমিনার হলে এক তরুণী চিকিৎসকের রক্তাক্ত, ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধার হয়। সেই ঘটনায় পর শুক্রবার থেকেই পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়েছে। দোষীদের কঠোরতম শাস্তির দাবিতে সরব হন ওই হাসপাতালের জুনিয়র চিকিৎসকরা। পরে অন্যরাও সরব হন। হাসপাতালে সুপারের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলা হয়। তাঁকে অপসারণের দাবি ওঠে।

চিকিৎসককে ধর্ষণ-খুনের ঘটনায় একজন সিভিক ভলেন্টিয়ার গ্রেপ্তার হয়েছে। তদন্তকারী সূত্রে দাবি, ওই সিভিকই শুক্রবার ভোরে সেমিনার হলে গিয়ে এই ঘটনা ঘটিয়েছেন। তবে হাসপাতাল চত্বরে ওই সিভিক ভলান্টিয়ার ঢোকা সহ সকলের চোখের আড়ালে চারতলায় উঠে এমন কাজ করা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। হাসপাতালের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে।

এবছর আর পৃথিবীতে ফেরা হচ্ছে না সুনীতাদের

নয়াদিল্লি, ১১ অগস্ট: এখনও মহাকাশেই আটকে রয়েছেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত নভশ্চর সুনীতা উইলিয়ামস ও তাঁর সঙ্গী নভশ্চর বুচ উইলমোর। গিয়েছিলেন মাত্র আটদিনের জন্য, অথচ তাঁদের মহাকাশযানে ত্রুটি ধরা পড়ায় দু'মাসেরও বেশি সময় ধরে আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে দু'জন আটকে রয়েছেন। জানা যাচ্ছে, সুনীতারা এবছর আর ফিরতেই পারবেন না। তাঁরা আগামী বছরের ফেব্রুয়ারি মাস নাগাদ ফিরতে পারেন।

প্রসঙ্গত, গত ৭ জুন মহাকাশে পাড়ি দিয়েছিলেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত নভশ্চর সুনীতা উইলিয়ামস ও তাঁর সঙ্গী নভশ্চর বুচ উইলমো। প্রথমে ২৬ জুন তাঁরা ফিরবেন বলে জানা গেলেও, পরে জানা যায়, তাঁদের মহাকাশযানে ত্রুটি ধরা পড়ায় আপাতত তাঁদের ফেরা সম্ভব নয়। সম্প্রতি নাসার তরফে দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, বোয়িং স্টারলাইনারের (এই মহাকাশযানে চেপেই পৃথিবীতে ফেরার কথা সুনীতা এবং বুচের) বিগড়ে যাওয়ার সঠিক কারণ চিহ্নিত করার কাছাকাছি জায়গায়

পৌঁছনো গিয়েছে। অনুমান, প্রপেলারের বড় কোনও সমস্যা এবং হিলিয়াম গ্যাসের পর পর লিক হওয়া গোলমালের জন্য দায়ী। ওই বোয়িং স্টারলাইনারে করে সুনীতা ও বুচের পৃথিবীতে ফিরে আসা সম্ভব নয়। স্পেস এক্সের ক্রু ড্র্যাগনেই সুনীতাদের ফিরে আসার কথা।

উল্লেখ্য, সুনীতা একজন অভিজ্ঞ মহাকাশচারী। তিনি এর আগে ২০০৬ ও ২০১২ সালে মহাকাশ অভিযানে গিয়েছিলেন। এটি তাঁর তৃতীয় মহাকাশ অভিযান। সব মিলিয়ে ৩২২ দিন মহাকাশে কাটানোর অভিজ্ঞতা তাঁর থাকলেও, এবারে একেবারেই অন্য অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হলেন তিনি। নির্ধারিত সময় পেরিয়ে যাওয়ার পরও আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে রয়ে যেতে হয়েছে সুনীতাদের। নাসা জানিয়েছে, সুনীতাদের থাকার ও কাজের জায়গাটি ৬ শয্যাকক্ষবিশিষ্ট বাড়ির সমান। কিন্তু তা শুনে বাড়ির মতো মনে হলেও, মহাকাশের নিরিখে খুব বেশি বিলাসবহুল বা আরামদায়ক যে নয় তা বলাই বাহুল্য।

ওখানে সুনীতা ও উইলমোরই ছাড়াও রয়েছেন আরও সাতজন নভশ্চর। তাঁদের মধ্যে চারজন মার্কিন ও তিনজন রুশ। তবে তাঁদের খাওয়াদাওয়া কিংবা অক্সিজেনের ভাঁড়ারে টান পড়বে না বলেই খবর। যদিও এই দীর্ঘ সময় এভাবে মহাকাশ স্টেশনে আটকে থাকার ফলে তাঁদের শারীরিক কোনও সমস্যা দেখা দেবে কিনা, তা নিয়ে আশঙ্কা রয়েছে। তবে শেষবার অন্তরীক্ষ থেকে বার্তায় সুনীতা জানিয়েছিলেন, তাঁরা ভালো আছেন এবং দ্রুত বাড়ি ফেরার আশাতেই রয়েছেন। সেই আশা নাসা-সহ অন্য মহাকাশপ্রেমীদেরও। যদিও এখনও কয়েক মাস যে ভারতীয় বংশোদ্ভূত নভশ্চরকে মহাকাশেই আটকে থাকতে হবে, তা নাসার তরফে জানানো হয়েছে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম পরিবর্তন

আমি **বিপ্লব মন্ডল** পিতা প্রয়াত অমল মন্ডল, সাকিন : সত্যজিৎ রায় সরণি, বাণীপুর, পো : বাণীপুর, থানা : হাবড়া, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩২৩৩ মাননীয় এগজিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট, বারাসত সমীপে ২৯.০৭.২০২৪ তারিখে হলফনামা দাখিল বলে ঘোষণা করছি যে, আমার পুত্র **আরমান কুমার মন্ডল** এর নাম ভুলক্রমে তার পাশপোর্টে **আরমান মন্ডল** হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। **আরমান কুমার মন্ডল** এবং **আরমান মন্ডল** এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

Change of Name

I, **M. Prabat**, S/o **M. Sai Murli**, residing at Rly. Qtr. No.- 2F/7, Unit No.- 2/3, Old Settlement, P.O.- Kharagpur, P.S.- KGP (T), Dist.- Paschim Medinipur, W.B, PIN-721301 shall henceforth be known as **Mummana Prabhat**, S/o **Mummana Sai Murali** as declared In the Court of Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at Kharagpur vide Affidavit No. 4675/ 20 Dated 07/08/2024. **M. Prabhat**, S/o **M. Sai Murli** and **Mummana Prabhat**, S/o **Mummana Sai Murali** both are same and identical person.

PUBLIC NOTICE

Original Title Deed of Conveyance dated 04-08-2011 in the name of **Debashish Banerjee** & **Mithu Banerjee** in respect of **Flat No.- 04** in the **Block- A** on the **Second Floor** having **Super Built Up Area** measuring about **1096 Sq. Ft.** more or less, over land measuring about 7.85 Acres lying & situate at **Mouza- Siti/ Sinthi,** J.L. No. 101, R.S. No.- 50, Touzi No.- 146, comprised in R.S. Dag No.- 116/326 (P), 118, 119, 120, 121, 325, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 545 (P), 636, 637, 638, 639, 640, 641,642,643,644,645 & 649 (P) under R.S. Khatian Nos.- 7, 78, 91, 92, 166, 167, 187, 202, 222, 244, 245, 256, 316, 334, 338, 391, 517, 539, 642, 809, 876 & 887, corresponding to L.R. Dag No.- 125, 539, 544, 509/1430 under L.R. Khatian No.- 1704 at 49/2, Jessore Road (East), Kazipara, Barasat, Kolkata- 700124 P.S.- Barasat, Ward No.- 11, within Barasat Municipality, jurisdiction of A.D.S.R. Barasat in the District- North 24 Parganas. Said Deed was duly registered in the office of A.R.A, Kolkata and recorded in Book No.- I, CD Volume No.- 38, Page from 959 to 972, Being No.- **09978** for the year of **2011** said deed has been lost & misplaced. That a General Diary being **G.D.E. No.- 1963** was lodged on **29-01-2024** with **Noapara Police Station** by my client **State Bank of India**, **Ichhapur**. That our Customer Debashish Banerjee & Mithu Banerjee, availed a SBI Home Loan from State Bank of India, Ichhapur branch having Loan Account No.- 30687582970 by creating Collateral Security by mortgage of the aforesaid deed in our Branch. If anybody get the said deed, please return the same or intimate us or having any claim, may lodge a claim with us within 15 days from this date, failing which no such claim shall be entertained.

RAHUL KUMAR (Advocate)
Barrackpore Court, Mobile: 9831906292

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা
অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা,
ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

আজ ১২ ই আগস্ট। ২৭ শে শ্রাবণ। সোম বার। অষ্টমী তিথি। জন্মে তুলা রাশি। অষ্টোত্তরী বুধের মহাদশা, বিংশোত্তোরী রাহু র মহাদশা কাল। মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : এক নতুন যোগাযোগের দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। যা কেনাকাটা করলে পরিবারে আনন্দ বৃদ্ধি হবে, তা কিনতে পারেন। বিদ্যার্থীদের জন্য সমস্যা সমাধানের দিন। প্রবীণ নাগরিক যারা ব্যাধি তে কষ্ট পাচ্ছেন তাদের মুক্তির দিন। বিবাহের ব্যাপারে কোন কথা পাকা হতে পারে। প্রতি সোমবার বাবা মহা মৃত্যুঞ্জয়ের উপবাস সহ শিব পূজা করুন।

বৃষ রাশি : মানসিক দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। যে কাজটা কোন এক প্রিয়জনের সহযোগিতায় হয়ে যাওয়ার কথা ছিল, তা বাধা পড়বে। যারা লেখক-সাংবাদিকতা করেন, শিল্পী কলাকুশলী তাদের যে চূড়ান্ত পারফরমেন্স হওয়ার কথা ছিল, সেটা থমকে যাবে। নজর আপনার প্রতি থাকবে।বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ নয়। হরি ওম হরি ওম বলুন পথ চলুন।

মিথুন রাশি : কর্মের জন্য শুভ দিন। গত কয়েকদিন ধরে যে পরিশ্রম করেছেন, আজ তার মূল্যায়ন হবে। বাড়ি ও বাস্তু জমি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। পরিবারের কনিষ্ঠ সদস্য দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। সন্তানের বিদ্যালয়ের সমস্যা মুক্তির দিন। বান্ধব দ্বারা উপকৃত হবেন। প্রেমিক যুগল শুভ দিন। ভগবান শ্রীবিষ্ণুর চরণে ১০৮ তুলসীপত্র প্রদান করুন শুভ হবে।

কর্কট রাশি : নতুন কর্মের সম্ভাবনাময় দিন। যে চিন্তাটা আগে করেছিলেন, আজ আবার পুনরায় করুন, শুভ ফল পাবেন। উউর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আপনার কাজে তুষ্ট থাকবেন। সম্মান বৃদ্ধি যোগ। প্রবিন নাগরিকদের ব্যাংক ইন্সুরেন্সের ক্ষেত্রে, শুভ। কৃষি জমি, বাস্তু জমি, দোকান ঘর, বিক্রয়ের ব্যাপারে কথা বলতে পারেন। বিবাহের ব্যাপারে পাকা কথা হওয়ার সম্ভাবনা। শ্রী শিবনাম করুন ১০৮ বার শুভ হবে।

সিংহ রাশি : সম্পত্তি বিষয়কে কেন্দ্র করে যে অশান্তি ছিল, আজ তার সমাধান হবে। পরিবারের প্রবীণ মানুষের সহায়তা লাভ। পরিবারে নারীর দ্বারা নারীর বুদ্ধির দ্বারা সমস্যা মুক্তির পথ। সতর্ক থাকুন বন্ধু বেশি শত্রুরূপী মানুষের থেকে। যারা ব্যবসা করেন, তাদের জন্য অত্যন্ত শুভ। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। এক ঐশ্বরিক সহযোগিতা পাবেন।

কন্যা রাশি : সতর্কতার সঙ্গে আজকের দিনটি কাটাবেন। পুরাতন বান্ধব দ্বারা যে সহযোগিতা প্রাপ্তির কথা ছিল, তা আজ বাধা পড়বে। যে কাজটা হয়ে গেলে মানসিক শান্তি এবং অর্থ লাভ দুটোই হতো, সেই কাজে বাধা পড়বে। ব্যাংক ইন্সুরেন্স এর ব্যাপারে অশুভ।আজ যেটা নিয়ে খুব দৌড়াদৌড়ি করবেন সে কাজে বাধা আসবে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। ব্যবসা-বাণিজ্যে দুশ্চিন্তা। ভগবান গনেশজির চরণে ১০৮ দুর্গা দিন উপকৃত হবেন।

তুলা রাশি : আজকের দিনটি অতি ব্যয় হবে। বন্ধুর জন্য যে কাজ করছেন, তাতে কি বন্ধুর সহযোগিতা পাবেন? সত্য কথা, স্পষ্ট কথা, বলা ভালো। কিন্তু রুটো বাক্য ব্যবহার করার আগে, পরিবেশ দেখে নিন। শত্রু বেশি মানুষ আশেপাশে আছে সতর্ক থাকবেন। কৃষ্ণ নাম করুন।

বৃশ্চিক রাশি : সম্পত্তি সংক্রান্ত বিষয় শুভ যোগ। যে সম্পত্তি বিক্রয় বা ক্রয়ের কথা ভাবছেন তা আজ চূড়ান্ত করতে পারেন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। সন্তানের বিদ্যা ভাগ্য শুভ। ধৈর্য রাখ লে আজ অত্যন্ত শুভ দিন। নারায়ণ শ্রীবিষ্ণুর চরণে ১০৮ তুলসীপত্র প্রদান করুন।

ধনু রাশি : যারা বিক্রয় প্রতিনিধি, মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ, তাদের শুভ সৌভাগ্য যোগ। আজ কর্মের সম্মান বৃদ্ধি। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দেওয়া টার্গেট হয়তো ফুলফিল হতে পারে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। উচ্চ বিদ্যায় যারা রয়েছেন, তাদের জন্য অতীব শুভ। যারা বিদেশে আছেন তাদের পরিবারে, পারিবারিক আনন্দ বৃদ্ধি হবে। পোষ্য কুকুর বিড়ালকে নিয়ে, যে সমস্যা ছিল আজ তা মিটে যাবে। প্রতিদিন মা দুর্গার ছবিতে কপূর আরতি করুন অতীব শুভ।

মকর রাশি : গৃহে শান্তির বাতাবরণ থাকলেও মনের মধ্যে অশান্তির কালো মেঘ থাকবে। সন্তানের জন্য যে কাজটি করবেন ভেবেছিলেন, আজ তা আটকে গেল। যারা কর্মে নতুন পথের সন্ধান চেয়ে অপেক্ষা করছেন, তাদের জন্য দিনটি ঠিক নয় ১০৮ বিল্বপত্র দ্বারা ভগবান শিবের পূজা করুন শুভ হবে।

কুম্ভ রাশি : পারিবারিক শান্তির বাতাবরণ। আটকে থাকা অর্থ হাতে আসার প্রবল সম্ভাবনাময় দিন। ব্যবসায়ীদের শুভ দিন, অর্থপ্রাপ্তির দিন। বিদ্যার্থীদের বিশেষত যারা আইনি বিদ্যা বিষয়ে পড়াশোনা করেন, তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। কর্মে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাজটি করে দেওয়ার জন্য সম্মান বৃদ্ধি যোগ। যারা খনিজ পদার্থ, তরল পদার্থ, জল, কেমিক্যাল এইসব দ্রব্যের ব্যবসা করেন তাদের অতীব শুভ দিন। সন্তানের কারণে মানসিক দুশ্চিন্তার অবসান হবে। ভগবান বিষ্ণুর চরণে ১০৮ তুলসী পত্র নিবেদন করুন অতীব শুভ।

মীন রাশি : দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা কষ্টের হাত থেকে মুক্তি। দুশ্চিন্তার অবসান হবে। বিশেষত পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। বিদ্যার্থীদের শুভ গৃহবধূদের শুভ। প্রবিন নাগরিকদের ব্যাধি বা পীড়া কাল শেষ। মহা মৃত্যুঞ্জয় শিবের পুজো করুন।

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

In the Court of the District Delegate, at Midnapore,
Succession Case No. 25/2023

সৈয়দ হোসেন মাদানী দীং.. দরখাস্তকারীগন
বনাম
সৈয়দ হোসেন আরাবী দীং.. প্রতিপক্ষগন

এতদ্বারা পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার কোতয়ালী থানার অর্ন্তগত সিপাইবাজার (চার্চের সন্নিকটে) অধিবাসী সর্ব সাধারনকে অবগত করানো যায় যে, উক্ত সাকিনদের স্থায়ী বাসিন্দা অধুনা **মৃত সৈয়দ আলি হাইদার**, পিতা- মৃত সৈয়দ সুকুর আলি ও তার স্ত্রী মৃত **কামরুন্নেসা বেগম**, উভয়েই পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার কোতায়ালী থানার অন্তর্গত সিপাইবাজার (চার্চের সন্নিকটে) বাসিন্দা ছিলেন। গত ইং- ১২.১০.২০১৯ তারিখে সৈয়দ আলি হাইদার এবং ইং- ২৪.১১.২০১৯ তারিখে কামরুন্নেসা বেগম পরলোক গমন করিয়াছে, তাহাদের মৃত্যুর পর তাহাদের পুত্র ও কন্যাগন **(১) সৈয়দ হোসেন মাদানী, (২) সৈয়দ মিরাজ মুস্তাফা, (৩) সৈয়দ হাসান আরবী, (৪) মাহমুদা বেগম, (৫) সাঈদা বেগম,** তাহাদের উত্তাধীরিকারী হিসাবে তপশীল জমানো টাকা পাইবার জন্য উপরোক্ত **Succession Case** টি দাখিল করিয়াছে, যাহার পরবর্তী আগামী ইংরেজী **21.08.24** তারিখ ধার্য রহিয়াছে।

এতদ বিষয়ে কাহারও কোনো আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে কিংবা পরবর্তী ধার্য্য দিনের মধ্যে স্বয়ং কিংবা কোনো ভারপ্রাপ্ত উকিলবাবুর মাধ্যমে অত্র মোকর্দ্দমায় হাজির হইয়া কারন দর্শাইবেন। অন্যথায় অত্র মোকর্দ্দমা আইনানুগভাবে নিষ্পত্তি হইবে।

তপশীল সম্পত্তির বিবরন

A) Amount laying at **People's Co-Operative Bank,** Midnapore Branch Aliganj, Kotwali Bazar Midnapore. **Account name holder:** - Syed Ali Hyder, S.B. A/C No.21736 Rs.59464/-. MIS A/C No. 1210 Rs. 1,00,000/-.
B) Amount laying at **Axis Bank** Midnapore Branch, at- Station Road Near Flyover, Midnapore, **Account name holder:** - Syed Ali Hyder Axis Bank A/C No 325010100008983 for the period (From: 01.04.2018 to 31.03.2019) Rs.23362.24 & another A/C-912010016453121 from the period (From: -01.04.2018 to 31.03.2019) Rs. 16722.55.
C) Amount laying at **IDBI Bank** Midnapore Zila Parishad Compound, Midnapore. **Account name holder:** Syed Ali Hyder, IDBI Bank A/C No. 0420104000142854 (Amount Unknown).
D) Amount laying at **State Bank of India,** Midnapore Branch, at- Rabindranagar, Midnapore. **Account name holder:** Syed Ali Hyder State Bank of India A/C No. (Unknown). amount (Unknown).
E) Amount laying at **ICICI Bank,** Midnapore Branch, at- Keranitola, Midnapore**. Account name holder: -** Syed Ali Hyder ICICI Bank, A/C No. (Unknown). Amount (Unknown).
F) Amount laying at **Bandhan Bank,** Midnapore Branch, at-Battolachak, Hospital Road, Midnapore. Amount **Account name holder:** Syed Ali Hyder Bandhan Bank, A/C No. 50150086009762. Amount - 43,13512/- such transfer to **Syed Hasan Arabi A/C No. 50220026805505.**

অনুমত্যানুসারে
সুপ্রিয় পাত্র(সেরেস্তাদার)
ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত,
পশ্চিম মেদিনীপুর, ০৯.০৭.২৪

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা
অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**
এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি
মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।
জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া
টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮
রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।
সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩০২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।
অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।
সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর
আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২
শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬
মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

হাওড়ার একাধিক ওয়ার্ডে ঘোলা পানীয় জল, প্রতিবাদ বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন: হাওড়া পুরনিগম এলাকাতে পরিষ্কার পানীয় জল ও নিকাশির নীল নকশা তৈরির দাবি বিজেপির। উত্তর হাওড়ার ১ থেকে ৬ নম্বর ওয়ার্ড ও ১৩, ১৪, ১৫, ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের সরবরাহ করা পানীয় জল ঘোলা ও দুর্গন্ধযুক্ত বলে অভিযোগ তোলেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তাদের এই সমস্যার কথাকে সমর্থন করে পুর নিগম এলাকাতে পানীয় জল ও নিকাশির নীল নকশা তৈরির দাবিতে সরব হল বিজেপি।

উত্তর হাওড়ার বাসিন্দা ও বিজেপির রাজ্য সম্পাদক উমেশ রাই অভিযোগ করে বলেন, 'দেশের অন্যতম প্রাচীন শহর হাওড়া, আজ স্বাধীনতার ৭৭ বছর পর হাওড়া শহরের লক্ষাধিক বাসিন্দাও পানীয় জলের জন্য হিমশিম খাচ্ছেন। কয়েক দশক ধরে মাটির নিচে পড়ে থাকা পাইপ লাইনের অবস্থা খুবই জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছে। কখনও একদিনের জন্য আবার কখনও দুই দিনের জন্য পাইপলাইন মেরামতের নামে। কিন্তু কাজের কাবজ কিছু হয় না।' ১৩ নং ওয়ার্ডে কিংস রোড এবং জিটি রোড, রোজমেরি লেন, শৈলো কুমার মুখার্জি রোড-সহ এলাকাতে কয়েকদিন ধরে বিভিন্ন জায়গা থেকে মানুষ হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের সরবরাহ করা জলে দুর্গন্ধ বের হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠে আসে। বারবার অভিযোগ করার পরেও সমস্যার সমাধান হয়নি।

যদিও উমেশের তোলা অভিযোগকে স্বীকার করে সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিয়েছে হাওড়া পুরনিগম। এইপ্রসঙ্গে হাওড়া পুরসভার মুখ্য প্রশাসক সুজয় চক্রবর্তী শনিবার বলেন, 'বর্ষাকালে গঙ্গার জল বাড়ায় হাওড়া পৌর নিগমের পদ্মপুকুর প্ল্যান্টে গঙ্গার জল পরিশুদ্ধ করার পরও সেই জল কিছুটা ঘোলাটে বেরোচ্ছে। বিষয়টি কেএমডিএকে বলেছি।' যদিও হাওড়ার পানীয় জল ও নিকাশির নীল নকশা তৈরির বিষয়ে কিছু জানান হয়নি।

সরকারি উদাসীনতায় ধুঁকছে শ্যামনগরের উত্তর প্রান্তিক সংস্কৃত শিক্ষা প্রচার সমস্থান

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: একটা সময় ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলের বুকে সংস্কৃত শিক্ষার জোয়ার ছিল। ভাটপাড়ায় সংস্কৃত টোলের রমরমা ছিল। কিন্তু আজ সবই বিস্মৃতির অতলে। বর্তমানে শিল্পাঞ্চলের বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে সংস্কৃত শিক্ষার প্রাণকেন্দ্র একাধিক 'টোল'। অভিযোগ, সরকারি উদাসীনতায় টিকে থাকা দু'একটি টোল ধুঁকছে। যদিও প্রতিকূলতাকে জয় করে এখনও টিকে রয়েছে ভাটপাড়া পুরসভার ২৮ নম্বর ওয়ার্ডের শ্যামনগর রাহুতা পোড়াকালীতলার 'উত্তর প্রান্তিক সংস্কৃত শিক্ষা প্রচার সমস্থান।' রবিবার সন্ধেয় ঘটা করে উক্ত টোলের ২৩ বর্ষ পূর্তি উদযাপন করা হল। অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন আচার্য্য গোপাল ক্ষেত্রী, ড সুরেশ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক মৃগাঙ্ক শেখর মিশ্র, পন্ডিত প্রণবেশ্বর নন্দ, অধ্যাপক কুমার কান্ত ভট্টাচার্য প্রমুখ। উত্তর প্রান্তিক সংস্কৃত শিক্ষা প্রচার সমস্থানের অধ্যক্ষ সোমনাথ শাস্ত্রী বলেন, রাজ্য অথবা কেন্দ্র কোনও সরকারের তরফে আর্থিক সহযোগিতা মেলেনি। টোলের উন্নয়নে সাংসদ কিংবা বিধায়ক তহবিলের অর্থও মেলেনি। ব্যক্তিগত উদ্যোগে তিনি এখনও টোলটিকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। সোমনাথ বাবু জানালেন, ব্যকরণ, কাব্য, পৌরহিত্য, জোতিষ শিক্ষা তাঁর টোলে দেওয়া হয়। তাছাড়া শুদ্ধ মন্ত্র উচ্চারণে নতুন প্রজন্মের দিকে তাকিয়ে প্রতি বছর এখানে দুর্গাপুজোর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়ে থাকে।

ত্রিবেণী গঙ্গাতীরে সীতারামদাস ওঙ্কারনাথদেবের মূর্তি প্রতিষ্ঠা

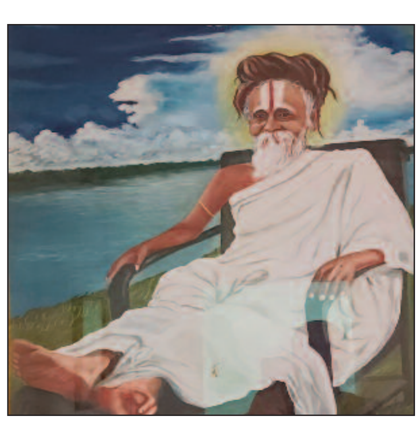

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাখী পূর্ণিমার পুণ্যলগ্নে হুগলির ত্রিবেণী গঙ্গাতীরবর্তী দীক্ষাস্থলীতে নবনির্মিত মন্দিরে শ্রীরাধাকৃষ্ণ, গুরুজি এবং সীতারাম দাস ওঙ্কারনাথদেবের প্রস্তরময় মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হবে। এই উপলক্ষে আগামী ১৮ আগস্ট থেকে অখণ্ড নাম, মহাভিষেক পূজা, বাস্তু যজ্ঞানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। এদিন দীক্ষা দেবেন জয়গুরু সম্প্রদায়ের সর্বাধীশ ত্রিদণ্ডীস্বামী বিঠ্ঠল রামানুজ মহারাজ। সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীবৃন্দ উপস্থিত থাকবেন। সন্ধ্যায় লীলাকীর্তন। অন্যদিকে, ত্রিবেণী রামানুজ মঠে গুরু পূর্ণিমা থেকে চলছে চাতুর্মাস্য মহানামযজ্ঞ। এই সময়ে প্রতিদিন চলছে গীতা পাঠ, অখণ্ড নাম কীর্তন এবং মহাপ্রসাদ বিতরণ। ত্রিদণ্ডী স্বামী গৌররামানুজ মহারাজের তত্ত্বাবধানে চলছে এই অনুষ্ঠান বলে জানিয়েছেন আশ্রমের পক্ষ থেকে উত্তম দে।

AIDWA মহিলা সংগঠনের পক্ষ থেকে আরজি কর হাসপাতালের বিপরীতে ধরনা বেঁধে প্রতিবাদ আন্দোলন।

বিমানে উঠতে বাধা বেঁচে গেলেন অ্যাসিস

নিজস্ব প্রতিবেদন, ১১ অগস্ট: যে বিমানকর্মী তাঁকে আটকে দিয়েছিলেন, দেননি উড়ানে চাপতে, তীব্র বাদানুবাদে জড়িয়ে পড়েছিলেন যাঁর সঙ্গে, তাঁকেই জড়িয়ে ধরলেন যাত্রী তালিকায় থাকা ওই ব্যক্তি। বার বার ধন্যবাদও জানালেন তাঁকে। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই বদলে গেল পরিস্থিতি। ওই ব্যক্তি বললেন, তভাগ্যিস নিজের কাজ করেছিলেন। উড়ানে চড়তে দেননি আমাকে!দ বিষয়টি খোলসা করা যাক।

গত কাল ব্রাজ়িলে বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৬১ জনের। তবে সংখ্যাটা ৬২ হতে পারত যাত্রী তালিকায় থাকা রিয়ো ডি জেনিরোর বাসিন্দা অ্যাড্রিয়ানো অ্যাসিসকে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হলে। ক্যাসকাভেল থেকে গুয়ারুলহোস যাওয়ার কথা ছিল তাঁর। তবে বোর্ডিং পাস সংগ্রহ করতে দেরি করায় বিমানে আর ওঠা হয়নি অ্যাড্রিয়ানোর।

স্থানীয় সংবাদমাধ্যমে অ্যাসিস জানিয়েছেন, সব সময়েই বিমানবন্দরের কাউন্টারে কেউ না কেউ থাকেন। কিন্তু গত কাল ওই সময়ে কেউ ছিলেন না। এক বিমানকর্মী অ্যাসিসকে বিমানে উঠতে বাধা দেন। তার পরেই শুরু হয় উত্তপ্ত বাক্যবিনিময়।

বকখালির সমুদ্রে স্নানে নেমে তলিয়ে নিখোঁজ কলকাতার দুই যুবক

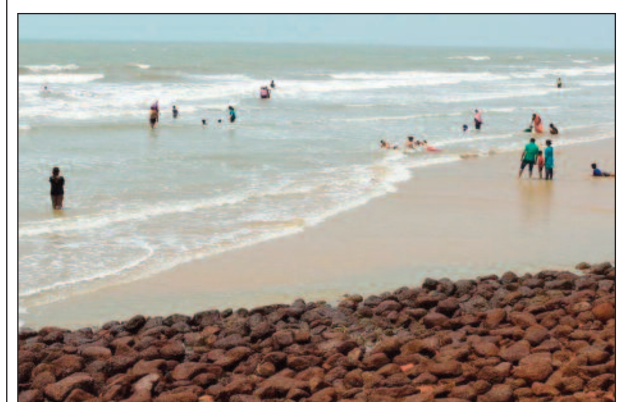

নিজস্ব প্রতিবেদন: বকখালি ঘুরতে যাওয়াই কাল হল। সমুদ্রে স্নান করতে নেমে তলিয়ে গেল কলকাতা দুই যুবক। পুলিশ এবং স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে রবিবার সকালে কলকাতার তপসিয়া থেকে ৫ বন্ধু বকখালিতে ঘুরতে গিয়েছিলেন। ওইদিন দুপুরে ৫ জন স্নান করতে নেমে ছিলেন বকখালি সমুদ্র সৈকতে। সেই সময় জোয়ার ছিল। স্নান করার সময় হঠাৎই পাঁচ জনের মধ্যে দুই জন তলিয়ে যায়। নিখোঁজ দুই যুবকের নাম মিজান মহসিন এবং অমন আলি।

ফ্রেজারগঞ্জ কোস্টাল থানার পুলিশ ও সিভিল ডিফেন্সের কর্মীরা দুই যুবকের খোঁজে এফআইবি বোর্ড নিয়ে তল্লাশি শুরু করেছে বকখালি সমুদ্র সৈকতে। সেই সঙ্গে নিখোঁজ দুই যুবকে খুঁজতে ভারতীয় উপকূল বাহিনীর তরফে নামানো হয়েছে হোভারক্রাপট। প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত খোঁজ পাওয়া যায়নি তাদের।

কলকাতা হাইকোর্টের সামনে অবস্থিত শহীদ ক্ষুদিরাম বসুর মৃত্যুবার্ষিকীতে রাজ্য সরকারের তরফে পুষ্প অর্পন করে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করলেন শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়।

বাংলাদেশের পরিস্থিতি ভাবিয়ে তুলছে: শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

তমালিকা পণ্ডা শেঠের জন্মদিনে এসে মন্তব্য মানব জমিনের স্রষ্টার

নিজস্ব প্রতিবেদন, হলদিয়া: বাংলাদেশের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক সংকটে উদ্বিগ্ন সাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়। মঙ্গলবার হলদিয়ায় প্রয়াত কবি তমালিকা পণ্ডা শেঠের ৬৮ তম জন্মদিনে উপলক্ষ্যে আয়োজিত এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে এসে এমনটাই মন্তব্য করলেন তিনি । শীর্ষেন্দুবাবু জানালেন, বাংলাদেশ আমাদের প্রতিবেশী দেশ। সেখানে জনজীবনে অস্থিরতা এলে আমাদেরও তার আঁচ লাগে। এই বিষয়ে পর্যবেক্ষণ না করে বুদ্ধিজীবী মহলের মন্তব্য করাটা হঠকারিতা হয়ে যাবে। চাইব দ্রুত সেখানে শান্তি ফিরে আসুক।

মঙ্গলবার সকালে লক্ষ্মণ শেঠ প্রতিষ্ঠিত হলদিয়া ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজির সত্যেন্দ্র নাথ বসু অডিটোরিয়ামে প্রয়াত কবি , হলদিয়া পুর প্রশাসনের ব্যাক্তিত্ব ও প্রাক্তন বিধায়ক তমালিকা পণ্ডা শেঠের ৬৮ তম জন্মদিনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শীর্ষেন্দু মুখোপাধায়। সংবাদ আপনজন ও ইন্ডিয়ান সেন্টার ফর অ্যাডভান্সমেন্ট অফ রিসার্চ অ্যান্ড এডুকেশন হলদিয়া আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রয়াত কবি স্মৃতিচারণ করেন শীর্ষেন্দু মুখোপাধায়, রাজ্যের মৎস্যমন্ত্রী বিপ্লব রায়চৌধুরী, কবি নলিনী বেরা, শ্যামলকান্তি দাস, রাজনীতিক সমীর পুতুতুন্ড, অনুরাধা দেব, সাঁতারু বুলা চৌধুরী, সঞ্জীব চক্রবর্তী, চিত্রা লাহিড়ি প্রমুখ। পারিবারিক স্তরে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন সাংসদ ও কবির স্বামী ড লক্ষ্মণ শেঠ, বর্তমান স্ত্রী মানসী শেঠ, ও পুত্র এবং পুত্রবধূরা । অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে ছিল গুণীজন সম্বর্ধনা। বাড়তি পাওনা ছিল প্রয়াত কবি কণ্ঠে স্বরচিত কবিতা।

একদিন
আমার শহর
কলকাতা ১২ অগস্ট ২০২৪ ২৭ শ্রাবণ ১৪৩১ সোমবার

আরজি কর-কাণ্ডে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে চিঠি সুকান্তর

নিজস্ব প্রতিবেদন: সিবিআই তদন্তে বাধা দেয়নি রাজ্য, তবে কোনও উদ্যোগও নেয়নি। রাজ্য পুলিশের উপরই ভরসা রেখেছে সরকার। তবে এবার আরজি করে জুনিয়র ডাক্তারকে নির্যাতন এবং খুনের ঘটনায় আর দেরি না করে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জেপি নাড্ডার হস্তক্ষেপ দাবি করে চিঠি লিখলেন রাজ্য বিজেপির সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। চিঠিতে নড্ডাকে সিবিআই এবং ন্যাশনাল মেডিক্যাল কমিশনের বিশেষ দল পাঠিয়ে তদন্তেরও দাবি জানিয়েছেন তিনি।

আরজি করে ঘটে যাওয়া ঘটনার বিভিন্ন সূত্র থেকে পাওয়া বিবরণ দিয়েছেন সুকান্ত। শুধু তাই নয়, এই ঘটনা নিয়ে বিভিন্ন স্তরের মানুষের প্রতিবাদের কথাও উল্লেখ করেছেন তিনি। সেই সঙ্গে কেন্দ্রীয় সংস্থা সিবিআই দিয়ে তদন্ত করানোর জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার অনুরোধ করেছেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে। সুকান্ত মজুমদার তাঁর লেখা চিঠিতে সরকারি হাসপাতালগুলিতে নিরাপত্তাহীনতার কথাও উল্লেখ করেছেন বলে জানা গিয়েছে। তাঁর দাবি, ন্যাশনাল মেডিক্যাল কমিশন বিশেষ দল পাঠিয়ে ঘটনার তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হোক। সেই সঙ্গে সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানো-সহ চিকিৎসক এবং নার্সদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে যথাযথ পদক্ষেপ করারও অনুরোধ করেছেন।

উল্লেখ্য, তরুণী চিকিৎসককে নির্যাতন করে খুনের ঘটনার দু'দিন পরে আরজি কর মেডিক্যাল কলেজের সুপারকে সরানোর নির্দেশ দিয়েছে সরকার। হাসপাতালের এমএসভিপি বা সুপার সঞ্জয় বশিষ্ঠকে সরিয়ে দেওয়া হল। তার বদলে নতুন সুপার নিযুক্ত হলেন ডক্টর বুলবুল মুখোপাধ্যায়। তিনি ডিন অফ স্টুডেন্টস এফেয়ার ছিলেন। বর্তমান তরুণী হত্যার ঘটনায় গঠিত ১১ সদস্যের বিশেষ তদন্তকারী দল বা সিট-এরও অন্যতম সদস্য তিনি। আর জি কর ইস্যুতে ইতিমধ্যেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে অনেক। ঘটনার পেছনে আরও কারওর হাত ছিল কিনা তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

শহরে মহিলা নিরাপত্তায় এবার মোতায়েন থাকবে মহিলা পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি কর কাণ্ডের জের। এবার থেকে শহরে মহিলা নিরাপত্তা জোরদার করতে কাজে লাগানো হবে উইনার্স ও মহিলা পুলিশকে। এমনই উদ্যোগ নিতে চলেছে কলকাতা পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, কলকাতার প্রতিটি থানাকে নজরদারি বাড়ানোর নির্দেশ দিয়েছেন কলকাতা পুলিশ কমিশনার। মহিলাদের নিরাপত্তার জন্য অপরাধপ্রবণ এলাকাকে চিহ্নিত করতে বলা হয়েছে। ওই সকল এলাকায় কী ধরনের অপরাধ হয় সেই রেকর্ডে রাখতে বলা হয়েছে। আরও বেশি করে মোতায়েন করতে হবে পুলিশ।

কলকাতা পুলিশ কমিশনারের স্পষ্ট নির্দেশ, অপরাধ প্রবণ এলাকায় আরও বেশি করে বসাতে হবে সিসিটিভি ক্যামেরা। তার জন্য প্রয়োজনে সাহায্য নিতে হবে বেসরকারি সংস্থার। কাজে লাগাতে হবে উইনার্স ও মহিলা পুলিশকে। এছাড়াও সরকারি হাসপাতাল ও মহিলা হস্টেল এলাকার নিরাপত্তা নিয়েও আলোচনা হয়েছে। তবে এখানেই শেষ নয়, কলকাতা পুলিশের বাহিনীতে যাঁরা রয়েছেন, তারাও যাতে নজরদারির আওতার থাকেন, বাইরে যেতে না পারেন সেই বিষয়ও জোর দেওয়া হবে বলে জানা গিয়েছে।

প্রসঙ্গত, আরজি কর-এর ঘটনার পরই প্রশ্ন উঠতে শুরু করে শহরে নারী নিরাপত্তা নিয়ে। শুধু তাই নয়, মেডিক্যাল কলেজগুলিতে কেন নেই রেস্ট রুম সেই নিয়েও ওঠে প্রশ্ন।

এরপর শনিবার নবান্নে একটি বৈঠক হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, মুখ্যসচিব, রাজ্য পুলিশের ডিজি-সহ শীর্ষ কর্তারা। মেডিক্যাল কলেজগুলিতে মহিলাদের জন্য নিরাপদ 'রেস্ট রুম' তৈরির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বৈঠকে।

ভাটপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালে পড়ে 'নষ্ট হচ্ছে' বিধায়কের দেওয়া এক্সরে মেশিন

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: এখনও রেফার রোগের তকমা ঘোচেনি শ্রমিক মহল্লার ভাটপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালের। এখানে রোগীদের চাপ অত্যাধিক। জরুরি ভিত্তিতে আসা রোগীদের অন্য হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। স্বভাবতই হাসপাতালের হাল বদলাতে ভাটপাড়ার বিজেপি বিধায়ক পবন কুমার সিং তাঁর বিধায়ক তহবিলের প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছিলেন ইউএসজি এবং এক্সরে মেশিনের জন্য। ইউএসজি মেশিন চালু হলেও, পড়ে রয়েছে এক্সরে মেশিন। শনিবার ভাটপাড়া ও নৈহাটি স্টেট জেনারেল হাসপাতালের উন্নয়নে ব্যারাকপুরের সাংসদ পার্থ ভৌমিক দুই কোটি টাকা বরাদ্দের কথা বলেছেন। ব্যারাকপুরের বর্তমান সাংসদের এহেন উদ্যোগের প্রশংসা করেছেন ভাটপাড়ার বিজেপি বিধায়ক পবন কুমার সিং। রবিবার ভাটপাড়ার বিধায়ক পবন কুমার সিং সাংবাদিক বৈঠক ডেকে বলেন, 'সরকারি হাসপাতালের হাল বদলাতে সাংসদের উদ্যোগকে আমি সাধুবাদ জানাই।' তবে ক্ষোভের সুরে তাঁকে বলতে শোনা যায়, শ্রমিক মহল্লার মানুষের পরিষেবায় ভাটপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালের উন্নয়নে তাঁর বিধায়ক তহবিলের প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে। সেই টাকায় ইউএসজি মেশিন চালু হলেও, এক্সরে মেশিন ছয় মাস ধরে পড়ে রয়েছে। ফলে ভাটপাড়ার মানুষজন পরিষেবা থেকে বঞ্চিত। অর্জুন পুত্র তথা ভাটপাড়া বিধায়কের অভিযোগ, বিরোধী দলের বিধায়ক তহবিলের অর্থে মেশিন দেওয়ায় চালু করতে গড়িমসি করছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। জেলাশাসক ও সিএমওএইচকে একাধিকবার জানিয়েও এক্সরে মেশিন এখনও চালু করা গেল না। পবনের কথায়, এক্সরে মেশিন চালুর জন্য দেড় হাজার মানুষের সাক্ষরিত স্মারকলিপি জেলাশাসক ও সিএমওএইচকে পাঠানো হয়েছে। তবুও কাজ এগোয়নি। তাঁর আক্ষেপ, বিরোধীদের এখানে কাজ করতে দেওয়া হয় না। উন্নয়নের ক্ষেত্রেও এখানে রাজনীতি করা হয়। তাঁর দাবি, উন্নয়নের ক্ষেত্রে একদম রাজনীতি করা ঠিক নয়। রাজনৈতিক কচকচানির জন্য অন্য রাজ্যের থেকে বাংলা ক্রমশ পিছিয়ে পড়ছে।

চিকিৎসক খুনে দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবিতে পানিহাটিতে ধরনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: আরজি কর হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ এবং খুনে অভিযুক্তদের কঠোর শাস্তির দাবিতে সরব হয়েছেন পানিহাটির মানুষজন। পানিহাটির অম্বিকা মুখার্জি রোডের বাসিন্দা তরুণী চিকিৎসক হত্যাকাণ্ডের সুবিচার চেয়ে রবিবার থেকে পানিহাটির এইচ বি টাউন মোড়ে শুরু হয়েছে ধরনা মঞ্চ। পথ চলতি সাধারণ মানুষকে কালো ব্যাচ পরিয়ে ঘটনার প্রতিবাদ জানাচ্ছেন পানিহাটির বাসিন্দারা। মঞ্চে বড় বড় অক্ষরে লেখা 'উই ওয়ান্ট জাস্টিস'।

ধরনা মঞ্চ নিয়ে পানিহাটির বাসিন্দা তথা বিজেপি নেতা জয় সাহা বলেন, 'আরজি কর হাসপাতালের ঘটনা বাংলার পক্ষে কালো দিন। ঘটনায় দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে তাঁরা ধরনায় বসেছেন। সঠিক তদন্ত চালিয়ে অপরাধীদের চিহ্নিত করে কঠোর শাস্তি না দেওয়া পর্যন্ত তাঁদের ধরনা মঞ্চ চলবে। জয়ের কথায়, দোষীদের এমন শাস্তি দিতে হবে যাতে সমাজ মনে রাখে।'

ওড়িশায় রাজ্যের পরিযায়ী শ্রমিকদের উপর আক্রমণে উদ্বিগ্ন সরকার

নিজস্ব প্রতিবেদন: ওড়িশায় রাজ্যের পরিযায়ী শ্রমিকদের উপর আক্রমণের ঘটনায় উদ্বিগ্ন রাজ্য সরকার। রবিবার এই বিষয়টি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরাসরি ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী মোহন চরণ মাঝির সঙ্গে কথা বলেন। পরিযায়ী শ্রমিকদের রাজ্যে দ্রুত ফিরিয়ে আনতে চায় রাজ্য সরকার। সেই বিষয়ে দু'জনের মধ্যে কথা হয়েছে বলে জানা গেছে।

সূত্রের খবর, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ওড়িশায় যাওয়া পরিযায়ী শ্রমিকদের দ্রুত রাজ্যে ফিরে আসার পরামর্শ দিয়েছেন। সে ক্ষেত্রে ফিরে আসার জন্য তাঁরা যাতে ওড়িশা সরকারের সাহায্য পেতে পারেন, তাই সে রাজ্যের সরকারের সঙ্গে কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী। পরিযায়ী শ্রমিকদের সরাসরি বলা হয়েছে, এই অবস্থায় তাঁদের পাশেই রয়েছে রাজ্য সরকার। তাঁরা সব ধরনের সাহায্য পাবেন সরকারের পক্ষ থেকে।

প্রসঙ্গত, চলতি বছরের মার্চ মাসে সিএএ আবহে ঠিক একইভাবে ওড়িশায় গিয়ে আক্রান্ত হতে হয়েছিল মুর্শিদাবাদের প্রায় ২০ জন পরিযায়ী শ্রমিককে। তখন মুর্শিদাবাদের সুতি ও সামশেরগঞ্জ থেকে কাজ করতে যাওয়া পরিযায়ী শ্রমিকরা ওড়িশার ভদ্রকে আক্রমণের মুখে পড়েছিলেন। সেসময়ে তাঁদের বাংলাদেশী আখ্যা দিয়ে তাড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল। নিপীড়িত শ্রমিকরা জানিয়েছিলেন, বাংলাদেশি সন্দেহে তাঁদের মারধর করার অভিযোগ ওঠে। বারবার এই ধরনের ঘটনা অত্যন্ত উদ্বেগের বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। এবারও রাজ্যের পরিযায়ী শ্রমিকদের ওড়িশায় কয়েকটি জায়গায় বাংলাদেশী তকমা দিয়ে দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এতে বিভিন্ন জায়গায় আক্রমণের মুখে পড়ছেন তাঁরা। এবার এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করলেন মুখ্যমন্ত্রী।

আরজি কর ইস্যুতে কড়া পদক্ষেপের পক্ষে সওয়াল সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি কর হত্যাকাণ্ড নিয়ে তোলপাড় গোটা বাংলা। এবার এই ইস্যুতে মুখ খুললেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি বলেন, 'এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। তবে ভারত এবং বাংলা মহিলাদের জন্য নিরাপদ। তা সত্ত্বেও এরকম কোনও ঘটনা যেন না ঘটে তা নিশ্চিত করতে নিরাপত্তা আরও বাড়াতে হবে।' দোষীর বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপের পক্ষেও সওয়াল করলেন সৌরভ।

আরজি কর ইস্যুকে কেন্দ্র করে রাজ্যের অন্যান্য মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে কর্মবিরতির ডাক দিয়েছেন চিকিৎসকরা। যার জেরে প্রবল সমস্যায় পড়তে হচ্ছে রোগীদের। আরজি কর হাসপাতালের সুপারকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতিতে আরজি কর কাণ্ডে মুখ খুলেছেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি বলেন, 'যা ঘটেছে তা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। তবে নিরাপত্তা আরও নিশ্চিদ্র হওয়া উচিত।' যদিও ভারত এবং বাংলা যথেষ্ট নিরাপদ বলেও মন্তব্য করেছেন তিনি। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের কথায়, 'গোটা সিস্টেম নিয়ে প্রশ্ন তোলা ঠিক নয়। এই ঘটনা যে কোনও জায়গায় হতে পারে। তবে নিরাপত্তা আরও জোরদার করতে হবে।' তিনি আরও বলেন, 'এই জঘন্য অপরাধের কোনও ক্ষমা হতে পারে না।'

প্রসঙ্গত, তরুণী চিকিৎসকের নৃশংস প্রাণহানি থেকে শিক্ষা নিয়ে বাড়ছে আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের নিরাপত্তা। কলেজ ও হাসপাতালের পুলিশি নিরাপত্তা আরও বাড়াতে একগুচ্ছ পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। রাতে সাদা পোশাকের মহিলা পুলিশ মোতায়েন থাকবে। প্রয়োজনে তাঁদের ওয়ার্ডে এবং লেডিজ হস্টেলে প্রবেশের অধিকার থাকবে।

চারটি নতুন ইএসআই হাসপাতাল পাচ্ছে রাজ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরও সমৃদ্ধ হচ্ছে রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিকাঠামো ক্ষেত্র। কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গে তৈরি হচ্ছে চারটি নতুন ইএসআই হাসপাতাল। প্রত্যেকটি হাসপাতাল হবে ১০০টি বেড বিশিষ্ট। উত্তর ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর এবং দার্জিলিংয়ে তৈরি হবে অত্যাধুনিক এই হাসপাতাল। যেখানে রোগীরা সর্বোচ্চ পর্যায়ের চিকিৎসা পরিষেবা পাবেন। নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, কেন্দ্রীয় শ্রম মন্ত্রকের তরফে রাজ্যের কাছে প্রস্তাব এসেছিল। তার প্রেক্ষিতে যাবতীয় বিষয়ে সমস্ত রকমের সাহায্যের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে রাজ্যের তরফে। তারপর ইএসআই কর্পোরেশন এই চারটি হাসপাতাল তৈরির জন্য নীতিগত সম্মতি জানিয়েছে।

উল্লেখ্য, নদীয়ার কল্যাণীতে এইমস তৈরি করা হয়। বর্তমানে যা পুরোদমে চালু হয়ে গিয়েছে। রাজ্যের স্বাস্থ্য কর্তাদের দাবি, দার্জিলিংয়ের মতো পাহাড়ি এলাকায় প্রস্তাবিত ইএসআই হাসপাতাল চালু হলে অসংখ্য মানুষ উপকৃত হবেন। পাশাপাশি দুই মেদিনীপুরে ও উত্তর ২৪ পরগনায় নয়া তিন ইএসআই হাসপাতাল নির্মাণ হয়ে গেলে দক্ষিণবঙ্গের রোগীরা পরিষেবা পাবেন। এই মুহূর্তে কলকাতার মানিকতলা ও জোকাতে ইএসআই হাসপাতাল রয়েছে।

'পুলিশ' লেখা টি-শার্ট পরে দাপট ছিল ধৃত সঞ্জয় রায়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি কর-কাণ্ডে আরও এক চাঞ্চল্যকর অভিযোগ সামনে এল। কখনও সিভিক ভলান্টিয়ার, কখনও পুলিশ, কখনও আবার বিপর্যয় মোকাবিলা দলের কর্মী! কলকাতা পুলিশের 'কেপি' লেখা গাড়ি, বাইকও ছিল আরজি করে ধর্ষণ-খুনের ঘটনায় ধৃত সঞ্জয় রায়ের। সেই বাইক নিয়েই হাসপাতালে তার আনাগোনাও ছিল বলে অভিযোগ সামনে এসেছে। নিজের এলাকাতেও নাকি 'পুলিশ' লেখা টি-শার্ট পরে দাপয়ে বেড়াতেন তিনি। অথচ পুলিশের ঠিক কোন পদে কর্মরত ছিলেন অভিযুক্ত, তা জানতেন না কেউই!

আরজি কর মেডিক্যাল কলেজে চিকিৎসক পড়ুয়াকে নৃশংস ভাবে ধর্ষণ করে খুনের ঘটনায় ইতিমধ্যেই এক জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। হাতে এসেছে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্যও। তা থেকেই জানা যাচ্ছে, পেশায় সিভিক ভলান্টিয়ার হলেও যথেষ্ট 'প্রভাবশালী' ছিলেন অভিযুক্ত। পুলিশের গাড়ি-বাইক চড়েই ঘুরে বেড়াতেন। সেই বাইক নিয়ে শহরের বিভিন্ন হাসপাতালে অবাধ যাতায়াত ছিল তার। নিজেকে সরাসরি 'পুলিশ' বলেই পরিচয় দিতেন তিনি।

এলাকাতেও মহিলাদের উত্যক্ত করা, তোলাবাজি, এসবও ছিল বলে অভিযোগ। তাঁর 'দাপটে' সিঁটিয়ে থাকতেন সকলেই। ধৃত যুবকের মা-ও জানাচ্ছেন, কখনও দক্ষিণ কলকাতায় নিজের বাড়িতে, কখনও ফোর্থ ব্যাটালিয়নের ব্যারাকে থাকতেন ছেলে। সিভিক ভলান্টিয়ার হয়েও পুলিশের জন্য নির্দিষ্ট ফোর্থ ব্যাটেলিয়নের ব্যারাকে কীভাবে থাকার অনুমতি পেলেন ধৃত, তা নিয়েও উঠেছে প্রশ্ন। এই সবের জেরেই মনে করা হচ্ছে, আর পাঁচজন সিভিক ভলান্টিয়ারের তুলনায় 'আলাদা চোখে' দেখা হত অভিযুক্তকে। আরজি করের নিরাপত্তারক্ষীরা জানাচ্ছেন, হাসপাতালেও ছিল তাঁর নিত্য যাতায়াত। মনে করা হচ্ছে, হাসপাতালে দালালির সঙ্গেও তাঁর যোগ ছিল।

শনিবারই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে দফায় দফায় জেরা করেছে পুলিশ। জানা গিয়েছে, ধৃতের কথাবার্তায় অসংলগ্নতা ছিল। শুরুতেই নৃশংসভাবে ধর্ষণ ও খুনের অভিযোগ স্বীকার করে নিয়েছিলেন, অথচ হাবেভাবে ছিল না অনুতাপের ছিটেফোঁটাও। বারবার নির্বিকার ভাবে বলছিলেন, 'ফাঁসি দিলে দিন!' মোবাইল ভর্তি ছিল পর্নোগ্রাফিতে। তদন্তকারীদের একাংশ বলছেন, এই সব থেকেই স্পষ্ট যে, অভিযুক্ত মানসিক বিকারগ্রস্ত। এরপরেই অভিযুক্তকে ১৪ দিন পুলিশি হেফাজতে রাখার নির্দেশ দিয়েছে শিয়ালদা আদালত।

ইতিমধ্যেই ঘটনাস্থলে সিসি ক্যামেরা না থাকলেও তার আশপাশে এবং হাসপাতাল চত্বরের সিসিটিভির বিভিন্ন ফুটেজ খতিয়ে দেখে শুক্রবার রাতেই সন্দেহভাজন ওই যুবককে লালবাজারে তুলে নিয়ে যায় পুলিশ। টানা জিজ্ঞাসাবাদের পর তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। পেশায় সিভিক ভলান্টিয়ার ওই যুবক কীভাবে সকলের চোখের আড়ালে হাসপাতালে ঢুকলেন, তার পর চার তলায় উঠে এমন নৃশংস ঘটনা ঘটালনে, তা নিয়েই প্রশ্ন উঠেছে বিভিন্ন মহলে। প্রশ্নের মুখে হাসপাতালের নিরাপত্তাও। লালবাজার এই ঘটনার তদন্তে বিশেষ তদন্তকারী দল সিট গঠন করেছে। সেই তদন্তেই দিনভর উঠে এসেছে ঘটনার একের পর এক নৃশংসতার ছবি। মৃতার দেহের ময়নাতদন্তের প্রাথমিক রিপোর্টেও অত্যাচার করে খুনের প্রমাণ মিলেছে। রিপোর্ট বলছে, মৃতার শরীরের একাধিক অংশে মিলেছে ক্ষতের চিহ্ন। ডান হাতের অনামিকা ভাঙা। মুখে, ঠোঁটে, হাতে-পায়ে, পেটে, এমনকি যৌনাঙ্গেও আঘাতের চিহ্ন মিলেছে। গলার দু'পাশের হাড় ভেঙে গিয়েছে। দু'চোখ থেকেও বেরিয়ে এসেছে রক্ত।

প্রসঙ্গত, শুক্রবার আরজি কর মেডিক্যাল কলেজের চার তলায় সেমিনার হলে এক মহিলা চিকিৎসকের রক্তাক্ত, ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুক্রবার থেকেই প্রতিবাদে প্রতিরোধে গর্জে উঠেছেন সারা রাজ্যের চিকিৎসকেরা। রাস্তায় নেমেছেন সাধারণ মানুষও। দোষীদের শাস্তির দাবিতে সরব হয়েছেন বিরোধী নেতৃত্ব। শাসকদল তৃণমূলও ঘটনার তীব্র নিন্দা করে সঠিক তদন্তের দাবি করেছে।

বাংলাদেশে সনাতনীদের সুরক্ষার দাবিতে ভাটপাড়ায় হিন্দু জাগরণ মঞ্চের মিছিল

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে বাংলাদেশে গঠিত হয়েছে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। ইউনূস দেশে শান্তি বজায় রাখার বার্তাও দিয়েছেন। অথচ পদ্মাপাড়ের দেশে সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচার অব্যাহত বলে অভিযোগ উঠছে। ওপার বাংলায় সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচার বন্ধের দাবিতে রবিবার ভাটপাড়ায় মিছিল করল হিন্দু জাগরণ মঞ্চ। এদিন বিকেলে হিন্দু জাগরণ মঞ্চের ভাটপাড়া নগরের তরফে ভাটপাড়ার বলরাম সরকার ঘাট সংলগ্ন কালীমন্দিরের সামনে থেকে মিছিল শুরু হয়। সেই মিছিল ঘোষপাড়া রোড ধরে কাঁকিনাড়া রেলওয়ে ব্রিজ অতিক্রম করে এ বি রোড ধরে রথতলা মোড়ে শেষ হয়। উক্ত মিছিলে এদিন হাজির ছিলেন, ব্যারাকপুর জেলার হিন্দু জাগরণ মঞ্চের সম্পাদক রোহিত সাউ, বিজেপির রাজ্য যুব মোর্চার সম্পাদক উত্তম অধিকারী, ভাটপাড়া মন্ডল-১ সভাপতি সুমিত চক্রবর্তী, কবি দে, শতাধী রায় দে-সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। মিছিল শেষে বিজেপির রাজ্য যুব মোর্চার সম্পাদক উত্তম অধিকারী বলেন, 'বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচার এবং ধর্মীয় স্থানে আঘাতের প্রতিবাদে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে সনাতনীরা রাস্তায় নেমেছেন। এমনকি ওপার বাংলার চট্টগ্রাম, বরিশাল-সহ বিভিন্ন স্থানে সনাতনীরাও পথে নেমেছেন।' উত্তমের কথায়, বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের সুসম্পর্ক রয়েছে। কিন্তু ওরা যদি অত্যাচার চালিয়ে সেই সম্পর্ক ছিন্ন করতে চায়। তাহলে ওদের মোক্ষম জবাবও দেওয়া হবে।

সম্পাদকীয়

ওপারে দুর্নীতি দূর করে সুশাসন প্রতিষ্ঠাও বড় চ্যালেঞ্জ

বাংলাদেশে ক্ষমতার পালাবদলে শপথ নিল অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। প্রধান উপদেষ্টা হয়েছেন নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ মুহাম্মদ ইউনূস। উপদেষ্টা হিসেবে তাঁর সঙ্গে আছেন আরো ১৬ জন। রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন বৃহস্পতিবার রাতে উপদেষ্টাদের শপথবাক্য পাঠ করান। অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা হয়েছেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের দুই সমন্বয়ক নাহিদ ইসলাম ও আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া। তাঁরা দুজনই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী। এই সরকারের উপদেষ্টা হওয়া নাহিদ ও আসিফ দুজনই গণতান্ত্রিক ছাত্রশক্তি নামের একটি ছাত্রসংগঠনের নেতা। নাহিদ সংগঠনটির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যসচিব আর আসিফ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার আহ্বায়ক। আসিফ এর আগে ডাকসুর সাবেক ভিপি নুরুল হকের নেতৃত্বাধীন রাজনৈতিক দল গণ-অধিকার পরিষদের ছাত্রসংগঠন ছাত্র অধিকার পরিষদের নেতা ছিলেন। অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সঙ্গে কাজ করতে ‘প্রস্তুত’ থাকার কথা বলেছে যুক্তরাষ্ট্র সরকার। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের শপথ গ্রহণের কয়েক ঘণ্টা আগে বিবৃতি দিয়ে এই প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর। এক বিবৃতিতে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র বলেছেন, অন্তর্বর্তীকালীন সরকার বাংলাদেশে দীর্ঘমেয়াদি শান্তি ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। গত মঙ্গলবার রাতে যুক্তরাষ্ট্রের মেরিল্যান্ডের অ্যানাপোলিসে এক সংবাদ ব্রিফিংয়ে বাংলাদেশে অন্তর্বর্তী সরকারকে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতি সম্মান জানানোর ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিনকেন। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। একই সঙ্গে বাংলাদেশে দ্রুত স্বাভাবিকতা ফিরবে বলেও তিনি আশা প্রকাশ করেছেন। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সামনে এখন অনেক চ্যালেঞ্জ। সরকারের চ্যালেঞ্জ এখন দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ঠিক রাখা। রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ ও লুটপাটের অভিযোগ পাওয়া গেছে। দোকান, বসতবাড়ি ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে হামলা, লুটপাট ও অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। এ ধরনের অশান্তি-অস্থিরতা অব্যাহত থাকলে অর্থনীতিতে তা প্রভাব ফেলবে। অস্থিরতা বাড়বে। কাজেই কঠোর হাতে অরাজকতা দমন করতে হবে। এর পাশাপাশি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে দেশের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে হবে। দুর্নীতি দূর করে সুশাসন প্রতিষ্ঠাও একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

শব্দবাণ-১৪

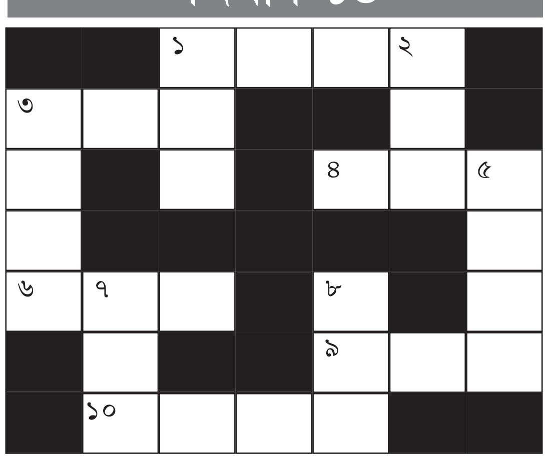

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১ মক্কাশরিফের কাছে মুসলমানদের একটি পবিত্র ময়দান ৩.প্রভু,কর্তা ৪. মাপ ৬. আসল নয় ৯.নিষেধ ১০.ঋণ শোধ।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. গলায় গলায় ২. পর্বতের নিম্ন অঞ্চল ৩.সম্মাননা ৫. আমজনতা, পাবলিক ৭.পাকা চুল কালো করবার রং ৮.অবারিত।

সমাধান: শব্দবাণ-১৩

পাশাপাশি: ২. প্রতিবিধান ৫. কিল ৬. তিগ্ম ৭. দেব ৮. মজা ১০. তরফদার।

উপর-নীচ: ১. সুধা ২. প্রকৃতিজাত ৩. বিবি ৪. নকিবদার ৯. কফ ১১. রক্ত।

জন্মদিন

আজকের দিন

সুনীল শেট্টি

১৯৫২ *বিশিষ্ট বামপন্থী রাজনীতিবিদ সীতারাম ইয়েচুরির জন্মদিন।*
১৯৮৬ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মদিন।*
১৯৯৫ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী সারা আলি খানের জন্মদিন।*

আজ ১২ জানুয়ারি জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে নিবেদন

ভারতের জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস ও ঐতিহ্যের এক গ্রন্থাগার

গ্রন্থাগার ভবন; আগে যেমন ছিলো।

বর্তমান ভবন।

অশোক সেনগুপ্ত

মুঠোফোন মানুষের পড়ার অভ্যাস নাকি খেয়ে নিচ্ছে। বই থেকে সংবাদপত্র; সবেতেই সেভাবে পাঠকের আকাল। ফলে অনেকের কপালে চিন্তার ভাঁজ। এরকম অবস্থায় ১২ আগস্ট ভারতের জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস। খোঁজ নিলাম কেমন আছে বীরভূমের প্রাচীন গ্রন্থাগার বিবেকানন্দ গ্রন্থাগার ও রামরঞ্জন টাউন হলে।

১৮৯৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সিউড়ির র। বীরভূমের হেতমপুরের রাজা ছিলেন রামরঞ্জন। তাঁর দান করা জমির ওপরেই সুদৃশ্য ভবনে ছোট-বড় পাঁচটি হলঘর ও বিশাল পাঠকক্ষ। গ্রন্থাগারের ১২৫ বছর উদযাপন নিয়ে এই মুহূর্তে তাদের ব্যস্ততা তুঙ্গে। পড়ার অভ্যাস কমে যাওয়ায় কিছুটা চিন্তিত গ্রন্থাগারের কর্তারা। তবে, এই সঙ্গে আশাবাদীও। তাঁদের মতে, নতুন নতুন পাঠকও যুক্ত হচ্ছে। প্রযুক্তি কি কখনও পাঠাভ্যাসকে নির্মূল করে দিতে পারে?

গ্রন্থাগারটি পরিচালনার জন্য আছে ১২ জনের কমিটি। পদাধিকারবলে জেলাশাসক এর সভাপতি। সওয়াশো বছর আগে কোনও গ্রন্থাগার তো দূরের কথা, কোনও সভাগৃহ ছিল ছিল না সিউড়িতে। ১৯০০-তে টাউন হল ও গ্রন্থাগারের দ্বারোদ্ঘাটন করেন তৎকালীন জেলাশাসক মিঃ ফোল্ডার। ১৯০৪-এ হেতমপুরের রাজা দলিল করে জমি ও ভবনটি গ্রন্থাগারের জন্য বরাদ্দ করেন। অনেক পরে এর একাংশ জেলা গ্রন্থাগার ভবন এবং অপর একটি অংশ স্থানীয় প্রাচীন প্রতিষ্ঠান সাহিত্য পরিষদকে দেওয়া হয়।

সিউড়ির গ্রন্থাগারে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন উদযাপন।

ছোটদের বইয়ের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টির জন্য একটি অনুষ্ঠান।

বিবেকানন্দ গ্রন্থাগার ও রামরঞ্জন টাউন হলের পরিচালনমন্ডলিতে প্রায় ১৪ বছর ধরে আছেন সোমেশ্বর বড়াল। ক’বছর ধরে এর সভাপতির দায়িত্বে। নিয়মিত আসেন এই গ্রন্থাগারে। পাঠাভ্যাস কমে যাওয়াটা কীভাবে দেখছেন? তাঁর জবাব, ১০ বছর আগে হয়তো প্রতি সন্ধ্যায় বই বদল করতে আসতেন ১৭ জন। এখন হয়তো আসেন ১০ জন। গ্রন্থাগারগুলো কোভিডে খুব ধাক্কা খেয়েছে। বহুদিন বন্ধ ছিল। খোলার পরেও বেশ কিছুদিন গতি পায়নি। বয়স্ক যাঁরা আগে প্রায় নিয়মিত আসতেন ওই সময়কালে গৃহবন্দী অবস্থায় থেকে অভ্যাস বদলে ফেলেছেন। তাঁরা আর গ্রন্থাগারমুখী হননি। কমেছে গ্রন্থাগারের সংবাদপত্র পাঠকের সংখ্যাও।

রবিবার ও ছুটির দিন বাদে সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটা থেকে তিন ঘন্টা খোলা থাকে গ্রন্থাগার।

সোমেশ্বরবাবু জানান, ‘বই এবং দলিল-দস্তাবেজের সংখ্যা প্রায় ৫৫ হাজার। প্রতি বছর অন্তত ৫০ হাজার বই কেনার ইচ্ছে থাকে আমাদের। যৎসামান্য অর্থে শিশুদের গ্রাহক করা হয়। ওই বিভাগে ইংরেজি ভাষার বইয়ের চাহিদা বাড়ছে। এ ছাড়া বড়দের বিভাগেও বিশেষ চাহিদা মাথায় রেখে কিছু বই কিনতে হয়।’

পাঠকের অভাবের পাশাপাশি অর্থাভাব কতটা অস্বস্তির কারণ হয়ে উঠেছে? সোমেশ্বরবাবুর জবাব, ‘গ্রন্থাগারে পরিষেবা দেওয়ার জন্য নামমাত্র সাম্মানিকে চারজন আছেন। এ ছাড়া আছে বিদ্যুতের বিল, গোটা চত্বর পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যয়। এত বড় ও প্রাচীন ভবন, এটা সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ রীতিমত দায় হয়ে উঠছে আমাদের। আগে বই কেনার জন্য রামমোহন লাইব্রেরি ফাউন্ডেশনের টাকা নিতাম। কিন্তু পদ্ধতিগত জটিলতার জন্য গত প্রায় ১২ বছর ধরে তা নিতে পারছি না। এখন বছরে আমাদের গ্রন্থাগার বছরে লাখখানেক টাকা পেতে পারে ওই সরকারি তহবিল থেকে।’

আর কোন সমস্যা গ্রন্থাগারের বিকাশের অন্তরায় হচ্ছে? সোমেশ্বর বড়াল বলেন, ‘মাইক্রোফিল্ম করার সামর্থ্য আমাদের নেই। এত বই বিজ্ঞানসম্মত ক্যাটালগিংও করা হয়নি। আলমারি ধরে ধরে বইয়ের পৃথক তালিকার সংকলন রয়েছে। তা দেখে গ্রাহকরাই নিজের পছন্দের বই খুঁজে নেন। আমরা দুএকজন অভিজ্ঞ সময়বিশেষে সাহায্য করি। এর সমাধানের জন্য পর্যায়ক্রমে বিশেষ ধরণের চাহিদার কথা ভেবে ৪-৫টি বিভাগ করতে যাচ্ছি। এর প্রথমটি মা সারদা, শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ ও তাঁদের জগৎ-বিষয়ক বই নিয়ে। বীরভূম ও রাঢ় বাংলা-বিষয়ক প্রচুর বই আছে এখানে। সেগুলিও ৩-৪টি নির্দিষ্ট আলমারিতে রাখা হচ্ছে’।

আর কোন সমস্যা গ্রন্থাগারের বিকাশের অন্তরায় হচ্ছে? সোমেশ্বর বড়াল বলেন, ‘মাইক্রোফিল্ম করার সামর্থ্য আমাদের নেই। এত বই বিজ্ঞানসম্মত ক্যাটালগিংও করা হয়নি। আলমারি ধরে ধরে বইয়ের পৃথক তালিকার সংকলন রয়েছে। তা দেখে গ্রাহকরাই নিজের পছন্দের বই খুঁজে নেন। আমরা দুএকজন অভিজ্ঞ সময়বিশেষে সাহায্য করি। এর সমাধানের জন্য পর্যায়ক্রমে বিশেষ ধরণের চাহিদার কথা ভেবে ৪-৫টি বিভাগ করতে যাচ্ছি। এর প্রথমটি মা সারদা, শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ ও তাঁদের জগৎ-বিষয়ক বই নিয়ে। বীরভূম ও রাঢ় বাংলা-বিষয়ক প্রচুর বই আছে এখানে। সেগুলিও ৩-৪টি নির্দিষ্ট আলমারিতে রাখা হচ্ছে’।

ঐতিহ্যের এই ভবনে ঐতিহ্যের অন্য কিছু? সোমেশ্বরবাবু জানান, হ্যাঁ। বই রাখার নানা ধরনের আলমারি ও শেলফ আছে প্রায় ১৬০টি। এর অধিকাংশই পুরনো। পাঠকদের মূল বড় টেবিল, কিছু ছোট টেবিল-চেয়ার, অন্য আসবাবের পাশাপাশি গোটা ৪০ পেন্টিং আছে। এর মধ্যে হেতমপুরের রাজার ছবির মাপ প্রায় ২০ বর্গফুট। মেঝে থেকে অনেক উঁচুতে দেওয়ালে ঝোলানো থাকে এগুলো। আমরা সহজে নাগাল পাইনা। বহু যুগ বাদে, অন্তত আমার দেখা এই প্রথম বাঁধানো ছবিগুলোকে নামিয়ে সাফসুরৎ করা হচ্ছে।

গ্রন্থাগারের বাগানে সুদৃশ্য ফোয়ারাটির বয়সও ১২৫ বছর হল। পরিবর্তিত প্রযুক্তিতে এখনও চালু রয়েছে সেটি।

গ্রন্থাগারের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে জানতে চাওয়ায় সোমেশ্বরবাবু বলেন, ‘গ্রন্থাগার মানে তো কেবল বই পড়া নয়! বিদ্যাচর্চাও এর একটা অঙ্গ। একটি নামী প্রকাশনা সংস্থা দু’বার ‘বইবন্ধু’ নামে শিবির করেছিল এখানে। প্রশ্নোত্তর প্রতিযোগিতা করেছি। প্রায় প্রতি মাসে আমরা কোনও আলোচনাসভার আয়োজন করি। তাতে অনেকে আলোচনায় বা শ্রোতা হিসাবে আসেন। ২০১১ থেকে কলেজ পড়ুয়াদের সাপ্তাহিক মজলিসের ব্যবস্থা হয়েছে এখানে। মাঝে বেশ কিছুকাল ভাটা পড়েছিল। আবার ঠিকমত হচ্ছে। প্রতি সপ্তাহে ১৩-১৪ জন যোগ দিচ্ছে তাতে। একজন শিক্ষকের তত্বাবধানে গ্রুপ ডিসকাশন, প্রশ্নোত্তর প্রতিযোগিতা এসব হয় সেখানে। প্রতি জানুয়ারিতে স্বামীজীর জন্মদিন ও ২৫ আগস্ট গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠাদিবসে নানা সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড রাখার চেষ্টা করি’।

আনন্দকথা

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

জ্ঞান ও বিজ্ঞান, অদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ও দ্বৈতবাদ — এই তিনের সময় —

Reconciliation of Non-Dualism, Qualified Non-Dualism and Dualism.

শ্রীরামকৃষ্ণ — ঋষিদের ব্রহ্মজ্ঞান হয়েছিল। বিষয়বুদ্ধির লেশমাত্র থাকলে এই ব্রহ্মজ্ঞান হয় না। ঋষিরা কত খাটত। সকাল বেলা আশ্রম থেকে চলে যেত। একলা সমস্ত দিন ধ্যান চিন্তা করত, রাত্রে আশ্রমে ফিরে এসে কিছু ফলমূল খেত। দেখা, শুনা, ছোঁয়া — এ-সবের বিষয় থেকে মনকে আলাদা রাখত, তবে ব্রহ্মকে বোধে বোধ করত।

‘‘কলিতে অন্নগত প্রাণ, দেহবুদ্ধি যায় না। এ-অবস্থায় ‘সোহহং’ বলা ভাল নয়। সবই করা যাচ্ছে, আবার ‘আমিই ব্রহ্ম’ বলা ঠিক নয়। যারা বিষয় ত্যাগ করতে পারে না, যাদের ‘আমি’ কোন মতে যাচ্ছে না, তাদের ‘আমি দাস’ ‘আমি ভক্ত’ এ-অভিমান ভাল। ভক্তিপথে থাকলেও তাঁকে পাওয়া যায়।

(ক্রমশঃ)

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

টাকা দিলেই রেলে চাকরি, প্রতারণার ফাঁদ পাতার অভিযোগ চুঁচুড়ার প্রৌঢ়ের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, চুঁচুড়া: 'টাকা দিলেই রেলে চাকরি', এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রতারণার ফাঁদ পাতার অভিযোগ উঠেছে চুঁচুড়া কাপাসডাঙার প্রৌঢ়ের বিরুদ্ধে। টাকা ফেরতের দাবিতে রবিবার তার বাড়ির সামনে বিক্ষোভ উত্তেজিত জনতার। ঘটনাস্থলে পৌঁছয় চুঁচুড়া থানার পুলিশ। 'টাকা দিলেই রেলে চাকরি', এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রতারণার ফাঁদ পাতার অভিযোগ উঠেছে চুঁচুড়া কাপাসডাঙার প্রৌঢ়ের বিরুদ্ধে। টাকা ফেরতের দাবিতে রবিবার তার বাড়ির সামনে বিক্ষোভ উত্তেজিত জনতার। চুঁচুড়া পুরসভার আট নম্বর ওয়ার্ডে গত কয়েক বছর ধরে একটি বাড়িতে ভাড়া নিয়ে থাকেন অভিজিৎ চৌধুরী। তাঁর বিরুদ্ধে রেলে চাকরি দেওয়ার নাম করে লাখ লাখ টাকা আত্মসাৎ করার অভিযোগ উঠেছে। কয়েকজনকে ভুয়ো নিয়োগপত্রও দেন তিনি। তিন মাস চাকরি করার পর বেতন পাননি তাঁরা। সেই সময়েই বুঝতে পারেন,

প্রতারণা শিকার হয়েছেন তাঁরা। রেলের গ্রুপ সি এবং গ্রুপ ডি পদে চাকরি দেওয়ার নাম করে লাখ লাখ টাকা আত্মসাৎ করেছেন অভিজিৎ, অভিযোগ এমনটাই। বাগুইহাটির বাসিন্দা সুবীর দে বেসরকারি সংস্থায় চাকরি দেন নিজের এজেন্সির মাধ্যমে। অভিযুক্ত অভিজিতের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল তাঁর। সুবীরকেই অভিজিৎ বলেছিলেন, সরকারি চাকরি করে দেওয়ার সুযোগ তাঁর কাছে রয়েছে। এর জন্য যোগ্য প্রার্থী জোগাড় করে দিতে। এরপর সুবীর বেশ কয়েকজনকে অভিজিতের সঙ্গে আলাপ করান। সুবীরের স্ত্রী মৌমিতার দাবি, তাঁদের বাড়ির পাশে এক মহিলাকে রেলের চাকরির সুযোগের কথা জানিয়েছিলেন তাঁর স্বামী। এমনকী, ওই মহিলার থেকে টাকা নিয়ে অভিজিৎ চৌধুরীকে দেন তাঁরা। কিন্তু, চাকরি মেলেনি। এরপর অভিজিতের চুঁচুড়া কাপাসডাঙার বাড়িতে একাধিক প্রতারিতরা পৌঁছন। সঙ্গে ছিলেন সুবীর ও মৌমিতাও। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছন স্থানীয় কাউন্সিলর নির্মল চক্রবর্তী। তিনি বলেন, 'টাকা দিয়ে এভাবে চাকরি পাওয়া যায় না। অভিজিতের মতো মানুষের থেকে দূরে থাকার জন্য সাধারণ মানুষকে অনুরোধ করব।' অভিজিতের স্ত্রী স্বপ্না চৌধুরীর অবশ্য দাবি, স্বামীর কীর্তির বিষয়ে তিনি কিছু জানেন না। তাঁর স্বামী কাজের সূত্রে আসানসোলে গিয়েছেন। অভিজিৎ আগে গৃহশিক্ষকতা করতেন। পরে একটি বেসরকারি সংস্থায় চাকরি করেন। তবে রেলের চাকরি তিনি কোনওদিন করেননি। স্থানীয় সূত্রে খবর, পানশালার মহিলা কর্মীদের গন্তব্যে পৌঁছে দেওয়ার কাজ করতেন তিনি। স্বপ্না বলেন, 'স্বামী সংসারের কোনও দায়িত্ব নেয় না। আমার উপরেও অত্যাচার করে। ও কার থেকে টাকা নিয়েছে সেই বিষয়ে আমার কিছু জানা নেই।' সুবীর দে বলেন, 'আমি অভিজিৎকে বিশ্বাস করেছিলাম। ও যে এভাবে ঠকাবে, তা বুঝতে পারিনি।' এদিকে হট্টোগোলের খবর পেয়ে সেখানে যায় চুঁচুড়া থানার পুলিশ। প্রতারিতদের অভিযোগ দায়ের করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

মহিলা চিকিৎসককে হুমকি, গ্রেপ্তার অভিযুক্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: মহিলা চিকিৎসককে হুমকি দেওয়ার অভিযোগে এক সিভিক ভলান্টিয়ারকে গ্রেপ্তার করে ভাতার থানার পুলিশ। ওই সিভিক ভলান্টিয়ারের বিরুদ্ধে ভাতার ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের এক মহিলার চিকিৎসককে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। তারই প্রতিবাদে শনিবার দোষীর শাস্তির বিরুদ্ধে মিছিল করে এসে ভাতার থানায় লিখিত অভিযোগ জানান ওই মহিলা চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য কর্মীরা। রবিবার ধৃত ওই সিভিককে বর্ধমান আদালতে পেশ করে পুলিশ। প্রসঙ্গত একদিকে যখন কলকাতার আরজিকর হাসপাতাল নিয়ে গোটা রাজ্য উত্তাল। ঠিক সেই সময় ভাতারের এক সিভিক ভলান্টিয়ারের বিরুদ্ধে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ ওঠে ভাতার ব্লক হাসপাতালের এক মহিলা চিকিৎসককে।

ওই মহিলা চিকিৎসক পুলিশকে জানায় শুক্রবার মধ্য রাতে ওই সিভিক ভলান্টিয়ার সুশান্ত রায় হাসপাতালে মদ্যপ অবস্থায় চিকিৎসা করাতে এসে হাসপাতালে ঢুকে তার সঙ্গে অভব্য আচরণ করেন। প্রতিবাদ করলে তাকে উলটে হুমকি দেয় 'আরজি করে কি হইছে দেখেছেন তো। তা আপনার সঙ্গেও হতে পারে।' এমন হুমকি পাওয়ায় পরেই তিনি আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। শনিবার হাসপাতালের সমস্ত চিকিৎসকদের জানানোর পরেই সকল চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য কর্মীরা এই ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে প্রশাসনের দ্বারস্থ হন। অভিযোগের ভিত্তিতে ওই সিভিক ভলান্টিয়ারের মাদপুর গ্রামের বাড়ি থেকে তাকে গ্রেপ্তার শনিবারেই। ঘটনার কথা প্রকাশ্যে আসায় নিন্দার ঝড় উঠেছে সব মহলে।

শহিদ ক্ষুদিরাম বসুর আত্মবলিদান দিবস পালন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: স্বাধীনতা সংগ্রামী শহিদ ক্ষুদিরাম বসুর আত্মবলিদান দিবস উপলক্ষ্যে রবিবার কাঁকসা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে ছোট ছোট শিশুদের নিয়ে বসে আঁকো প্রতিযোগিতার আয়োজনের পাশাপাশি স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। এদিন সকাল ১১টা নাগাদ শুরু হয় রক্তদান শিবির। এদিন রক্তদান শিবিরে উপস্থিত ছিলেন কাঁকসার ও জেলা বাম নেতৃত্ব। এদিন অনুষ্ঠানে যোগ দেন অবসর প্রাপ্ত বর্ধমান মহিলা কলেজের অধ্যাপক সুকৃতি ঘোষাল, সারা ভারত খেত মজুর ইউনিয়নের নেতা সুমন্ত ব্যানার্জি সহ অন্যান্যরা।

সুকৃতি ঘোষাল জানিয়েছেন, বিভিন্ন বাম গণ সংগঠনের ডাকে শহিদ ক্ষুদিরাম বসুর আত্মবলিদান দিবসকে স্মরণীয় করে রাখতে বিভিন্ন জায়গায় নানান অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সেই মতো কাঁকসাতেও বাম কর্মীরা রক্তদান শিবির ও শিশুদের নিয়ে বসে আঁকো প্রতিযোগিতার আয়োজন করেন। যেখানে পঞ্চাশ জন রক্তদাতা রক্তদান করেন।

সোনামুখীতে ভাঙা ব্রিজ পরিদর্শনে একসঙ্গে বিজেপি বিধায়ক ও তৃণমূল প্রধান

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: সোনামুখীতে ভাঙা ব্রিজ পরিদর্শনে একসঙ্গে বিজেপি বিধায়ক ও তৃণমূল প্রধান। দু'জনের সৌজন্য সাক্ষাৎ। বিজেপি বিধায়কের দাবি, রাজনীতি ভুলে ব্রিজ মেরামত করায় একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত। সোনামুখী ব্লকের রামপুর সতীঘাট সংলগ্ন শালী নদীর ওপরে জলস্রোতে ভেঙেছে ব্রিজের মাঝের অংশ। সমস্যায় পড়েছে ৪০ থেকে ৪৫ গ্রামের মানুষজন। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পারাপার করছে স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা। এই পরিস্থিতিতে ব্রিজ পরিদর্শন করতে এলেন সোনামুখী বিধানসভার বিজেপি বিধায়ক দিবাকর ঘরামী এবং হামিরহাটি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান জয়রাম পাল। মুখোমুখি হয়ে একসঙ্গে কথা বললেন বিজেপি বিধায়ক ও তৃণমূল প্রধান। সোনামুখী বিধানসভার বিজেপি বিধায়ক দিবাকর ঘরামীর দাবি, প্রধান একজন প্রশাসনিক ব্যক্তি উনি ওনার তরফ থেকে চেষ্টা করবেন, আমি আমার দিক দিয়ে চেষ্টা করব। এই সময় রাজনীতি ভুলে সাধারণ মানুষ যাদের তাড়াতাড়ি সুবিধা পায় তার ব্যবস্থা করতে হবে। হামিরহাটি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান জয়রাম পালের দাবি, বিধায়কের সঙ্গে ব্রিজ নিয়ে কোনো কথা হয়নি। তিনি ব্যক্তিগত খোঁজখবর নিলেন তার সঙ্গে শুধুমাত্র সৌজন্য সাক্ষাৎ হয়েছে।

শ্রাবণী মেলা উপলক্ষ্যে এই প্রথমবার গঙ্গা আরতি চন্দননগর রানিঘাটে

নিজস্ব প্রতিবেদন, চন্দননগর: শ্রাবণী মেলা উপলক্ষ্যে এই প্রথমবার গঙ্গা আরতি হল চন্দননগর রানিঘাটে। তাও একেবারে গঙ্গাবক্ষ থেকেই। গঙ্গার ঘাট থেকে গঙ্গা আরতি হয়। তবে রানিঘাটে অন্য ছবি। বারাণসীতে যেমন গঙ্গার ঘাটে আরতি হয়। শনি ও রবিবার রানিঘাটেও সেই দৃশ্য দেখা গেল। শ্রাবণে তারকেশ্বরে শ্রাবণী মেলা হয়। লক্ষ পুণ্যার্থীর ভিড় হয় এখানে। প্রথা মেনে বৈদ্যবাটি নিমাইতীর্থ গঙ্গার ঘাট থেকে জল নিয়ে বাঁক কাঁধে ভক্তরা তারকেশ্বরের পথে ছোটেন। কাঁধে বাঁক, মুখে 'ভোলে বাবা পার করেগা'। চন্দননগর রানিঘাটে এই গঙ্গা আরতির অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন, স্নেহাশিস চক্রবর্তী, বেচারাম মান্নারা। কৃষি বিপণন মন্ত্রী বেচারাম মান্না বলেন, 'আমাদের রাজ্যের ১৩টি বিভাগের সচিবদের নিয়ে বৈঠক হয়েছে। এবার আমরা গঙ্গা আরতি করলাম। অনলাইনে দেশবাসী দেখল। তারকেশ্বরে আমাদের একটি সংগ্রহশালাও করা হয়েছে। একটা নতুনত্ব হল।' বহু দিন ধরে এই শ্রাবণী মেলা হচ্ছে। তবে গঙ্গা আরতি হয়নি কখনও। আবারই প্রথম। মুখ্যমন্ত্রীর ইচ্ছায় শ্রাবণী মেলাকে কেন্দ্র করে গঙ্গা আরতির আয়োজন করে হুগলি জেলা প্রশাসন। একইসঙ্গে তারকেশ্বরে শ্রাবণী মেলা সংগ্রহশালার উদ্বোধন হয়। হুগলি জেলাশাসক মুক্তা আর্য জানান, শনিবার ও রবিবার চন্দননগর রানিঘাটে গঙ্গা আরতি হয়েছে। রবিবার সেই লঞ্চ চলে যায় শ্রীরামপুর রায়ঘাটে সেখানেও আরতি হয়।

স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তরপাড়া: স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির ও বিনা ব্যয়ে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির হুগলির উত্তরপাড়া পুরসভার ২৩ নম্বর ওয়ার্ড তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে মাখলা দু'নম্বর গভর্মেন্ট কলোনি বিবেকানন্দের সংঘের প্রাঙ্গণে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির ও বিনা ব্যয়ে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে ১০২ জন রক্তদাতা স্বেচ্ছায় রক্তদান করলেন এবং বিনা ব্যয়ে চারশো জন মানুষকে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানো হয়। উপস্থিত ছিলেন এলাকার সাংসদ কল্যাণ ব্যানার্জি, রাজ্য তৃণমূল সম্পাদক তথা উত্তরপাড়া পুরসভার চেয়ারম্যান দিলীপ যাদব, ভাইস চেয়ারম্যান খোকন মণ্ডল, ডানকুনির পুর চেয়ারপার্সন হাসিনা শবনম, বাঁশবেড়িয়ার পুর চেয়ারম্যান আদিত্য নিয়োগী, চুঁচুড়ার পুর চেয়ারম্যান অমিত রায়, কোন্নগরের পুর চেয়ারম্যান স্বপন দাস, জেলা পরিষদের সভাধিপতি রঞ্জন ধাড়া, ডোমজুড় বিধায়ক কল্যাণ ঘোষ, জেলা পরিষদ কর্মাধ্যক্ষ সুবীর মুখার্জি, উত্তরপাড়া পুরসভার সিআইসি তথা প্রাক্তন ভাইস চেয়ারম্যান ইন্দ্রজিৎ ঘোষ, শ্রীরামপুর হুগলি সাংগঠনিক মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী শিল্পী চ্যাটার্জী ও এই পুরসভার বেশ কিছু কাউন্সিলর সহ বিশিষ্টরা এবং তৃণমূল কংগ্রেসের সদস্যবৃন্দ। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এলাকার কাউন্সিলর অর্ণব রায় অতিথিদের সংবর্ধনা জানানো হয়। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন কাউন্সিলর অর্ণব রায়।

শিবভক্তদের সেবা করে নজির বাপি শেখের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: শ্রাবণ মাসের চতুর্থ তথা শেষ রবিবারে সম্প্রীতির অনন্য নজির গড়ল বাঁকুড়ার তালড্যাংরা। সৌজন্যে স্থানীয় লব্দা গ্রামের শেখ বাপি নামে এক মুসলিম যুবক।

সোমবার সকালে ওই এলাকার শিলাবতী নদী তীরে তালড্যাংরার ভীমাড়া কেশাতড়া মহাকালেশ্বর শিব

মন্দির সহ পার্শ্ববর্তী সিমলাপাল ব্লকের বিভিন্ন মন্দিরে শিবলিঙ্গে জল ঢালবেন ভক্তরা। সেই উদ্দেশ্যে ইতিমধ্যে শুশুনিয়ার পাহাড়ি ঝর্নার জল নিয়ে প্রায় ৭০ কিলোমিটার পায়ে হেঁটে নিজ নিজ গন্তব্যের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছেন শিব ভক্তরা। এই অবস্থায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা পায়ে হেঁটে মন্দিরে পথে যাওয়ার পথে ওই সব ভক্তদের সেবা করতে এগিয়ে এলেন শেখ বাপি। পরম যত্নে তাঁদের সেবা করতে দেখা গেল তাকে। প্রত্যেকের পায়ে ব্যথা নাশক স্প্রে করার পাশাপাশি তাদের হাতে তুলে দিলেন মিষ্টির প্যাকেট ও জলের বোতল।

শেখ বাপির এই উদ্যোগে খুশি শিব ভক্তরাও। তাঁরা শেখ বাপির মঙ্গল কামনা করেছেন।

শেখ বাপি বলেন, মানব সেবার চেয়ে বড় কিছু হয় না। আর আমি আমার সাধ্যমতো সেই কাজটাই বছরভর করে চলেছি।

রাস্তার ওপর তৈরি জরাজীর্ণ ব্রিজ মেরামতির দাবিতে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, রানিগঞ্জ: কয়লা খনির পণ্য বোঝাই গাড়ি আটকে ভগ্নপ্রায় হাড়াভাঙা ব্রিজ মেরামতের দাবি করে, ব্রিজের কাছে এসে বিক্ষোভ দেখালো হাড়াভাঙা গ্রাম রক্ষা কমিটি ও পশ্চিমবঙ্গ গয়লা সমাজের নেত্রী স্থানীয়রা।

রবিবার রানিগঞ্জ ব্লকের তিরাট গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত হাড়াভাঙা এলাকার নুনিয়া নদীর ব্রিজ পুনর্গঠনের দাবি জানিয়ে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায়। পথ অবরোধের জেরে দীর্ঘক্ষণ আটকে পড়ে কয়লা ভর্তি ট্রাক। অবরোধকারীদের অভিযোগ, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সড়ক পরিবহণ নিগম নির্মিত তিরাট এলাকার রাস্তাটি দশ টনের বেশি গাড়ি চলাচল নিষিদ্ধ বলে বিজ্ঞপ্তি লাগানো হলেও, ওভারলোডেড ও ১০ টনের ভারী যান চলাচল করায় রাস্তা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এই এলাকাতে রয়েছে ইসিএল এর তিরাট হাইওয়েল প্রজেক্ট। সেখান থেকে ট্রাক ভর্তি কয়লা এই রাস্তা দিয়েই চলাচল করে। হাড়াভাঙা তিরাট এলাকার সঙ্গে রানিগঞ্জ শহর, জেকে নগর ও রানিসায়েরের যোগাযোগের একমাত্র পথ। ছাত্র-ছাত্রীসহ প্রায় হাজার খানেক মানুষ, প্রতিদিন এই সেতু ব্যবহার করেন।

স্থানীয় মানুষের অভিযোগ, ভারী ট্রাক চলাচল করে রাস্তা নষ্ট হয়েছে। রাতের দিনে সর্বদাই চলে ভারী সামগ্রী বোঝায় ট্রাক। তারা জানান, বারবার আবেদন করলেও প্রশাসন ও ইসিএল কোনও কর্ণপাত করেনি। ইতিমধ্যেই এই রাস্তাতে চারজন মানুষ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন। বিক্ষোভে অংশগ্রহণকারী গ্রামবাসীরা জানান, সমস্যার সমাধান শীঘ্রই নাহলে আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলন করবেন। এ বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ গয়লা সমাজের সভাপতি নয়ন গোপ এ বিষয়ে দাবি করেন, অবিলম্বে এই ব্রিজ মেরামত করা না হলে তারা আগামীতে এলাকায় অবস্থিত দুটি খোলা মুখ খনি ঘিরে অবরোধ করবেন।

৫০ কিলো গাঁজা সহ ৪ জন গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেমারি: গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযান চালিয়ে ৫০ কেজি গাঁজা সহ চারজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। শনিবার গভীর রাতে মেমারি টোল প্লাজার কাছে একটি চারচাকা গাড়ি দাঁড় করিয়ে তল্লাশি চালায় পুলিশ। ওই চারচাকা গাড়িটি ওড়িশা থেকে আসছিল। টোল প্লাজায় পুলিশ ওই গাড়িটিকে দাঁড় করায় এবং জিজ্ঞাসাবাদ করলে গাড়িতে থাকা ব্যক্তিদের কথায় অসঙ্গতি ধরা পড়ে এবং গাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে একটি বস্তা উদ্ধার করে পুলিশ। বস্তা খোলার পর দেখা যায় বস্তা ভর্তি গাজা রয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে ওই বস্তায় গাঁজার পরিমাণ প্রায় ৫০ কেজি। গাড়িটি ওড়িশা থেকে বীরভূমে যাচ্ছিল। সেখানেই ওই বস্তা কাউকে দেওয়ার কথা ছিল। ওই গাড়িতে থাকা ১ মহিলা সহ মোট ৪ জনকে গ্রেপ্তার করে মেমারি থানার পুলিশ। রবিবার ধৃতদের বর্ধমান আদালতে পেশ করা হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে ধৃতদের নাম অসীম সরকার (৩৫), বাড়ি - কাটাপুকুর, বর্ধমান। ওম প্রকাশ প্রসাদ (৫৫) বাড়ি - নতুন পুকুরপাড়, রাজেশ কার্তিক (২৯) বোলপুর, হাটতলা, বেলা দাস (৬৫ বছর) বোলপুর, খাদিপাড়া। গাড়িটিকে আটক করেছে পুলিশ।

চেয়ারম্যান কাপ ক্রিকেট টুর্নামেন্টের প্রীতি ম্যাচে জয়ী সাংবাদিক একাদশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: চেয়ারম্যান কাপ ক্রিকেট টুর্নামেন্টের প্রীতি ম্যাচে জয়ী সাংবাদিক একাদশ। খেলা শেষে বিজয়ী দলের হাতে পুরস্কার তুলে দেন উপস্থিত বিশিষ্টজনেরা। উল্লেখ্য, বালুরঘাট ক্রিকেটার একাডেমির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল এক দিবসীয় চেয়ারম্যান কাপ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। একটি অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে এই টুর্নামেন্টের সূচনা করেন বালুরঘাট পুরসভার চেয়ারম্যান অশোক কুমার মিত্র। বালুরঘাট টাউন ক্লাব ময়দানে আয়োজিত এই ক্রিকেট টুর্নামেন্টে সাংবাদিক একাদশ ও চেয়ারম্যান একাদশের মধ্যে একটি সম্প্রীতি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্প্রীতি ম্যাচে যৌথভাবে অংশগ্রহণ করে দক্ষিণ দিনাজপুর জার্নালিস্টস ক্লাব ও জেলা প্রেস ক্লাবের সদস্যরা। প্রথমে ব্যাট করে নির্ধারিত ৫ ওভারে চেয়ারম্যান একাদশ ৩১ রান করে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে সাংবাদিক একাদশ ৩ ইউকেট হারিয়ে এই রান সংগ্রহ করে ফেলে।

সংশোধনী ফর্ম জি (২৩.০৭.২০২৪ তারিখের প্রকাশিত)
মেসার্স রাজগড়িয়া টিম্বার প্রাইভেট লিমিটেড-সিআইআরপি অধীন এর জন্য
আগ্রহ প্রকাশক আহ্বান

কর্পোরেট ডেটর এবং শেয়ার অধিকারীগণের মূল্যমান সর্বোচ্চ করার লক্ষ্যে বিনিয়োগকারীগণের কমিটি ০৮.০৮.২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় আগ্রহ প্রকাশক আহ্বান দাখিলের সময় সম্প্রসারণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে নিম্নোক্ত মতে :

ক্রম নং	বিবরণ	পুরানো	সংশোধিত
১.	আগ্রহ প্রকাশক আহ্বান গ্রহণের শেষ তারিখ	০৭ আগস্ট ২০২৪	১৭ আগস্ট ২০২৪
২.	সম্ভাব্য প্রস্তাব আবেদনের সাময়িক তালিকা ইস্যুর তারিখ	১৭ আগস্ট, ২০২৪	২৩ আগস্ট ২০২৪
৩.	সাময়িক তালিকা বিষয়ে আপত্তি দাখিলের শেষ তারিখ	২২ আগস্ট ২০২৪	২৮ আগস্ট ২০২৪
৪.	সম্ভাব্য প্রস্তাব আবেদনের চূড়ান্ত তালিকা ইস্যুর তারিখ	১ সেপ্টেম্বর ২০২৪	১ সেপ্টেম্বর ২০২৪
৫.	সম্ভাব্য প্রস্তাব আবেদনকারীগণকে প্রস্তাব পরিকল্পনার অনুরোধ এবং মেমোরান্ডাম, ইভ্যালুয়েশন ম্যাট্রিক্স তথ্য ইস্যুর তারিখ	০৬ সেপ্টেম্বর ২০২৪	০৬ সেপ্টেম্বর ২০২৪
৬.	প্রস্তাব পরিকল্পনা দাখিলের শেষ তারিখ	০৬ অক্টোবর ২০২৪	০৬ অক্টোবর ২০২৪

- অন্যান্য সকল প্রক্রিয়া, নিয়ম এবং শর্তাদি ইত্যাদি অপরিবর্তিত থাকবে।
- ফর্ম জি তারিখ ২৩.০৭.২০২৪ প্রকাশিত হয়েছিল ই-আইআরপি শ্রী অনিল আগরওয়াল, IBBI/IPA-001/IP-P00270/2017-018/10514 এর নির্দেশ এবং স্বাক্ষর অধীনে।
- সঞ্জাই কুমার গুপ্তা, এক ইনসলভেন্সি পেশাদার IBBI/IPA-001/IP-P00592/2017-018/11045- নিযুক্ত হয়েছেন প্রস্তাব পেশাদার হিসেবে- সিআইআরপি রাজগড়িয়া টিম্বার প্রাইভেট লিমিটেডে, উল্লেখ্য নির্দেশ তারিখ ২৩.০৭.২০২৪-মহামান্য এনসিএলটি,কলকাতা বেঞ্চ অনুযায়ী, সংযুক্ত ২৮.০৭.২০২৪ তারিখে।

স্বা/- **সঞ্জাই কুমার গুপ্তা**, প্রস্তাব পেশাদার
রাজগড়িয়া টিম্বার প্রাইভেট লিমিটেড-সিআইআরপি -এর পক্ষে
IBBI/IPA-001/IP-P00592/2017- 018/11045
৫এ, অকমা, ২৭এ, বাগমারী রোড, কলকাতা : ৭০০০৫৪
এএফএ বৈধ : ১৯ নভেম্বর ২০২৪
স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১২.০৮.২০২৪
rajgariatpl@gmail.com/casanjaigupta@gmail.com

ফর্ম নং আইএনসি-২৬
[২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ সংস্থান অধীনে]
কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে স্থানান্তরের নিমিত্ত সংবাদপত্রে প্রজ্ঞাপন
কেন্দ্রীয় সরকার, রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ সমীপে
২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারার (৪) উপধারা এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ এর সাব-রুল (৫) এর ক্লজ (এ) সম্পর্কিত
এবং
ডেলকন (ইন্ডিয়া) প্রা. লি. (CIN : U45202WB1976PTC030695) ১৯৫৬ সালের কোম্পানি আইন অধীনে গঠিত একটি কোম্পানি রেজিস্টার্ড অফিস ফ্ল্যাট নং ২৪০, ৩য় তল, ২৫এ, পার্ক স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০১৬, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত সম্পর্কিত
....দরখাস্তকারী
এতদ্বারা সাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে, ১৫ জুলাই ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত প্রস্তব অনুযায়ী কোম্পানির মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে "পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য" থেকে "হরিয়ানা রাজ্যে" কোম্পানির রোজস্টার্ড অফিস স্থানান্তর নিমিত্ত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারাধীনে কেন্দ্রীয় সরকার সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করেছে।
যেকোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস প্রস্তাবিত পরিবর্তনের কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে বিনিয়োগকারীগণের অভিযোগের ফর্ম পূরণ সাপেক্ষে এমসিএ-২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in) বা রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের চৌদ্দদিনের মধ্যে রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, ২য় এমএসও বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ২৩৪/৪ এ জে সি বোস রোড, কলকাতা- ৭০০০২০ ঠিকানায় নোটিশ পাঠাতে পারেন, একটি কপি অবেদনকারী কোম্পানির নিম্নোক্ত রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে হবে :
দরখাস্তকারীর পক্ষে
স্বা/-
নাম : বিকাশ সিংঘাল
(ডিরেক্টর)
তারিখ : ১২.০৮.২০২৪ ডিন-০০২৫৬৩২৫
স্থান : কলকাতা ঠিকানা :
ডেলকন (ইন্ডিয়া) প্রা. লি.
রেজিস্টার্ড অফিস ফ্ল্যাট নং ২৪০, ৩য় তল, ২৫এ, পার্ক স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০১৬, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

বিক্রয় নোটিশ
(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি বোর্ড অব ইন্ডিয়া (লিকুইডেশন প্রসেস) রেগুলেশনস এর রেগুলেশন ৩৩ এবং তপশিল-১ অধীনে)
অশোকা ডিজাইনস এলএলপি-দেউলিয়াগ্রস্ত
লিকুইডেটর: শ্রীমতি বৃন্দা বিদাসারিয়া
রেজি. নং : IBBI/IPA-001/IP-P-02818/2023-2024/14329
লিকুইডেটরের ঠিকানা : সিদ্ধা ওয়েস্টন, ৯ ওয়েস্টন স্ট্রিট, ২য় তল, ইউনিট ১০৭, কলকাতা : ৭০০০১৩
ইমেল : ashoka.cirp@gmall.com, যোগাযোগ নং : ৯৮৮৩৩৩৯৮৮২

২০১৬ সালের ইনসভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোড অধীনে সম্পদ বিক্রয়

বিবরণ	ই-নিলাম
সম্পদের ধরন	মেসার্স অশোকা ডিজাইনস এলএলপি, অবস্থিত ৫৫/৫৮ এজরা স্ট্রিট, ২য় তল, কলকাতা : ৭০০০০১ এর স্টক
ই-নিলামের তারিখ এবং সময়	১১.০৯.২০২৪ বিকেল ৪ টা থেকে সন্ধ্যা ৫ টা পর্যন্ত (প্রতিটির ক্ষেত্রে ৫ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ)
সম্ভাব্য ডাকদাতার উপযুক্ততার নথি দাখিল	১২.০৮.২০২৪ থেকে ২৬.০৮.২০২৪
ইএমডি দাখিলের শেষ তারিখ	০৯.০৯.২০২৪ বিকেল ৪ টা পর্যন্ত

এলএলপি অবস্থিত ৫৫/৫৮, এজরা স্ট্রিট, ২য় তল, কলকাতা : ৭০০০০১ এর মজুত বিক্রয় মেসার্স অশোকা ডিজাইনস এলএলপি এর এস্টেটের লিকুইডেশন এর অংশ হিসেবে লিকুডেটর কর্তৃক নিয়োজিত মহামান্য ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইবুনাল, কলকাতা বেঞ্চ দ্বারা উল্লেখ্য নির্দেশ তারিখ ১২.০৩.২০২৪ (নির্দেশ গৃহীত ১৩.০৩.২০২৪ তারিখ) অনুযায়ী। ই-নিলাম পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থা **লিঙ্কস্টার ইনফোসিস প্রাইভেট লিমিটেড** এর **www.eauctions.co.in** মাধ্যমে নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিলাম বিক্রয় সম্পাদিত হবে।

(পরিমাণ টাকায়)

নিলাম রেফা	সম্পদের বিবরণ	সংরক্ষিত মূল্য	ইএমডি পরিমাণ	বর্ধিতকরণ মূল্য
ই-নিলাম	মেসার্স অশোকা ডিজাইনস এলএলপি অবস্থিত ৫৫/৫৮, এজরা স্ট্রিট, ২য় তল,কলকাতা : ৭০০০০১ এর মজুত	৭৯,৫২৬.০০	৭৬৫০	১৮০০

গুরুত্বপূর্ণ দ্রষ্টব্য :
ই-নিলাম সম্পাদিত হবে "**যেমন অবস্থায় আছে**", "**যা আছে**" এবং "**যেমন অবস্থায় আছে ভিত্তিতে**" এবং "**কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত**" অনুমোদিত পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থা অর্থাৎ **লিঙ্কস্টার ইনফোসিস প্রাইভেট লিমিটেড** এর **www.eauctions.co.in** মাধ্যমে।

১. আগ্রহী ডাকদাতাগণ তাদের টেন্ডার দাখিলের পূর্বে সংশ্লিষ্ট সম্পদের স্বত্ব, স্থানীয় বকেয়া কর, রক্ষণাবেক্ষণ চার্জ, যদি কিছু থাকে বিষয়ে সন্তুষ্টির জন্য অবগত হতে হবে। আরও সংশ্লিষ্ট সম্পদের বিষয়ে নিজেদের যাচাই করতে হবে বিস্তারিতরূপে। সংশ্লিষ্ট **ashoka.cirp@gmail.com** আগাম ইমেল পাঠিয়ে উপযুক্ত ডাকদাতাদের উক্ত সম্পদ পর্যবেক্ষণের বিষয়টি ঘোষণা করতে হবে।
২. সংরক্ষিত মূল্য জিএসটি, অন্যান্য কর, স্ট্যাম্প ডিউটি এবং অন্যান্য চার্জ, যদি কিছু বিক্রয় সম্পর্কিত প্রযোজ্য হয়ে থাকে ব্যতীত।
৩. ই-নিলামের বিস্তারিত প্রক্রিয়া সম্পদের বিস্তারিত তথ্য সম্বলিত, অনলাইন ই-নিলাম ডাক ফর্ম, ঘোষণা/অঙ্গীকার বয়ান, নিলাম বিক্রয়ের সাধারণ নিয়ম এবং শর্তাদি পাওয়া যাবে **লিঙ্কস্টার ইনফোসিস প্রাইভেট লিমিটেড www.eauctions.co.in** থেকে।
৪. ছুটির দিন/অনিবার্য কারণে লিকুইটেডর কর্তৃক নিলামের তারিখ পরিবর্তন হতে পারে এবং সংশ্লিষ্ট তথ্য ডাকদাতাদের জানিয়ে দেওয়া হবে।

বৃন্দা বিদাসারিয়া
লিকুইডেটর -মেসার্স অশোকা ডিজাইনস এলএলপি
রেজি. নং : IBBI/IPA-001/IP-P-02818/2023-2024/14329
এএফএ বৈধ ৩১.১২.২০২৫ পর্যন্ত।
তারিখ : ১২.০৮.২০২৪
স্থান: কলকাতা

খোদ বিধায়কের স্কুলেই ব্রাত্য ক্ষুদিরাম বসু

নিজস্ব প্রতিবেদন, শ্যামপর: হাওড়া জেলার প্রান্তিক এলাকা শ্যামপুরের ঐতিহ্যশালী একটি স্কুল কালীদহ গোহালদহ রসিকলাল মেমোরিয়াল হাইস্কুল। উল্লেখ্য এই স্কুলে দীর্ঘদিন শিক্ষকতা করেছেন শ্যামপুরের বিধায়ক কালীপদ মণ্ডল। রবিবার বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসুর মৃত্যু দিনে স্কুলে অন্য ধারার একটি অনুষ্ঠানে এসে নস্টালজিক হয়ে পড়েন বিধায়ক। কিন্তু উনি যে অনুষ্ঠানে এসেছিলেন সেই অনুষ্ঠানে নমো নমো করে উচ্চারিত হল বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসুর নাম। তার প্রতিকৃতিতে মাল্যদান-সহ ছোটখাটো স্মৃতিচারণ তো নয়ই বরং সকলের অগোছালো মনের শিকার হলেন বিপ্লবী। উল্লেখ্য, এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শ্যামপুরের বিভিন্ন বিদ্বজন। উপস্থিত ছিলেন শ্যামপুর থানার ওসি কৌস্তভ কর্মকার, সঞ্চালক ছিলেন এই হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক তনুরঞ্জন মাইতি ছাড়াও শতাধিক অভিভাবক এবং ছাত্রছাত্রী। এদিন মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকে কমপক্ষে ৮০ শতাংশ নম্বর প্রাপক ছাত্রছাত্রীদের সম্মানিত করা হয়। প্রায় চার ঘণ্টার এই অনুষ্ঠান শুরুতে অনুসঙ্গ হিসাবে শুধু মুখে উচ্চারিত হল বিপ্লবীর নাম। এই অনুষ্ঠানকে ঘিরে উন্মাদনা সৃষ্টি হলেও বিষয়টি নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছে এলাকার বাসিন্দারা। কিন্তু কেন বীর বিপ্লবীকে নমো নমো করে স্মরণ করা হল, কেন জুটল না ছবিতে মালা? এই প্রশ্নের উত্তরে অনুষ্ঠানের মূল আয়োজক কম্পন দাস জানান, 'এটা সত্যিই মনে রাখা উচিত ছিল। তবে অনুষ্ঠানের শুরুতে স্মরণ করা হয়েছে বিপ্লবীকে।' যদিও অনুষ্ঠানে বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসুকে আরো ভালো করে স্মরণ করা যেত বলে অভিমত এলাকাবাসীর।

রবিবার বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসুর প্রয়াণ দিবসে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে পালিত হচ্ছে আত্মবলিদান দিবস। স্কুলের ছুটি সত্ত্বেও এদিন শ্যামপুরের কাঁঠালদহ বোর্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্থানীয় অভিভাবকদের আহ্বানে ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে পালিত হল আত্মবলিদান দিবস। ছাত্র, শিক্ষক ও অভিভাবকরা স্মরণ করলেন বিপ্লবীকে।

মহিলা চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুন কাণ্ড : আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজ পরিদর্শনে সহসভাধিপতি

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: আরজিকর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে মহিলা চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুন কাণ্ডের পর নড়েচড়ে বসল আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। এই মেডিক্যাল কলেজের জুনিয়ার চিকিৎসক থেকে শুরু করে সিনিয়র চিকিৎসকদের নিরাপত্তা বিষয়ে বাড়তি ব্যবস্থা নেয় কর্তৃপক্ষ। রবিবার সকালে তড়িঘড়ি হুগলি জেলা পরিষদের সহ সভাপতি কৃষ্ণ চন্দ্র সাঁতরা আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখেন। কৃষ্ণ চন্দ্র সাঁতরা এই মেডিক্যাল কলেজের রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান দায়িত্বে থাকার কারণে তিনি আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজের প্রিন্সিপাল ডঃ রমাপ্রসাদ রায় থেকে শুরু করে নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা আধিকারিক ও কলেজের বয়েজ ও গার্লর্স হোস্টেলের রিসেপশনিস্ট, মহিলা ও পুরুষ চিকিৎসকদের সঙ্গে কথা বলেন। নিরাপত্তার কোনও ঘাটতি যাতে না থাকে সেই বিষয়ে কড়া বার্তা দেন তিনি। এমনকী মেডিক্যাল কলেজের প্রতিটি বিল্ডিংয়ের নিরাপত্তা আরও

বাড়ানোর কথা বলা হয়। রাতে যে সব মহিলা চিকিৎসক থেকে নার্স ও মহিলা কর্মীরা ডিউটি করবেন তাদের নিরাপত্তার উপর গুরুত্ব দেওয়ার পাশাপাশি তাদের নিজেদের বিষয়ে সচেতন হওয়া এবং কোনও অসুবিধা বোধ করলে সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে জানানোর জন্য বলা হয়। প্রসঙ্গত, কলকাতায় অপরাধের ইতিহাসে অন্যতম নৃশংস ঘটনা আরজিকর মেডিক্যাল কলেজে মহিলা চিকিৎসককে ধর্ষণ করে খুন। যদিও ঘটনায় অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে কলকাতা পুলিশের স্পেশ্যাল ইনভেস্টিগেশন টিম (সিট)। ধৃতের নাম সঞ্জয় রায় (৩১)। মহিলা চিকিৎসককে ধর্ষণ করে খুন করার ঘটনার কড়া নিন্দা করে কৃষ্ণ চন্দ্র সাঁতরা বলেন, আমরা চাই আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল থেকে সুচিকিৎসক তৈরি হোক এবং এলাকার মানুষ সঠিক পরিষেবা পাক। অপরদিকে মেডিক্যাল কলেজের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা মিঠুন কুমার ঘোষ বলেন, হাসপাতালে মোট ২১ জন নিজস্ব নিরাপত্তা কর্মী আছেন। পাশাপাশি আরও ১৪ জন কর্মীকে দায়িত্ব দেওয়া আছে। তাছাড়া পুরো মেডিক্যাল কলেজের নিরাপত্তার জন্য আরামবাগ থাকার একজন পুলিশ আধিকারিকের নেতৃত্বে পুলিশ কর্মী ও সিভিক পুলিশ রয়েছেন। গার্লর্স হোস্টেলে রোটেশনভাবে পাঁচ জন ডিউটিতে আছেন। আরজিকর হাসপাতালের ঘটনার পর ওপিডি বিভাগে নিরাপত্তা দেওয়া হয়েছে। চিকিৎসক ও সাধারণ মানুষের নিরাপত্তার বিষয়টি কর্তৃপক্ষ সব সময় বেশি গুরুত্ব দেন বলে জানান তিনি।

ভেঙেছে ভূতনি এলাকার গঙ্গার বাঁধ, প্লাবিত ৪টি গ্রাম, আতঙ্ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: মানিকচক ব্লকের ভূতনি এলাকার গঙ্গার বাঁধের একাংশ দিয়ে জল ঢুকে পড়ায় প্লাবিত হল চারটি গ্রাম। রবিবার ভোরে ভূতনি গঙ্গার বাঁধ ভেঙে যাওয়ার পর কেশরপুর, কালুটোলা, ভূতনি সহ বেশ কিছু গ্রামের বাসিন্দারা রীতিমতো আতঙ্কে রয়েছেন। যে কোনও সময় বন্যা পরিস্থিতির তৈরি হতে বলে বলে ধারণা সংশ্লিষ্ট এলাকার গ্রামবাসীদের। অনেক গ্রামবাসীরা ইতিমধ্যে এলাকা থেকে সরে গিয়েছেন। এরই মধ্যে মানিকচকের তৃণমূল বিধায়ক সাবিত্রী মিত্র ভূতনির এই পরিস্থিতি নিয়ে জেলা প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলেছেন বলে জানা গিয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মানিকচক ব্লকের উত্তর চন্ডীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কেশরপুর, কালুটোলা এলাকার তিনটি জায়গা বহু বছর ধরে বাঁধহীন ছিল। বিষয়টি বার বার প্রশাসনকে জানানো হয়। বাঁধ মেরামতির জন্য আন্দোলন করে বাসিন্দারা। গ্রামের বাসিন্দারা দাবি করে ছিল ভাঙা বাঁধ যাতে দ্রুত মেরামত করা হয়। তাদের আতঙ্কে ছিল গঙ্গা নদীর জল বাড়লেই বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে। বাঁধ ভেঙে গিয়ে পরিস্থিতি বেগতিক দেখে শনিবার দুপুর থেকে জরুরি ভিত্তিতে ভাঙা বাঁধের অংশে বালির বস্তার মাধ্যমে কাজ শুরু করে সেচ দপ্তর। বৃষ্টি ও গঙ্গা নদীর জল বাড়তে থাকায় বালির বস্তা ভেঙে জল প্রবেশ করে গ্রামে। স্বাভাবিক ভাবেই আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে ভূতনির বসিন্দাদের মধ্যে। যার ফলে গঙ্গা নদীর জলে পশ্চিম রতনপুর, কেশরপুর, কালুটোলা, চামা গ্রাম সহ বেশ কয়েকটি এলাকা প্লাবিত হয়। চোখে মুখে আতঙ্কের ছাপ নিয়ে সকাল থেকেই ভাঙা বাঁধ দেখতে ভিড় দেখা যায় স্থানীয়দের। গ্রামে জল ঢুকলেও প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের দেখা যায়নি।

কেশরপুর এলাকার বাসিন্দাদের বক্তব্য, এলাকার এই পরিস্থিতির কথা সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েতকে জানানো হয়েছে পাশাপাশি বিধায়ককেও আমরা পুরো বিষয়টি বলেছি। যেকোনো সময় বাঁধের একটা বড় অংশ ভেঙে গেলে ভূতনির প্লাবিত হয়ে যাবে। জেলা শাসক নীতিন সিংহানিয়া বলেন, ব্লক প্রশাসনকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে পরিস্থিতির দিকে নজর রাখতে। ভূতনির জলমগ্ন পরিবারগুলিকে উঁচু জায়গায় স্থানান্তর করা হয়েছে। ত্রাণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

মানিকচকের তৃণমূল বিধায়ক সাবিত্রী মিত্র বলেন, প্রশাসন তৎপরতার সঙ্গে ভাঙন রোধের কাজ করছে। কেন্দ্র সরকারের অধীনস্থ ফরাক্কা ব্যারেজ কর্তৃপক্ষের উদাসীনতার কারণেই আজকে এই অবস্থা।

কর্মবিরতি ডাকলেন মালদা মেডিক্যাল কলেজের জুনিয়র ডাক্তারেরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: কলকাতার আরজিকর হাসপাতালে চিকিৎসক ছাত্রীকে ধর্ষণ করে খুনের ঘটনায় কর্মবিরতি শুরু করল মালদা মেডিক্যাল কলেজের জুনিয়র ডাক্তারেরা। চিকিৎসক ছাত্রী খুনের ঘটনায় অভিযুক্তের ফাঁসির দাবিতে সোচ্চার হন মালদা মেডিক্যাল কলেজের শতাধিক পড়ুয়া চিকিৎসকেরা। রবিবার সকাল থেকেই দিবারাত্রি এই কর্মবিরতি ডাক দিয়ে সোচ্চার হয়েছেন জুনিয়র ডাক্তারেরা। এই কর্ম বিরতির জেরে চরম সমস্যা তৈরি হয়েছে মালদা মেডিক্যাল কলেজে। রীতিমতো রোগীদের চিকিৎসা পরিষেবা থমকে গিয়েছে। এদিন মালদা মেডিক্যাল কলেজের সামনে কর্মবিরতির ডাক দিয়েই জুনিয়র ডাক্তারেরা জমায়েতন হন। সেখানেই নিজেদের নিরাপত্তার দাবিতে সোচ্চার হয়ে প্রতিবাদ দেখান।

কর্মবিরতিতে অংশগ্রহণকারী জুনিয়র ডাক্তার মনীষা দাস, সালমণি সরকার বলেন, সকাল থেকে রাত পর্যন্ত বিভিন্ন সময় দফায় দফায় চিকিৎসকেরা রোগীদের পরিষেবা দিয়ে থাকেন। মহিলা চিকিৎসকেরা কি করে একা কোয়ার্টার থেকে মেডিক্যাল কলেজে গিয়ে রোগী পরিষেবা দেবেন। নিরাপত্তার কোনো বালাই নেই। আমরা আরজিকরের চিকিৎসক ছাত্রীর নৃশংস হত্যার ঘটনার পর থেকে রীতিমতো আতঙ্কিত হয়ে পড়েছি। নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছি। আমাদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত যতক্ষণ না করা হবে এই প্রতিবাদ কর্মবিরতি চলবে। বিগত দিনেও চিকিৎসকদের ওপর নানানভাবে হামলা হয়েছে। তারপরও প্রয়োজনীয় কোনও উদ্যোগ নিতে দেখা যায়নি প্রশাসনকে। অবিলম্বে অভিযুক্তের ফাঁসি এবং নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা না হলে, এই ধরনের কর্মবিরতি ও প্রতিবাদ আন্দোলন চলবে। এই বিষয়ে মালদা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের এমএস ভিপি ডঃ প্রসেনজিৎ বর বলেন, জুনিয়র চিকিৎসকদের বোঝানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। কিছু কিছু ওয়ার্ডে তারা কাজ করছেন না। তাদের কর্মবিরতি চললে জরুরি বিভাগ এবং মাতৃমা বিভাগে যথেষ্ট প্রভাব পড়বে।

ক্ষুদিরামের আত্মবলিদান দিবস পালন

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: রবিবার স্বাধীনতা আন্দোলনের বীর বিপ্লবী শহিদ ক্ষুদিরাম বসুর ১১৭ তম আত্ম বলিদান দিবসটি মেদিনীপুরের হবিবপুরে তার জন্মভিটেতে যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে পালিত হয়েছে। মূর্তিতে মাল্যদান করে দিনটি শ্রদ্ধার সঙ্গে পালন করেন এলাকার বাসিন্দারা। জেলার কেশপুর ব্লকের মোহবনী গ্রামে ক্ষুদিরাম বসুর পৈত্রিকভিটেতেও রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে দিনটি সাড়ম্বরে উদযাপন করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। মন্ত্রী শিউলি সাহা, শ্রীকান্ত মাহাতো, জেলা পরিষদের সভাধিপতি প্রতিভা মাইতি সহ কেশপুর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ও সদস্যরা জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে ক্ষুদিরাম বসুর পূর্ণাবয়ব মূর্তিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান। ক্ষুদিরামের আত্ম বলিদান দিবস উপলক্ষ্যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়েছিল। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন জেলা তথ্য আধিকারিক বরুণ মণ্ডল।

খুঁটিপুজোর আয়োজন

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: হৃদয়পুরের উদয়রাজপুর হরিহরপুর সার্বজনীন দুর্গা পূজা কমিটির ৭৫ তম বর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে রবিবার সকালে খুঁটিপুজোর আয়োজন করা হয়। এদিন খুঁটি পুজোর পাশাপাশি নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোসের আবক্ষ মূর্তির উন্মোচন করা হয়। মূর্তির উন্মোচন করেন বারাসাতের এসডিপিও ভিদ্যগর আজিঙ্ক অনন্ত। সঙ্গে ছিলেন মধ্যমগ্রাম থানার আইসি। এদিন মূর্তি স্থাপনের জায়গাটির নাম নেতাজি মোড় নামে নামকরণ করেন মধ্যমগ্রামের পুরপ্রধান নিমাই ঘোষ। এদিন স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সব পড়ুয়াদের হাতে খাতা পেন্সিল তুলে দেওয়া হয়। পরিবেশের কথা মাথায় রেখে বিলি করা হয় গাছের চারা। আয়োজিত হয় বিনামূল্যে চোখ ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের। স্থানীয় কাউন্সিলর পিঙ্কি ঘোষ সহ সব অতিথিরা শান্তির বার্তা দিতে পায়রা ওড়ান।

গঙ্গার ভাঙন পরিদর্শন করতে গিয়ে মেজাজ হারালেন তৃণমূল বিধায়ক, উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: এলাকার গঙ্গার ভাঙন পরিস্থিতি পরিদর্শনে গিয়ে গ্রামবাসীদের বিক্ষোভের মুখে পড়ে রীতিমতো মেজাজ হারালেন রতুয়ার তৃণমূল বিধায়ক সমর মুখার্জি। ভাঙন দুর্গতদের বিক্ষোভ বরদাস্ত করতে না পেরে প্রতিবাদকারী একজনকে রীতিমতো পুলিশকে ধরিয়ে দেওয়ারও হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠল তৃণমূল বিধায়কের বিরুদ্ধে। রবিবার দুপুরে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে চাঁচল মহকুমার রতুয়া ১ ব্লকের মহানন্দাটোলা গ্রাম পঞ্চায়েতের শ্রীকান্তটোলা এলাকায়। বিধায়ককে শান্ত করতে এগিয়ে আসেন চাঁচল মহকুমাশাসক সৌভিক মুখার্জি সহ সেচ দপ্তরের কর্তারা। বিক্ষোভকারী ভাঙন দুর্গতদের অভিযোগ, এলাকায় গঙ্গার ভাঙন হচ্ছে। আগে থেকেই ভাঙন প্রতিরোধের দাবি আমরা জানিয়েছিলাম। বর্ষার মরশুমে গঙ্গা ফুলে ফেঁপে উঠেছে। আর এখন বিধায়ক এসেছেন সেচ দপ্তরের সঙ্গে পরিস্থিতি দেখতে। আমরা জানিয়েছিলাম এই পরিস্থিতিতে স্থায়ী ভাবে ভাঙন প্রতিরোধের কাজ করতে হবে। পাল্টা বিধায়ক আমাদের কয়েকজনকে পুলিশকে ধরিয়ে দেওয়ার হুমকি দেখায়। তারই প্রতিবাদ করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, মহানন্দাটোলা গ্রাম পঞ্চায়েতের শ্রীকান্তটোলা এলাকায় দীর্ঘদিন ধরেই গঙ্গা ভাঙনের সমস্যা রয়েছে। বর্ষার মরশুমে বেশ কিছুদিন ধরে লাগাতার ভাঙন হচ্ছে। ইতিমধ্যে বিপুল পরিমাণ চাষযোগ্য জমি গঙ্গার ভাঙনে তলিয়ে গিয়েছে। সংশ্লিষ্ট গ্রামের বসবাসকারী বাসিন্দারাও ভাঙন আতঙ্কে এলাকা থেকে সরে যাওয়ার প্রস্তুতি শুরু করেছে। এরই মধ্যে এদিন দুপুরে মহকুমা প্রশাসনের কর্তাদের সঙ্গে শ্রীকান্তটোলা এলাকায় হাজির হন তৃণমূল বিধায়ক সমর মুখার্জি। আর তাকে সামনে পেয়েই নানান সমস্যার কথা বলেন সংশ্লিষ্ট এলাকার ভাঙন দুর্গত বাসিন্দারা।

বিক্ষোভকারী বলেন, এদিন উনি এসেছেন ভাঙন পরিস্থিতি পরিদর্শন করতে। বিধায়ক যখন দাঁড়িয়েছিলেন সেই সময় আমরা মহকুমা প্রশাসন ও সেচ দপ্তরের কর্তাদের পরিস্থিতির উদ্বেগজনক হওয়ার কথা বলছিলাম। স্থায়ীভাবে যাতে ভাঙন যাতে ঠেকানো যায় সেই দাবিও করেছিলাম। সেই সময় হঠাৎ তৃণমূল বিধায়ক আমাদের ধমকাতে থাকেন। আমরা নাকি প্রশাসনকে ভাঙন পরিস্থিতির কোনোরকম কথা বলতে পারব না। এরই প্রতিবাদ করাতেই হঠাৎ করে মেজাজ হারিয়ে পুলিশকে দিয়ে ধরিয়ে দেওয়ার হুমকি পর্যন্ত দেন। চাঁচল মহকুমাশাসক সৌভিক মুখার্জি বলেন, আমাদের সঙ্গে শেষ দপ্তরের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারও এসেছিলেন। যতটা সম্ভব এই এলাকায় ভাঙন প্রতিরোধের কাজ করা হবে। মহানন্দাটোলা, শ্রীকান্তটোলাতে দীর্ঘদিনের ভাঙনের জন্য প্রচুর ভিটে চলে গিয়েছে। তাদের পুনর্বাসন দেওয়ার ব্যবস্থার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

বিশেষ বৈঠক বিজেপি নেতৃত্বের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: সাংগঠনিক ও অন্যান্য বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিশেষ বৈঠক বিজেপি নেতৃত্বের। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুরে আয়োজিত এদিনের এই দলীয় বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা বিজেপির সভাপতি স্বরূপ চৌধুরী, তপন বিধানসভার বিজেপি বিধায়ক বুধরাই টুডু, জেলা সাধারণ সম্পাদক বাপি সরকার সহ অন্যান্য জেলা নেতৃত্ব। সাংগঠনিক আলোচনার পাশাপাশি অন্যান্য নানা বিষয় উঠে আসে এদিনের বৈঠকে। আরজিকর মেডিক্যাল

হাসপাতালে মহিলা চিকিৎসকের অস্বাভাবিক মৃত্যুর প্রতিবাদের পাশাপাশি দুর্নীতি সহ অন্যান্য নানা বিষয় নিয়ে শীঘ্রই আন্দোলনে নামতে চলেছে জেলা বিজেপি বলেই জানা গিয়েছে। এ বিষয়ে ভারতীয় জনতা পার্টির দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা সভাপতি স্বরূপ চৌধুরী জানান, ‘পশ্চিমবঙ্গে মহিলাদের উপরে যেভাবে নির্যাতন চলছে বিশেষ করে আরজিকরের ঘটনায় আমরা চিন্তিত! জেলার গঙ্গারামপুর সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে গত দুই দিন আগে বিনা চিকিৎসায় রোগীর মৃত্যুর ঘটনা সামনে এসেছে। দুর্নীতির ঘটনা বর্তমানে চরম সীমায় পৌঁছেছে। পাশাপাশি পঞ্চায়েত, ব্লক স্তরে দুর্নীতির ঘটনা সামনে আসছে। এই সমস্ত বিষয় নিয়ে আমরা শীঘ্রই আন্দোলনে নামতে চলছি। তাই সাংগঠনিক বিষয়ের পাশাপাশি এই সমস্ত বিষয় নিয়ে আমাদের বিশেষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হলগঙ্গারামপুরে।’

রাস্তার ওপর বিশাল গাছ পড়ে বিপত্তি, বন্ধ যান চলাচল

নিজস্ব প্রতিবেদন, অন্ডাল: উখরা-মাধাইগঞ্জ রোডের আনন্দ মোড়ে রবিবার ভোর সাড়ে চারটে নাগাদ একটি বিশাল তেঁতুল গাছ শিকড় সমেত উপড়ে পড়ে যায় রাস্তার ওপর। যার ফলে ভোর রাত থেকে ওই রাস্তা দিয়ে বন্ধ রয়েছে যান চলাচল। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় অন্ডাল থানার ট্রাফিক গার্ড ওসি প্রবীর কুমার পাল সহ ট্রাফিক কর্মীরা। গাছ কাটার লোক এনে শুরু হয় রাস্তার ওপর পড়ে থাকা গাছটি সরানোর কাজ। অন্যদিকে গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাটি গাছ পড়ার কারণে বন্ধ হয়ে যাওয়ায় যান চলাচল বিপর্যস্ত হয়। এই রাস্তা দিয়ে শিবপুর বর্ধমান রুটে তিনটি বড় বাস সহ একাধিক মিনিবাস চলাচল করে। গাছ পড়ে থাকার কারণে সেই বাসগুলি এদিন গন্তব্যে যেতে পারেনি। ফলে যাত্রীরা সমস্যার সম্মুখীন হন। এই রাস্তাতে উখড়া থেকে চনচনির দিকে যাওয়ার সময় বাঁ হাতে যেখানে ভেঙে পড়া গাছটি ছিল তার পাশেই রয়েছে একাধিক দোকান। তারা জানান, কয়েকদিনের প্রবল বৃষ্টির কারণে গাছের শিকড় নরম হয়ে যাওয়ার কারণেই সম্ভবত গাছটি শিকড় উপড়ে পড়ে গিয়েছে। তবে কোনও দোকান বা সম্পত্তির ক্ষতি হয়নি। ভোর বেলার পরিবর্তে দিনের বেলায় ঘটনাটি ঘটলে জীবনহানির মতো বড় ঘটনা ঘটতে পারতো বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেন তারা।

আরজিকর ঘটনার প্রতিবাদ, প্ল্যাকার্ড হাতে মিছিল

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: আরজিকর হাসপাতালে মহিলা ডাক্তারি পড়ুয়ার মৃত্যুর ঘটনায় তোলপাড় রাজ্য। এই ঘটনার প্রতিবাদে রবিবার বিকালে পানাগড় বাজারে প্রতিবাদ মিছিল করে বিজেপি কর্মী সমর্থকরা। এদিন পানাগড়ের লদী নারায়ণ মন্দিরের সামনে থেকে প্ল্যাকার্ড পোস্টার হাতে মিছিলে সামিল হন বিজেপির গলসি ৬ নম্বর মণ্ডলের বিজেপি কর্মী সমর্থকরা। পাশাপাশি এদিন মিছিলে যোগ দেন বর্ধমান সদরের বিজেপির জেলা সহ সভাপতি রমন শর্মা সহ অন্যান্যরা।

রমন শর্মা জানিয়েছেন, রাজ্য জুড়ে কোথাও মহিলারা সুরক্ষিত নন। সেটা কামদুনি হোক বা কাটোয়া। সব ক্ষেত্রেই অত্যাচারিত হচ্ছেন মহিলারা। এবার হাসপাতালে ঢুকে মহিলা চিকিৎসক পড়ুয়াকেও ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। যতদিন না এই রাজ্যে শান্তি শৃঙ্খলা না ফিরছে ততদিন বিজেপি আন্দোলন চালিয়ে যাবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। পাশাপাশি আরজিকরের ঘটনায় দোষীদের কঠোরতম শাস্তির দাবি জানিয়েছেন তারা।

ক্লে আর রং দিয়ে নিজের হাতে শিবলিঙ্গ তৈরি করে নজর কাড়লেন শম্পা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: শ্রাবণ মাস দেবাদিদেব মহাদেবের মাস নামেই পরিচিত। শিব ভক্তরা এই মাসটিকে অতি পবিত্র বলেই মনে করেন। এমনই এক পবিত্র আবহে এবার বাড়িতে বসেই শুধুমাত্র ক্লে আর রং দিয়ে নিজের হাতে শিবলিঙ্গ

তৈরি করে নজর কাড়লেন খাতড়া শহরের বাসিন্দা শম্পা পাত্র সুবুদ্ধি। গত কয়েক দিন আগে বিশেষ পদ্ধতিতে তৈরি ওই শিবলিঙ্গ এখন তাঁর ঠাকুর ঘরে শোভা পাচ্ছেন। সঙ্গে চলছে নিয়মিত পূজার্চনাও।

ইতিহাসে এমএ (বিএড) শম্পা সংসারের নিত্যদিনের হাজারো ঝক্কি সামলেও নানান সৃজনশীল কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখেন, বাড়ির দেওয়াল জুড়ে তাঁর হাতে তৈরি অসংখ্য শিল্প কর্ম যেকোনও মানুষকে মুগ্ধ করতে বাধ্য, সঙ্গে শখের বাগান তৈরি তো আছেই। এছাড়াও সোশ্যাল মিডিয়া জগতে তাঁর ফ্যান ফলোয়ার্সের সংখ্যাও কম নয়। এই অবস্থায় তাঁর তৈরি ক্লে আর রং দিয়ে এই শিবলিঙ্গকে ঘিরে মানুষের মধ্যে যথেষ্ট উৎসাহ লক্ষ্য করা গেছে।

তাঁর এই কাজে স্বামী সহ বাড়ির অন্যান্যদের সমর্থন ও উৎসাহ দানের প্রসঙ্গ টেনে গৃহবধূ শম্পা পাত্র সুবুদ্ধি বলেন, ছোটবেলা থেকেই আমার হাতের কাজের ব্যাপক আগ্রহ, তবে মাঝের সময়টাতে মূলত পড়াশুনার চাপে সেভাবে কিছুই করা হয়ে ওঠেনি। এখন সংসার সামলে যেটুকু সময় পাই তা এই কাজেই ব্যবহার করি। এবার ক্লে দিয়ে তৈরি শিবলিঙ্গ তৈরি করে খুব আনন্দ পেয়েছি। নিজের হাতে তৈরি করে দেবাদিদেবকে পুজো করার অনুভূতি একেবারে অন্যরকম বলেই তিনি জানিয়েছেন।

মাশরুম চাষের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হচ্ছেন মহিলারা, পথ দেখাচ্ছে স্ত্রী প্রকল্প

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: পূর্ব বর্ধমান জেলার ভাতার ব্লকে গ্রান্ট থর্নটন ভারত ও এইচডিএফসি পরিবর্তনের সহযোগিতায় স্ত্রী প্রকল্পের অধীনে সম্পূর্ণ মহিলা দ্বারা পরিচালিত এফপিসি গঠিত হয়েছে। মহিলাদের স্বনির্ভর করার উদ্দেশ্যে দেওয়া হচ্ছে মাশরুম চাষের প্রশিক্ষণ। পিউ পাল এই এফপিসির এক সদস্য। তিনি হর্টিকালচার ডিপার্টমেন্ট থেকে মাশরুম চাষের প্রশিক্ষণ পেয়েছিলেন স্ত্রী প্রকল্পের মাধ্যমে। প্রশিক্ষণ পাবার পরে তিনি এই চাষ করতে আগ্রহী হওয়ায় নিজের বাড়িতেই ওয়েস্টার মাশরুম চাষ শুরু করেন। বর্তমানে তিনি দুই হাজার ব্যাগে মাশরুম চাষ করেন। পিউ পাল এই বিষয়ে বলেন, আমার স্বামী একটি বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত, বাড়িতে রয়েছে দুই কন্যা সন্তান। ওনার একার

উপার্জনে সংসার চালাতে খুবই কষ্ট হত। ব্লক অফিসের সরকারি আধিকারিকদের কাছ থেকে জানতে পারি এখানে এফপিসি গঠিত হচ্ছে গ্রান্ট থর্নটন ভারত এর স্ত্রী প্রকল্পের মাধ্যমে। বর্তমানে এই এফপিসির আমি একজন সদস্য। আমরা মাশরুম চাষের জন্য ট্রেনিং পেয়ে নিজেরা উদ্যোগী হয়ে চাষ শুরু করেছি। ট্রেনিং এর সময় আমি জানতে পারি যে মাশরুমে শর্করা, আমিষ, ভিটামিন ও মিনারেলের এমন সমন্বয় আছে যা শরীরের রোগ প্রতিরোধের ব্যবস্থাকে মজবুত করে। তাই প্রথমে নিজেদের জন্যই এই চাষ শুরু করি এবং পরে একে ব্যবসায়িক রূপ দিয়েছি। আজ নিজের উপার্জনের পয়সা তে আমার দুই মেয়ের পড়াশোনার খরচা চালাই। ইচ্ছে আছে এই ব্যবসাকে আরও প্রসারিত করার। আজ আমি স্বনির্ভর, আমি সংসারের হাল ধরেছি। গ্রান্ট থর্নটন ভারতের প্রতিনিধি ডঃ রাপ্তী পান বলেন, গ্রান্ট থর্নটন ভারত ও এইচডিএফসি পরিবর্তনের স্ত্রী প্রকল্পের অধীনে আমরা চারটি ব্লকে মহিলা দ্বারা পরিচালিত এফপিসি গঠন করেছি। এখনও অবধি আমরা ১৫০০ এর বেশি মহিলাকে স্বনির্ভর হওয়ার লক্ষ্যে ট্রেনিং এর বন্দোবস্ত করেছি। অনেক মহিলারাই ট্রেনিং নেওয়ার পরে কাজ শুরু করেছেন। পিউ তাদের মধ্যে একজন। আজ পিউ একজন সফল ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী। সে নিজেই সংসারের দায়িত্ব নিজের কাঁধে নিচ্ছে, সে আজ আত্মনির্ভর, আর এটাই আমাদের চরম প্রাপ্তি। পিউ আজ ভাতার ব্লকের মহিলাদের মধ্যে স্বনির্ভর হওয়ার প্রেরণা জোগাচ্ছে।

হিন্ডেনবার্গের নতুন রিপোর্ট খারিজ ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আদানি গোষ্ঠীর

নয়াদিল্লি, ১১ অগট: সংস্থার সুনাম নষ্ট করতে পরিকল্পিত ভাবে ষড়যন্ত্র করার অভিযোগ। হিন্ডেনবার্গের নতুন রিপোর্ট খারিজ করে পালটা মার্কিন শর্ট সেলার সংস্থাকেই আক্রমণ আদানি গোষ্ঠীর। আদানিদের দাবি, যে তথ্য জনসমক্ষে প্রকাশিত, সেই তথ্য আংশিক ভাবে প্রকাশ করে মানুষকে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে। এই অভিযোগগুলি আগেই খারিজ করেছে সুপ্রিম কোর্ট।

হিন্ডেনবার্গ রিসার্চের নবতম রিপোর্টে আরও একবার শাসকদল বিজেপির বিরোধীদের হাতে অস্ত্র দিয়েছে। সেই রিপোর্টকে হাতিয়ার করে বিরোধী জোট 'ইন্ডিয়া'র বিভিন্ন শরিক কারচুপি ধামাচাপা দেওয়ার অভিযোগে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারকে। নতুন ভাবে দাবি উঠেছে, যুগ্ম সংসদীয় তদন্ত কমিটি গঠনের, যে দাবি একবছর ধরে সরকার মানেনি।

আদানি গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে শেয়ারমূল্য কারচুপির অভিযোগ তোলার পর মার্কিন সংস্থা হিন্ডেনবার্গ রিসার্চের নতুন অভিযোগ ভারতের শেয়ার বাজারের নিয়ন্ত্রক 'সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড' বা 'সেবি'র সর্বময় কর্ত্রী মাধবী পুরী বুচ ও তাঁর স্বামী ধবল বুচের বিরুদ্ধে। সাম্প্রতিকতম রিপোর্টে তারা বলেছে, আদানি গোষ্ঠীর শেয়ারদর কারচুপির অভিযোগ 'সেবি' ঠিকমতো তদন্ত করেনি; কারণ, সংস্থার কর্ণধারেরই স্বার্থ সেখানে জড়িয়ে ছিল।

হিন্ডেনবার্গ গত শনিবার জানায়, বিদেশে যে দুই সংস্থার তহবিল ব্যবহার করে ঘুরপথে আদানিদের সংস্থায় বিনিয়োগ করা হয়েছিল, একসময় তাঁর অংশীদার ছিলেন মাধবী। এই কারণেই 'সেবি' হিন্ডেনবার্গ রিপোর্ট অনুযায়ী তদন্ত করে বিদেশি তহবিলের মালিকানার হদিস পায়নি।

হিন্ডেনবার্গের নতুন তদন্ত অনুযায়ী, গৌতম আদানির ভাই বিনোদ আদানির বিদেশি সংস্থায় মাধবীর অংশীদারত্ব ছিল। মাধবী 'সেবি'তে যোগ দেন ২০১৭ সালে। তার ঠিক আগে সম্ভাব্য নজরদারি এড়াতে মাধবীর নামে থাকা সব বিদেশি বিনিয়োগ তাঁর স্বামী ধবল বুচ নিজের নামে করে নেন। শনিবার প্রকাশিত রিপোর্টে তারা জানায়, মাধবী এবং ধবল বারমুডা ও মরিশাসের দুটি তহবিলে লগ্নি করেছিলেন। সেই তহবিলের টাকা ঘুরপথে চলে যায় আদানিদের সংস্থায়। ওইভাবে বাড়িয়ে তোলা হয় আদানি গোষ্ঠীর শেয়ারদর। মাধবী 'সেবি'তে যোগ দেন ২০১৭ সালে। তার আগে ওই তহবিল থেকে সরকারিভাবে বেরিয়ে গেলেও পরের বছর, ২০১৮ সালে, স্বামীর নাম করে ব্যক্তিগত ই,মেইল মারফত ইউনিট ভাঙান। এ কারণেই বিদেশি তহবিলের মালিকানার খোঁজ করতে 'সেবি' আগ্রহ দেখায়নি। হিন্ডেনবার্গের রিপোর্টে বলা হয়েছে, মালিকানার খোঁজ পেতে হলে 'সেবি' কর্ণধারের উচিত আয়নার দিকে তাকানো।

শনিবার রাত থেকেই এ নিয়ে শুরু হয়ে যায় রাজনীতি। কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ, তৃণমূল নেত্রী মহুয়া মৈত্র, সুস্মিতা দেব, সাকেত গোখলে, শিব সেনার (উদ্ধব) প্রিয়াঙ্কা চতুর্বেদী, আম আদমি পার্টির (আপ) মনীশ সিসোদিয়ারা নতুন করে তদন্তের দাবি জানাতে থাকেন। যুগ্ম সংসদীয় কমিটি গঠনের দাবিও নতুন করে জানানো হয়। সামাজিক মাধ্যমে জয়রাম মন্তব্য করেন, 'প্রহরীকে কে পাহারা দেবে?' তাঁর সন্দেহ, সংসদের অধিবেশন আগেভাগে বন্ধ করে দেওয়ার এটাও একটা কারণ। মহুয়া মৈত্র লেখেন, 'এই চেয়ারপারসনের অধীন সেবিকে আর বিশ্বাস করা যায় না। সুপ্রিম কোর্টের উচিত নতুনভাবে সক্রিয় হওয়া। ক্রোনি ক্যাপিটালিজমের চূড়ান্ত নিদর্শন এটা।'

সাকেত গোখলে এই সুবাদে বুথফেরত সমীক্ষা ও শেয়ারবাজারের অস্বাভাবিক বৃদ্ধির প্রসঙ্গ টেনে এনেছেন। সেই অস্বাভাবিকতার তদন্তের দাবি ওই সময় বিরোধীরা তুলেছিলেন। কিন্তু লাভ হয়নি। সেই প্রসঙ্গ টেনে সাকেত বলেছেন, এখন বোঝা যাচ্ছে সেবি কেন সেই দাবিও মানেনি। ১৮ মাস জেলবন্দী থেকে জামিনে মুক্তি পেয়ে আম আদমি নেতা মনীশ সিসোদিয়া জানতে চান, 'ইডি, সিবিআইয়ের কি সাহস হবে তদন্ত করার? নাকি তারা আছে শুধু বিরোধীদের হয়রান করার জন্য?'

এবার ট্রেনের চালকের আসনে রিল ভিডিও, পদক্ষেপ রেলের, গ্রেপ্তার ২

ভোপাল, ১১ অগস্ট: এবার ট্রেনের চালকের আসনে বসেও রিল ভিডিও বানানো হল। বিষয়টি নজরে আসার সঙ্গে সঙ্গে পদক্ষেপ করে রেল পুলিশ। ভিডিয়োর সূত্র ধরে গ্রেপ্তার হয়েছে দুই যুবককে। এটি মধ্যপ্রদেশের কাসারা স্টেশনের ঘটনা।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, রেল কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়াই মোটর ম্যানের কেবিনে প্রবেশ করেন দুই যুবক। এর পর কেবিনের মধ্যে রিল বানানো হয়। ভিডিও সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল হতেই তা নজরে পড়ে পুলিশের। শুরু হয় তদন্ত। এর পর যে দুই যুবক ভিডিও বানিয়েছিল তাঁদের গ্রেপ্তার করে রেল পুলিশ। পাশাপাশি মধ্য রেলওয়ের তরফে এক ভিডিও প্রকাশ করা হয়েছে। যেখানে দেখা যাচ্ছে, ওই দুই অভিযুক্ত নিজেদের কাজের ক্ষমা চাওয়ার পাশাপাশি আবেদন জানাচ্ছেন যেন এই ধরনের কাজ অন্য কেউ না করেন।

পাশাপাশি রেল পুলিশের তরফে সামাজিক মাধ্যমে বার্তা দেওয়া হয়েছে, 'অনুগ্রহ করে নিয়ম লঙ্ঘন করবেন না। কাসারা স্টেশনে মোটরম্যানের কেবিনে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করে রিল বানানোর অপরাধে গ্রেপ্তার করা হয়েছে দুই যুবককে।' পাশাপাশি রেলের তরফে জানানো হয়েছে, 'রিল বানানোর জন্য নিজের জীবনের ঝুঁকি নেবেন না। এই ধরনের কোনও ঘটনা দেখলে আমাদের রিপোর্ট করুন।' এর সঙ্গে রেলের তরফে দু'টি নম্বরও দেওয়া হয়েছে, ৯০০৪৪১০৭৩৫ অথবা ১৩৯। রেলের তরফে আরও জানানো হয়েছে, ওই দুই যুবকের কর্মকাণ্ড নজরে পড়ার পর অতি দ্রুত পদক্ষেপ করেছে রেল পুলিশ।

মহিলাদের শৌচাগারে লুকোনো ক্যামেরা, ধৃত ১

বেঙ্গালুরু, ১১ অগস্ট: মহিলাদের শৌচাগারে লুকোনো মোবাইল ফোনে দু'ঘণ্টার ভিডিয়ো রেকর্ডিংও। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে বেঙ্গালুরুর একটি কফি শপে। এক মহিলা মোবাইলটি দেখেন প্রথমে, এরপরই চিৎকার চেঁচামেচি করলে বিষয়টি প্রকাশ্যে আসে। ঘটনায় ক্যাফের এক কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

বেঙ্গালুরুর বিইএল রোডে অবস্থিত ওই ক্যাফেটি বেশ জনপ্রিয়। সেখানে সব সময়েই মানুষের ভিড় থাকে। ক্যাফেতে পুরুষ এবং মহিলাদের জন্য পৃথক শৌচাগার রয়েছে। ঘটনার দিনও ক্যাফেটি রোজকার মতোই সরগরম ছিল। এক মহিলা শৌচাগারে যেতেই তাঁর নজরে আসে, ডাস্টবিনের ভিতর থেকে উঁকি দিচ্ছে একটি মোবাইল ফোন। তিনি হইচই শুরু করে দেন। তাঁর চিৎকারে লোকজন ছুটে আসেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে অভিযুক্ত ক্যাফে কর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

তাঁর এহেন অভিজ্ঞতা তিনি সমাজমাধ্যমে ভাগ করে নিয়েছেন। ভিডিয়োতে নিজের বয়ান প্রকাশ করার পরই তা দ্রুত সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। ওই ভিডিয়োতে মহিলা জানাচ্ছেন, ঘটনার দিন বেঙ্গালুরুর একটি জনপ্রিয় ক্যাফেতে গিয়েছিলেন। শৌচাগারের ডাস্টবিনে লুকিয়ে রাখা মোবাইলটি চোখে পড়ে তাঁর। ক্যামেরা চালু করে টয়লেট সিটের দিকে মুখ করে ফোনটি এমনভাবে লুকিয়ে রাখা ছিল, যাতে কেবল ফোনের ক্যামেরাটুকুই বেরিয়ে থাকে। ফোনটি হাতে নিয়ে মহিলা দেখেন, অন্তত দু'ঘণ্টার ভিডিয়ো রেকর্ডিং রয়েছে সেখানে! তখনই চিৎকার শুরু করে দেন ওই মহিলা।

এর পর জানা যায়, ফোনটি ওই ক্যাফেরই এক কর্মচারীর। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। যে ক্যাফে চেনটিতে ঘটনাটি ঘটেছে, তা বেঙ্গালুরু তো বটেই, বরং সারা ভারতেও নতুন প্রজন্মের কাছে বেশ জনপ্রিয়। দেশের একাধিক শহরে ওই ক্যাফের একাধিক আউটলেটে রয়েছে। ঘটনার পরে দায় স্বীকার করে নিয়ে ক্যাফে কর্তৃপক্ষ লিখেছেন, 'আমরা আমাদের বিইএল রোড শাখার দুর্ভাগ্যজনক ঘটনাটির জন্য দুঃখিত। ঘটনায় উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। আমরা জোর দিয়ে বলতে চাই, আমাদের বিপণীতে এই ধরনের অপরাধমূলক কাজ একেবারেই বরদাস্ত করা হবে না।' এই ঘটনা সাড়া ফেলে দিয়েছে।

মায়ানমারে ড্রোন হামলা, মৃত ১৫০ রোহিঙ্গা

নেইপেইদ, ১১ অগস্ট: মায়ানমারের রাখাইনে ড্রোন হামলায় মৃত অন্তত ১৫০ জন রোহিঙ্গা! মৃতদের মধ্যে বেশ কয়েকজন শিশু ও মহিলা রয়েছে বলে খবর। বহুদিন ধরেই গৃহযুদ্ধে পুড়ছে মায়ানমার। এখনও নেভেনি সংঘর্ষের আগুন। সংঘাতে জড়িয়েছে বার্মিজ সেনা তথা 'টাটমাদাও'ও বিদ্রোহী আরাকান আর্মি। দফায় দফায় সংঘাতের জেরে প্রাণভয়ে দেশ ছেড়ে পালাচ্ছেন সাধারণ মানুষ। এই সংঘাতের আঁচ এসে লাগছে পড়শি দেশগুলোতেও। নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে বাংলাদেশ সীমান্তে ভিড় জমাচ্ছেন হাজার হাজার রোহিঙ্গা।

সংবাদ সংস্থা সূত্রে খবর, চলতি সপ্তাহে নতুন করে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে রাখাইন রাজ্যে। সেনাবাহিনীর সঙ্গে আরাকান আর্মির সংঘর্ষ বাঁধে। যার জেরে প্রাণভয়ে সেখান থেকে পালাচ্ছিলেন রোহিঙ্গারা। স্থানীয়দের অভিযোগ সেসময়ই রোহিঙ্গাদের উপর ড্রোন হামলা হয়। কিছুক্ষণ পরই দেখা যায় এদিক-ওদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে মৃতদেহ। এই ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছে শিশু ও মহিলাদেরও। কিন্তু কোন সংগঠন এই আক্রমণ করেছে তা জানা যায়নি। আরাকান আর্মিও এই হামলার দায় অস্বীকার করেছে। মায়ানমারের রাখাইনে রাজ্যের মংডুতে বিদ্রোহী আরাকান আর্মির সঙ্গে সেনা তীব্র যুদ্ধ চলছে।

বাংলাদেশের মতো পরিস্থিতি ভারতেও তৈরি হবে

মন্তব্যে কংগ্রেসের তীব্র সমালোচনা ধনকড়ের

নয়াদিল্লি, ১১ অগস্ট: 'বাংলাদেশের মতো পরিস্থিতি ভারতেও তৈরি হবে।' সম্প্রতি প্রাক্তন কংগ্রেস সাংসদ সলমন খুরশিদের এমনই মন্তব্যে দেশে বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। নাম না করে তাঁর সেই মন্তব্যের তীব্র সমালোচনা করলেন দেশের উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনকড়। 'দেশবিরোধী শক্তি' নিয়ে শুধু সাবধান করে দিলেন তা নয়, পাশাপাশি 'সতর্ক' হওয়ার পরামর্শও দেন তিনি।

শনিবার যোধপুরে রাজস্থান হাইকোর্টের প্ল্যাটিনাম জুবিলি অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছিলেন উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনকড়। তিনি বলেন, 'কিছু কিছু ব্যক্তি ভারত ও তার প্রতিবেশী দেশের মধ্যে তুলনা টানার চেষ্টা চালাচ্ছে। আপনারা সাবধান থাকুন। এমন একটা ন্যারেটিভ ছড়ানোর চেষ্টা করা হচ্ছে যে আমাদের প্রতিবেশী দেশে যা হয়েছে ভারতেও তা হতে পারে। এই ধরনের মন্তব্য অত্যন্ত উদ্বেগজনক।' এর পর নাম না করে সলমন খুরশিদের সমালোচনা করে ধনকড় বলেন, 'দেশের একজন নাগরিক, প্রাক্তন সাংসদ ছাড়া বৈদেশিক সম্পর্ক অনেকটা দেখার পর এমন কথা কী ভাবে বলতে পারেন কোনও ব্যক্তি, যে প্রতিবেশী দেশে যা হচ্ছে, তা ভারতেও হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে!'

একইসঙ্গে ধনকড় বলেন, 'দেশবিরোধী শক্তিগুলি তাঁদের কর্মকাণ্ড আড়াল করতে বা বৈধ করতে আমাদের সাংবিধানিক প্ল্যাটফর্মগুলিকে ব্যবহার করছে। তবে যে কোনও পরিস্থিতিতে জাতীয় স্বার্থই সর্বোচ্চ। এটিই আমাদের প্রধান অগ্রাধিকার, একমাত্র অগ্রাধিকার। যে কোনও কিছুর আগে দেশকে অগ্রাধিকার দিতে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।' সংবিধানের প্রশংসা করে রাজ্যসভার চেয়ারম্যান আরও বলেন, 'সংসদ তাঁদের সিদ্ধান্তকে চাপিয়ে দিতে পারে না, একই ভাবে বিচার বিভাগ আইন তৈরি করতে পারে না বা নির্দেশ দিতে পারে না যা আইনের বাইরে। ফলে সংবিধানে সব প্রতিষ্ঠানের কাজ সুস্পষ্ট ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান যদি অন্য প্রতিষ্ঠানের ভূখণ্ড দখল করে তবে তা বিপজ্জনক।'

উল্লেখ্য, সম্প্রতি এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে কংগ্রেস নেতা সলমন খুরশিদ বলেন, 'খালি চোখে কাশ্মীরে সবকিছু স্বাভাবিক বলে মনে হচ্ছে। এখানেও সবকিছু স্বাভাবিক। আমরা জয়ের উৎসবে মেতে। তবে কিছু মানুষ মনে করেন এই জয় অতি সামান্যই। অনেক কিছু করার প্রয়োজন রয়েছে।' তিনি আরও বলেন, 'মাটিতে দাঁড়িতে সবকিছু স্বাভাবিক দেখায়। কিন্তু মাটির নিচে অনেক কিছু ঘটে। বাংলাদেশে যা হচ্ছে তা এখানে এই দেশেও ঘটতে পারে।' খুরশিদের সেই মন্তব্য প্রকাশ্যে আসার পর ব্যাপক বিতর্ক শুরু হয়। কড়া সুরে বিজেপির তরফে পালটা তোপ দেগে বলা হয়, 'মোদিকে ঘৃণা করতে করতে এরা দেশকে ঘৃণা করতে শুরু করেছে। ভারতে বাংলাদেশের মতো হিংসা চালাতে উস্কানি দেওয়া হচ্ছে।' এবার নাম না করে খুরশিদকে তোপ ধনকড়ের।

প্রয়াত হলেন প্রাক্তন বিদেশমন্ত্রী কে নটবর সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন: শনিবার রাতে প্রয়াত হলেন প্রাক্তন বিদেশমন্ত্রী কে নটবর সিং। তিনি ইউপিএ সরকারের আমলে বিদেশমন্ত্রী ছিলেন।গুরুগ্রামের একটি হাসপাতালে গত কয়েকদিন ধরেই ভর্তি ছিলেন নটবর সিং। দীর্ঘদিন ধরে তিনি অসুখে ভুগছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৩বছর। নটবর সিংয়ের প্রয়াণে শোকাচ্ছন্ন রাজনৈতিক মহল। শোকাহত তাঁর পরিবার ,পরিজন। রাজস্থানের ভরতপুরে জন্মান। ১৯৩১ সালে জন্মগ্রহণ করেন।তিনি ছিলেন একজন ভারতীয় কূটনীতিক ও রাজনীতিবিদ। ১৯৫৩তে ভারতীয় বিদেশ দফতরের চাকরিতে যোগ দেন। তারপর নিউইয়র্ক সিটিতে স্থায়ী মিশনে কাজ করেন কে নটবর সিং। ১৯৬৬সালে প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ে যুক্ত হন তিনি। রাজনীতি করার জন্য ১৯৮৪তে তিনি সরকারি চাকরি ছেড়ে দেন।কংগ্রেসের হয়ে লড়াই করেন। ইউপিএ ওয়ান সরকারের আমলে ২০০৪-২০০৫ সালে তিনি ছিলেন ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রী।মনমোহন সিং সরকারের সময় তিনি দেশের বিদেশ নীতির ক্ষেত্রে বেশকিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।যারজন্য কংগ্রেস সরকারের আমলে ভারতের অবস্থান দৃঢ় হয় এবং প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে সুসম্পর্ক নির্মাণেও বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন কে নটবর সিং। ১৯৮৪তে সর্বোচ্চ অসামরিক সম্মান পদ্মভূষণে ভূষিত হন।

ট্রাম্পের অভ্যন্তরীণ গবেষণা-সহ প্রচারাভিযানের নথি হ্যাকের অভিযোগ

ওয়াশিংটন, ১১ অগস্ট: ডোনাল্ড ট্রাম্প শিবিরের ইমেল হ্যাক করেছিল ইরান! এমনই অভিযোগ করেছে রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থীর প্রচার শিবির। তাদের দাবি, বর্ষীয়ান নেতার রানিং মেট জেডি ভ্যান্সের অভ্যন্তরীণ গবেষণা-সহ প্রচারাভিযানের কিছু নথি গত জুলাই থেকে তাদের মেল করা হয়েছিল এক অজ্ঞাত সূত্র থেকে। তবে অভিযোগের সাপেক্ষে কোনও সরাসরি প্রমাণ পেশ করেনি তারা।

ট্রাম্প শিবিরের মুখপাত্র স্টিভেন চেয়ুং এক বিবৃতিতে বলেছেন, 'এই নথিগুলি আমেরিকার 'শত্রু' বিদেশি উৎস থেকে বেআইনিভাবে জোগাড় করা হয়েছে। যা ২০২৪ সালের নির্বাচনে হস্তক্ষেপ করতে এবং আমাদের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া জুড়ে বিশৃঙ্খলা ছড়ানোর উদ্দেশ্যে করা হয়েছিল।'

প্রসঙ্গত, গত মাসেই মার্কিন প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্পের উপর প্রাণঘাতী হামলা হয়েছিল। আর তার পরই প্রকাশ্যে আসে চাঞ্চল্যকর রিপোর্ট। ট্রাম্পকে নাকি খুনের ছক কষছে ইরান! নভেম্বরের নির্বাচনের আগেই নাকি হত্যা করা হতে পারে তাঁকে। এনিয়ে যথেষ্ট প্রমাণ পেয়েছে সিক্রেট সার্ভিস। যদিও ইরান এনিয়ে যাবতীয় অভিযোগ অস্বীকার করে। রাষ্ট্রপুঞ্জে ইরানের ইসলামিক রিপাবলিকের এক মুখপাত্র বলেন, আমাদের চোখে ট্রাম্প এক জন অপরাধী। তাঁর নির্দেশে সোলেমানিকে হত্যা করা হয়েছিল। সেই অপরাধের জন্য তিনি শাস্তি পাবেন ঠিকই। কিন্তু সেটা আইনের পথে। বিচারব্যবস্থার মাধ্যমে ট্রাম্পকে শাস্তি দিতেই বদ্ধপরিকর ইরান।

তবে প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সঙ্গে যে ইরানের সম্পর্ক মোটেই ভালো নয় তা কারও অজানা নয়। এই পরিস্থিতিতে এবার উঠল নয়া অভিযোগ। ইরানের বিদেশমন্ত্রক ও তাদের রাষ্ট্রসংঘের প্রতিনিধি নয়া অভিযোগ নিয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া জানায়নি এখনও।

ডেলাওয়ার সিটির রেহবোথ বিচে সস্ত্রীক ছুটি কাটাচ্ছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন।

ফের বড় ভূমিকম্পের সতর্কবার্তা জাপানে মধ্য এশিয়া সফর বাতিল প্রধানমন্ত্রীর

টোকিও, ১১ অগস্ট: আরও ভয়াবহ ভূমিকম্প হতে পারে খুব শিগগির! তাই সতর্ক থাকতে হবে সবাইকে। গত বৃহস্পতিবারেই এক মিনিটের ব্যবধানে পর পর দু'বার ভূমিকম্প হয়েছে উদীয়মান সূর্যের দেশে। রিখটার স্কেলে ৭.১ মাত্রার সেই জোড়া ভূমিকম্পের আতঙ্ক কাটিয়ে ওঠার আগেই এবার 'মেগাকোয়েক'-এর পূর্বাভাস দিয়ে সতর্কতা জারি করেছে সেদেশের আবহাওয়া এজেন্সি।

সংবাদ সংস্থা সূত্রে খবর, এবার ভূমিকম্পের তীব্রতা ৮ ও ৯ মাত্রা পর্যন্ত হতে পারে বলে জানিয়েছে সংস্থাটি। ভূমিকম্পপ্রবণ জাপানের ইতিহাসে এই প্রথম মেগা ভূমিকম্পের জন্য সতর্কতা জারি করা হল। এর ধাক্কা কীভাবে সামলানো হবে তার পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি নিচ্ছে টোকিও। এই সতর্কতা জারি হতেই বহু এলাকার সাধারণ মানুষ নিরাপদ স্থানে পালানোর চেষ্টা করছেন।

এই পরিস্থিতিতে জাপানের প্রধানমন্ত্রী ফুমিও কিশিদা তাঁর চারদিনের মধ্য এশিয়া সফর বাতিল করে দিয়েছেন। সংবাদমাধ্যমে তিনি জানিয়েছেন, এই সংকটের সময় দেশে থাকা আমার কর্তব্য। আপাতত এক সপ্তাহ আমরা কোথাও যাব না। গত বৃহস্পতিবারের ভূমিকম্পে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় জাপানের দক্ষিণ-পশ্চিমের কিউশু ও শিকোকু দ্বীপ। মিয়াজাকিতে সমুদ্রের ঢেউ ২০ সেন্টিমিটার উচ্চতা পেরিয়ে গিয়েছিল।

এছাড়া মিয়াজাকি, কোচি, ওইটা, কাগোশিমা ও এহিমেতের মতো উপকূলবর্তী এলাকাগুলোতেও সুনামি সব লন্ডভন্ড করতে পারে বলে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন স্থানীয় বাসিন্দারা। গুরুতর জখম হন ১৪ জন। তবে প্রাণহানির কোনও ঘটনা ঘটেনি। জাপানের ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে সে দেশে প্রতি বছর সব মিলিয়ে প্রায় দেড় হাজার বার ছোট-বড় ভূমিকম্প হয়।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

e-Tender Notice

NIT No. 17/24-25, dt. 09/08/2024
Constn. Of various Schemes in different places of Chapra Panchayat Samity (Total 2 nos) Total Amount Rs. 7,40,510.00/- Last date of documents Downloading & bid sub. For both NIT 17/08/2024 upto 12-00 p.m. (Other details collect from the office and website **https://wbtenders.gov.in**)
Sd/- E.O.
Chapra Pan Samity, Nadia

UTTARPARA-KOTRUNG MUNICIPALITY

e-Tender No. : UKM/PWD/ 006(e)/2024-25 dt 10.08.2024
1.Supplying and laying of D.I. (K7) pipe with specials of 100mm dia including supply and installation of valves with construction of valve chambers in ward no-16 under Uttarpara-Kotrung Municipality. **2.**Supplying and laying of D.I. (K7) pipe with specials of 100mm dia including supply and installation of valves with construction of valve chambers in ward no-17 under Uttarpara-Kotrung Municipality. Bid Submission Closing Date – **28/08/2024**.
For Details: - **wbtenders.gov.in**
Sd/- Chairman,
U.K. Municipality

OFFICE OF THE PURBAKHILKAPUR GRAM PANCHAYAT
NOTICE INVITING TENDER
Sealed Tender is invited from the experienced and resourceful Bidders for execution of the works mentioned below. **NIT No. : PUKGP/Tender/Untied/2024-2025/03,Tender Id 2024_ZPHD_730253_1 to 2024_ZPHD_730253_3.** Construction of 3 Nos. cement concrete road. **Tender Amount : Rs.207197.00, Rs. 208261.00, Rs.200294.00.** Last Date fo Bid Submission : 15**/08/2024 5 PM.** Date of Opening Tender: **20/08/2024.**
Sd/- Prodhan,
Purbakhilkapur Gram Panchayat,
Barasat-1 Panchayat Samity,
North 24 Parganas.

Office of the BURUL GRAM PANCHAYAT
E-TENDER NOTICE
Digitally signed and encrypted E-Tender is invited from the eligible Bidder for online submission for tender reference no:
1) BGP/TEN/15TH FC/TIED/20/24-25
2) BGP/TEN/15TH FC/UNTIED/19/24-25
Dated : 06.08.2024
at different place within at BURUL GRAM PANCHAYAT under Budge Budge-II Block. South 24pgs WB. Last date for the online receipt of Tender is: 13.06.2024 at 16:00. And open on 20.06.2024 at 10:00 Detail will be available at the website: **www.wbtenders.gov.in**
Sd/-
Prodhan
Burul Gram Panchayat Burul
P.S- Nodakhali, 24 Pgs. (South)

Office of the Municipal Councilors
Bhadreswar Municipality
G.T. Road, P.O.+P.S.- Bhadreswar, Dist.- Hooghly
Notice Inviting e-Tender
e-Tender is invited by the Chairman, Bhadreswar Municipality for the 88 Nos. development works vide **e-NIT NO : BM/PWD/3290/E-NIT/ (1-88) (1st Call), Date:- 07/08/2024. Tender ID : 2024_MAD_729803_1 to 2024_MAD_729803_88. Fund : 15th FC/Municipal Fund/Other Govt. Fund.** Bid Submission Start Date (Online): **12.08.2024 at 11.00 AM.** Bid Submission Closing Date (Online): **20.08.2024 up to 05:00 PM.** Bid Opening Date (Online): **23.08.2024 at 02:00 PM.** Details may be had municipal office Notice board, Municipal website **https://wbtenders.gov.in** & **https://bhadreswarmunicipality-gov.in**
Sd/-,
Chairman
Bhadreswar Municipality

EKDIN, VOL. 18, ISSUE NO. 64, KOLKATA, MONDAY
12 AUGUST 2024, PAGE 8

কলকাতা ১২ অগস্ট ২০২৪

অল ইন্ডিয়া পাবলিক সেক্টর ফুটবল টুর্নামেন্ট-২৪'র শিরোপা পেল আরবিআই

নিজস্ব প্রতিবেদন: এই বছর ১ এপ্রিল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া ৯০তম বছরে পদার্পণ করল। তাই মাইলফলক বছরটিকে স্মরণে রেখে আরবিআই, কলকাতা অল ইন্ডিয়া পাবলিক সেক্টর ফুটবল টুর্নামেন্ট-২০২৪ হোস্ট করে। ৩ অগাস্ট শুরু হয় টুর্নামেন্ট। আরবিআই-সহ বিভিন্ন পাবলিক সেক্টর থেকে ১১টি এমপ্লই টিম এই ফুটবল টুর্নামেন্টে অংশ নেয়। ১০ অগস্ট ফাইনাল ম্যাচটি আয়োজিত হয় ন্যাশনাল সেন্টার অফ এক্সিলেন্স, নিউ টাউনে। শেষ ফাইনাল খেলাটি হয় ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন অয়েল ইন্ডিয়া লিমিটেড এবং হোস্ট রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার মধ্যে। আরবিআই, অয়েল ইন্ডিয়াকে ২-১ গোলে পরাজিত করে। ফাইনাল ম্যাচের ফলাফল দাঁড়ায়, আরবিআই-২, অয়েল ইন্ডিয়া-১। আরবিআই-এর তরফে গোল করেন মোহাম্মদ রফিক, লিস্টন কোলাকো। অয়েল ইন্ডিয়ার হয়ে গোল করেন মিলন বসুমাতারী। ম্যান অফ দ্য ম্যাচ হয়েছেন শুভম চৌহান (আরবিআই)। ফাইনাল ম্যাচ চলাকালীন ভারতীয় ফুটবলে অসামান্য অবদানের জন্য ভাস্কর গাঙ্গুলী, মেহতাব হোসেন এবং সৈয়দ রহিম নবীকে আরবিআই-এর তরফে সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

জর্জের কাছে মোহনবাগানের হার

সুপার সিক্সের লড়াইয়ে পিছিয়ে পড়ল সবুজ-মেরুন

নিজস্ব প্রতিনিধি: পর পর দু'ম্যাচ জিতে কলকাতা লিগের সুপার সিক্সের লড়াইয়ে উঠে এসেছিল মোহনবাগান। কিন্তু রবিবার জর্জ টেলিগ্রাফের কাছে হেরে সেই লড়াইয়ে পিছিয়ে পড়ল তারা। কল্যাণীর মাঠে প্রথমে এগিয়ে গিয়েছিল মোহনবাগান। তার পরেও হেরে মাঠ ছাড়তে হয় ডেগি কার্ডোজারে দলকে।

জর্জের বিরুদ্ধে মোহনবাগানের খেলা দেখে মনে হল না যে, তারা জিততে নেমেছে। ছন্দহীন ফুটবল। অজস্র মিস্ পাস। তার মাঝেই ৩০ মিনিটের মাথায় বক্সের মধ্যে জর্জের ফুটবলার জুয়েলের হাতে বল লাগায় পেনাল্টি পায় মোহনবাগান। গোল করতে ভুল করেননি সেরটো। ১-০ গোলে এগিয়ে বিরতিতে যায় বাগান।

দ্বিতীয়ার্ধে খেলার ছবিটা বদলে যায়। বাগানের রক্ষণের দুর্বলতা কাজে লাগিয়ে বার বার আক্রমণে ওঠে জর্জ। ৫২ মিনিটের মাথায় ডান প্রান্ত ধরে বল নিয়ে ওঠেন রাজেন। বক্সে ঢুকে ক্রস দেন তিনি। চলতি বলে হেড করেন সমরেশ। বল পোস্টে লেগে ফেরে। ফিরতি বলে পা লাগিয়ে গোল করেন অমিত এক্কা। ৫৭ মিনিটের মাথায় আবার রক্ষণের ভুলে গোল খায় বাগান। গোলরক্ষক রাজা বর্মণ বল বার করতে পারেননি। ফিরতি বলে আবার শট মারেন সেই অমিত। ডিফেন্ডার হেডে বল বার করলেও তার আগেই বল গোললাইন অতিক্রম করে। মোহনবাগানের ফুটবলারেরা আপত্তি জানালেও রেফারি তা শোনেননি।

বাকি সময়ে গোল শোধ করার অনেক চেষ্টা করে বাগান। কিন্তু জালে বল জড়াতে পারেননি কোনও ফুটবলার। ফলে ১-২ গোলে হেরে মাঠ ছাড়তে হয় মোহনবাগানকে।

এই ম্যাচের পরে গ্রুপ বি-তে সপ্তম স্থানে মোহনবাগান। ৮ ম্যাচে তাদের পয়েন্ট ১২। তিন নম্বরে থাকা কাস্টমসের পয়েন্ট ৮ ম্যাচে ১৯। বাগানের বাকি আর চারটি ম্যাচ। সুপার সিক্সে উঠতে গেলে প্রতিটি ম্যাচই জিততে হবে তাদের। তার পরেও অপেক্ষা করতে হবে বাকি দলগুলির ফলাফলের উপর।

নজর এশিয়ান কাপে, ভবিষ্যতের কথা ভেবে ভারতীয় ফুটবলে স্বদেশি কোচের পক্ষে স্পেনীয় মানোলো

নিজস্ব প্রতিনিধি: ভারতীয় ফুটবলের নতুন কোচ হতে পেরে স্বপ্নপূরণ হয়েছে। তবে স্পেনীয় মানোলো মার্কেজ মনে করেন, ভারতীয় ফুটবলের ভবিষ্যতের কথা ভেবে আগামী দিনে স্বদেশি কোচই দরকার। পাশাপাশি জানিয়েছেন, কোচ হিসাবে এশিয়ান কাপের যোগ্যতা অর্জনই তাঁর প্রাথমিক লক্ষ্য।

রবিবার দিল্লিতে প্রথম সাংবাদিক বৈঠক করেন মানোলো। তিনি বলেন, তস্পেন বাদে ভারতেই সবচেয়ে বেশি সময় কাটিয়েছি। অনেক দিন আগে ভেবেছিলেন জাতীয় দলের কোচ হব। সেই স্বপ্ন পূরণ হয়েছে। তবে আগামী দিনে জাতীয় দলের কোচ কোনও ভারতীয়েরই হওয়া উচিত। তিনি ভাল জানবেন কী ভাবে এই দেশের ফুটবল কাজ করে। দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে ফুটবলার তুলে আনতে পারবেন।

ভারতের কোচ হিসাবে সেপ্টেম্বরে আন্তঃমহাদেশীয় কাপ মানোলোর প্রথম কাজ। এর পর ভিয়েতনামে ত্রিদেশীয় সিরিজ খেলবে তারা। মানোলোর মাথায় ঘুরছে ২০২৭ সালের এশিয়ান কাপ। বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বের তৃতীয় রাউন্ডে উঠলে এমনিতেই এশিয়ান কাপের যোগ্যতা অর্জন করা যেত। ভারত তা পারেনি। তাই যোগ্যতা অর্জন পর্ব খেলতে হবে।

মানোলো বলেছেন, ভারতীয় ফুটবলের মানোন্নয়ন করতে চাই। ব্যক্তিগত এবং দল দু'ভাবেই। এখনই হবে না, সময় লাগবে। প্রতিটা ম্যাচে জেতাই প্রথম লক্ষ্য। তবে দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য হিসাবে এশিয়ান কাপে যোগ্যতা অর্জন করতে চাই। যোগ্যতা অর্জন পর্বে ৬-৭টা ম্যাচ খেলার সুযোগ পাব। তাই পরের দুটো প্রতিযোগিতা আমাদের প্রস্তুতির কাজে লাগবে।

মানোলো মনে করেন, ভারতীয় ফুটবলারদের আরও বেশি করে বিদেশে খেলা উচিত। সে যতই নীচের ডিভিশনে হোক না কেন। তিনি বলেছেন, আইএসএলে আরও বেশি ভারতীয় ফুটবলার খেলানো উচিত। আমার মতে, বিদেশের ছোটখাটো লিগেও ভারতীয়রা খেলুক। এতে নিজেদেরই উন্নতি করতে পারবে ওরা। জানি ওরা আইএসএলে খেলে খুশি। আমার ভাল লাগবে যদি ওরা বিদেশে গিয়ে খেলে।

সুপার কাপে এমবাপ্পেকে যেভাবে খেলাতে পারেন আনচেলত্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি: শিরোপা জিতে আরেকটি মৌসুম শুরুর অপেক্ষায় রিয়াল মাদ্রিদ। ১৪ আগস্ট রাতে পোল্যান্ডের ওয়ারশতে উয়েফা সুপার কাপের ম্যাচে আতালান্তার মুখোমুখি হবে তারা। এই ম্যাচ দিয়ে নতুন এক অধ্যায়ের শুরু করবে রিয়াল। এ ম্যাচ দিয়েই রিয়ালের জার্সিতে অভিষেক হতে পারে কিলিয়ান এমবাপ্পের। এই ফরাসি তারকার উপস্থিতিই মূলত ম্যাচটিকে ঘিরে ফুটবলপ্রেমীদের আগ্রহ বাড়িয়ে দিয়েছে অনেক গুণ।

সুপার কাপের এই ম্যাচটিতে অবশ্য এমবাপ্পেকে বদলি হিসেবে খেলাতে পারেন আনচেলত্তি। স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম এএস জানিয়েছে, আনচেলত্তি ওয়েম্বলিতে চ্যাম্পিয়নস লিগ ফাইনালে খেলানো দলটিকেই নামানোর কথা ভাবছেন। তবে টনি ক্রুস অবসরে যাওয়ায় এবং নাচো ক্লাব ছাড়ায় এ দুজনের বিকল্প হিসেবে দেখা যেতে পারে এদের মিলিতাও ও লুকা মদরিচকে। আনচেলত্তি যদি এই পরিকল্পনায় একাদশ সাজান, তাহলে এমবাপ্পেকে বেঞ্চে বসে মাঠে নামার অপেক্ষায় থাকতে হবে।

সুপার কাপের একাদশ নিয়ে এরই মধ্যে আনচেলত্তি বলেছেন, 'যারা দলের হয়ে চ্যাম্পিয়নস লিগ জিতেছে, তাদেরকে আপনার বিবেচনায় নিতে হবে। এটা মূলত গত মৌসুমেরই চলমান ধারা।' তবে ম্যাচ পরিস্থিতি বিবেচনায় কিংবা প্রতিপক্ষের খেলার কৌশল শেষ মুহূর্তে বদলে দিতে পারে দৃশ্যপট।

সুপার কাপের এই ম্যাচটি নানা দিক থেকেই রিয়ালের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এমবাপ্পের অভিষেকের পাশাপাশি এই ম্যাচ দিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বীদের জন্য বার্তাও দিয়ে রাখতে পারবে তারা। আগামী মৌসুমে তারকাবহুল এক দলই মাঠে নামাতে যাচ্ছে রিয়াল। যে দলটিকে বলা হচ্ছে নতুন 'গ্যালাকটিকো' বা তারকাপুঞ্জ। এই দলের সফলতা ও ব্যর্থতার দিকে চোখ থাকবে গোটা ফুটবল দুনিয়ার। পাশাপাশি দলে থাকা তারকাদের মধ্যে ব্যক্তিত্বের সংঘাত হওয়ার বিষয় নিয়েও আছে আলোচনা।

আনচেলত্তি অবশ্য নিজের দল নিয়ে বেশ আত্মবিশ্বাসী। সম্প্রতি চেলসির বিপক্ষে প্রাক্‌ ,মৌসুম প্রস্তুতি ম্যাচে জয়ের পর আনচেলত্তি বলেছেন, 'আমাদের স্কোয়াড খুবই প্রতিভাবান এবং আমাদের মানসিকতাও খুবই প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ। দলের অভ্যন্তরে যে প্রতিযোগিতা, তা আমাদের আরও বেশি মনোযোগী হতে সহায়তা করবে। এই প্রতিযোগিতামূলক মানসিকতা আমাদের জন্য খুবই ইতিবাচক।'

রেকর্ড গড়ে মহিলাদের ম্যারাথনে সোনা সিফানের, অলিম্পিক্সে পদকের হ্যাটট্রিক ডাচ খেলোয়াড়ের

নিজস্ব প্রতিনিধি: ৫,০০০ মিটার, ১০,০০০ মিটারের পর অলিম্পিক্সে মহিলাদের ম্যারাথনেও পদক জিতলেন সিফান হাসান। ম্যারাথনে সোনা জিতেছেন তিনি। নতুন অলিম্পিক্স রেকর্ড গড়েছেন নেদারল্যান্ডসের খেলোয়াড়।

৫,০০০ মিটার, ১০,০০০ মিটারের পর অলিম্পিক্সে মহিলাদের ম্যারাথনেও পদক জিতলেন সিফান হাসান। ম্যারাথনে সোনা জিতেছেন তিনি। নতুন

অলিম্পিক্স রেকর্ড গড়েছেন নেদারল্যান্ডসের খেলোয়াড়।

১৯৫২ সালে চেকিয়ার এমিল জাটোপেকের পরে সিফানই প্রথম মহিলা যিনি এক অলিম্পিক্সে দৌড়ের তিনটি ইভেন্টে নেমে তিনটিতেই পদক জিতেছেন। সোনা জেতার পরে ৩১ বছরের সিফান বলেন, ‌মনে হচ্ছে আমি স্বপ্ন দেখছি। শেষ দিকে নিজেকে নিজেই উৎসাহ দিচ্ছিলাম। বলছিলাম, 'আর ২০০ মিটার বাকি। আর ১০০ মিটার বাকি। তোমাকে পারতেই হবে।' শেষ পর্যন্ত পেরেছি। অলিম্পিক্সে নতুন রেকর্ড করেছি শুনে আরও ভাল লাগছে।দ

প্রথমে প্যারিসে চারটি ইভেন্টে নামার কথা ছিল সিফানের। ৫,০০০ মিটার, ১০,০০০ মিটার ও ম্যারাথনের পাশাপাশি ১,৫০০ মিটার দৌড়েও নামতে চেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু শেষ দিকে ১,৫০০ মিটার থেকে নাম তুলে নেন সিফান। নামেন তিনটি ইভেন্টে। তিনটিতেই পদক জেতেন নেদারল্যান্ডসের খেলোয়াড়।

ত্রিনিদাদে জয় দেখছে দক্ষিণ আফ্রিকা

নিজস্ব প্রতিনিধি: বৃষ্টিবিঘ্নিত ত্রিনিদাদ টেস্টে হারের শঙ্কায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ। টেস্টের চতুর্থ দিনে বৃষ্টির কারণে কাল খেলা হয়েছে মাত্র ২ ঘণ্টা, ওভারের হিসাবে ৩০। তাতেই ত্রিনিদাদ টেস্টের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা।

বৃষ্টিবিঘ্নিত তৃতীয় দিন শেষে ওয়েস্ট ইন্ডিজের রান ছিল ৪ উইকেটে ১৪৫। সেখান থেকে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে তারা গুটিয়ে দিয়েছে ২৩৩ রানে। প্রথম ইনিংসে ১২৪ রানের লিড পাওয়া দক্ষিণ আফ্রিকা দ্বিতীয় ইনিংসে ৫ ওভারে তুলেছে বিনা উইকেটে ৩০ রান।

ত্রিনিদাদ টেস্টের শেষ দিনে খেলা হওয়ার কথা ৯৮ ওভার। বৃষ্টি বাগড়া না দিলে এই ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকার জয়ের জন্য সুযোগটা নিতেই পারে। দ্রুত ৩০০ বা এর আশপাশের টার্গেট ছুড়ে দিতে পারে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে। তবে ইএসপিএনক্রিকইনফো তাদের প্রতিবেদনে জানিয়েছে, পঞ্চম দিনেও বৃষ্টি হতে পারে ত্রিনিদাদে।

দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথম ইনিংসে ৩৫৭ রানের জবাবে শুরুটা ভালোই করে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ক্রেইগ ব্রাফেট ও মিকিলে লুইস গড়েন ৫৩ রানের জুটি। তবে ফাস্ট বোলারদের ভালো খেললেও মহারাজের ঘূর্ণিতে সংগ্রাম করেছেন তাঁরা। ব্যক্তিগত ৩৫ রানে মহারাজের বলেই বোল্ড হয়ে ফেরেন লুইস।

জুটি গড়েন ব্রাফেট ও কেসি কার্টি। দক্ষিণ আফ্রিকার বোলিং সামলে এ দুজন দলকে ধীরেসুস্থে এগিয়ে নিচ্ছিলেন। শেষ পর্যন্ত দলের ১১৪ রানে ব্রাফেটের রানআউটে ভাঙে এ জুটি। ব্রাফেটও করেন লুইসের মতো ৩৫ রান। কার্টি আউট হয়েছেন ৪২ রান করে। ইনিংসের একপর্যায়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজের রান ছিল ৪ উইকেটে ১৭৩। সেখানে শেষ ৬০ রান তুলতে ৬ উইকেট হারায় তারা। মহারাজ নেন ৪ উইকেট, রাবাদা ৩টি।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

দক্ষিণ আফ্রিকা ৩৫৭ ও ৫ ওভারে ৩০/০।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৯১.৫ ওভারে ২৩৩ (কার্টি ৪২, লুইস ৩৫, ব্রাফেট ৩৫; মহারাজ ৪/৭৬)

চতুর্থ দিন শেষে।

রশিদের বলে ৫ বলে ৫ ছক্কা মারলেন পোলার্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি: টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট কাইরন পোলার্ড কোথাও কোচ, কোথাও খেলোয়াড়। আইপিএলে মুম্বাইয়ের ব্যাটিং কোচ তিনি। সর্বশেষ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ইংল্যান্ডের সহকারী কোচের দায়িত্বেও ছিলেন এই অলরাউন্ডার।

আবার খেলোয়াড় হিসেবেই সেই পোলার্ডই দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন মাঠেও। এবার দ্য হানড্রেডে ৫ বলে ৫টি ছক্কা মেরেছেন পোলার্ড। সেটাও টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট ইতিহাসেরই অন্যতম সেরা বোলার রশিদ খানকে।

১০০ বলের এই টুর্নামেন্টে গতকাল সাউদাম্পটনে ট্রেন্ট রকেটসের মুখোমুখি হয়েছিল পোলার্ডের সাউদার্ন ব্রেভ। আগে ব্যাট করে নির্ধারিত ১০০ বলে ১২৬ রান তোলে ট্রেন্ট রকেটস।

পোলার্ডের ২৩ বলে ৪৫ রানের ইনিংসে সেই রান ১ বল বাকি থাকতে তাড়া করে সাউর্দান ব্রেভ।

২৩ বলে ৪৫ রানের ইনিংস খেলা পোলার্ড ইনিংসের একপর্যায়ে করেছিলেন ১৪ বলে মাত্র ৬ রান। এরপরও রশিদের ওপর ঝড় চালান পোলার্ড। তাতে ২০ বলে ৪৯ রানের সমীকরণ নেমে আসে ১৫ বলে ১৯ রানে।

টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটেও এর আগে ৬ বলে ৬ ছক্কা মেরেছিলেন পোলার্ড। ২০২১ সালে আকিলা ধনাঞ্জয়ার বলে এই কীর্তি গড়েছিলেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের অলরাউন্ডার। টি-টোয়েন্টি বা হানড্রেডে রশিদের সবচেয়ে খরচে ওভার ছিল এটি।

ম্যাচ শেষে পোলার্ড বলেছেন, 'আমি ওর বিপক্ষে অনেক খেলেছি। অনেকবার আউটও হয়েছি। কী হচ্ছে, সেটা আমি দেখছিলাম। তবে আমি জানতাম, রশিদ কোন লেংথে বোলিং করবে। ও যদি ফুল লেংথে বোলিং করে, আমি আমার শক্তির জায়গা অনুযায়ী সোজা মারব, ও তিনটা ফুল লেংথে বল করেছে, যা আমার আয়ত্তের মধ্যে ছিল। তখন থামার অবস্থা ছিল না, সর্বোচ্চ রান নিতেই হতো। রশিদ দুর্দান্ত বোলার। কিন্তু এটা এমন একটা দিন, যেদিন আমি জিতেছি।'

ব্যক্তিগত গাড়িমুক্ত অলিম্পিক আয়োজনের পরিকল্পনা লস অ্যাঞ্জেলেসের

নিজস্ব প্রতিনিধি: ২০২৮ সালে পরের অলিম্পিক হবে যুক্তরাষ্ট্রের লস অ্যাঞ্জেলেসে। সেই আসরের প্রায় চার বছর বাকি থাকলেও এখন থেকেই বড়সড় পরিকল্পনা শুরু করে দিয়েছে আয়োজকেরা।

জনসংখ্যার দিক থেকে যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর লস অ্যাঞ্জেলেস। ভয়াবহ যানজটের জন্য শহরটির 'কুখ্যাতি' আছে। তবে ২০২৮ অলিম্পিকের সময় যানজট নিরসনে ব্যক্তিগত গাড়িমুক্ত আসর আয়োজনের পরিকল্পনা করছে আয়োজকেরা। এটি বাস্তবায়ন করতে দর্শকদের গণপরিবহনে অলিম্পিক ভেন্যুতে যেতে বাধ্য করবে তারা।

২০২৮ অলিম্পিকের পতাকা আনুষ্ঠানিকভাবে বুঝে নিতে প্যারিসে গেছেন লস অ্যাঞ্জেলেসের মেয়র কারেন ব্যাস। আজ রাতে প্যারিস অলিম্পিকের সমাপনী অনুষ্ঠানে ব্যাসের হাতে পতাকা তুলে দেওয়া হবে। এর মধ্য দিয়ে তিনি হবেন অলিম্পিক পতাকা গ্রহণ করা প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ মেয়র।

প্যারিসেই গতকাল এক সংবাদ সম্মেলনে ব্যাস বলেছেন, 'শহরের প্রধানেরা চান লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিক কারমুক্ত (ব্যক্তিগত গাড়িমুক্ত) হোক। আমরা গণপরিবহনে বিনিয়োগ করব এবং ইভেন্ট চলাকালে শহরবাসীকে করোনাকালের মতো দূরে থেকে (বাসায় বসে) কাজ করতে উৎসাহিত করব।'

ব্যাস আরও বলেন, 'ব্যক্তিগত গাড়ি না থাকার অর্থ হলো অলিম্পিক ভেন্যুতে যেতে আপনাকে গণপরিবহন ব্যবহার করতে হবে। সেটা নিশ্চিত করতে আমরা আমাদের পরিবহনব্যবস্থা আরও উন্নত করছি।' ২০২৮ অলিম্পিকের সময় যানজট নিরসনে ৩ হাজারের বেশি বাস যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন জায়গা থেকে ধার করতে হবে বলেও জানিয়েছেন ব্যাস।

লন্ডন, প্যারিসের পর তৃতীয় শহর হিসেবে অলিম্পিক আয়োজন করবে লস অ্যাঞ্জেলেস। ১৯৩২ সালের পর ১৯৮৪ সালে 'গ্রেটেস্ট শো অন আর্থে'র স্বাগতিক হওয়ার গৌরব অর্জন করেছিল শহরটি।

লস অ্যাঞ্জেলেসে দিনের ব্যস্ততম সময়ে কিছুটা পথ যেতেই এক ঘণ্টা বা তার বেশি সময় লেগে যায়। তবে ১৯৮৪ সালে তখনকার নগর কর্তৃপক্ষ দারুণ কিছু সিদ্ধান্ত নেওয়ায় খুব একটা যানজট পোহাতে হয়নি।

৪০ বছর আগের আয়োজনের বিষয়টি মাথায় নিয়ে ২০২৮ অলিম্পিক আয়োজন করতে চান মেয়র ব্যাস, '১৯৮৪ সালে লস অ্যাঞ্জেলেসবাসী আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিল। তারা ভেবেছিল ভয়ানক যানজট হবে। কিন্তু তা না হওয়া আমাদের কাছে বিস্ময়কর ব্যাপার ছিল। কারণ, ১৯৮৪ সালে আজকের মতো প্রযুক্তি ছিল না।'

প্যারিস অলিম্পিক সফলভাবে আয়োজন করতে শহরের কয়েক হাজার গৃহহীন মানুষকে অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। লস অ্যাঞ্জেলেস কর্তৃপক্ষও এমনটা করবে কি না;এমন প্রশ্নে ব্যাস বলেন, 'আমাদের লক্ষ্য অলিম্পিকের আগেই লস অ্যাঞ্জেলেসের আনুমানিক ৭৫ হাজার ৫০০ গৃহহীন মানুষের বাসস্থানের ব্যবস্থা করা। আমরা তাদের রাস্তা থেকে তুলে আনব।' প্রযুক্তির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানুষ করোনাকালে ঘরে বসেই কাজ করেছেন। যানজট এড়াতে ২০২৮ অলিম্পিকেও 'মহামারি স্টাইলে' ফিরে যেতে চান ব্যাস।

প্যারিস অলিম্পিকের সমাপনীর পরেই লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিকের ক্ষণগণনা শুরু হবে। সব ঠিক থাকলে ২০২৮ সালের ১৪ জুলাই থেকে ৩০ জুলাই পর্যন্ত হবে সেই আসর।

২০২৮ সালেও চমকের কোনো কমতি থাকবে না বলে জানিয়েছেন লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিকের চেয়ারম্যান ক্যাসে ওয়াসারম্যান, 'আমাদের আইফেল টাওয়ার নেই, তবে হলিউড সাইন আছে। আমাদের ভেন্যুগুলোও অবিশ্বাস্য। ভৌগোলিক দিক থেকেও আমরা দারুণ অবস্থানে আছি। প্যারিস অলিম্পিকের সমাপনী অনুষ্ঠানে মানুষ এটা অনুভব করতে পারবে।'

সোনা জিতে রোনালদোকে মনে করালেন দুই পর্তুগিজ সাইক্লিস্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি: প্যারিস অলিম্পিকের শুরুর দিকে ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর মতো উদ্‌যাপন করে আলোচনায় এসেছিলেন জাপানের ভলিবল তারকা ইউজিজি নিশিদা। জাপানের হয়ে সেদিন পয়েন্ট পাওয়ার পর রোনালদোর বিখ্যাত 'সিউ' উদ্‌যাপনে মেতে ওঠেন নিশিদা। আর এবার একই উদ্‌যাপনে আলোচনায় রোনালদোর স্বদেশি দুই সাইক্লিস্ট ইউরি লেইতাও এবং রুই অলিভিয়েরা।

সিউ উদ্‌যাপন হচ্ছে গোল করার পর কিছুটা দৌড়ে গিয়ে শূন্যে লাফিয়ে শরীর মুচড়ে নামার সময় আড়াআড়িভাবে হাত দুটো শরীরের দুই পাশে নামিয়ে আনা। উদ্‌যাপনের সময়ে রোনালদোকে মুখে 'সিউ' বলে চিৎকারও দিতে দেখা যায়। ফুটবল,দুনিয়ায় এই উদ্‌যাপন এখন ট্রেডমার্কে পরিণত হয়েছে।

রোনালদো শুরু করলেও দ্রুত অন্য ফুটবলারদেরও এই উদ্‌যাপনে মেতে উঠতে দেখা যায়। ভিনিসিয়ুস জুনিয়র, রদ্রিগো এবং আলেহান্দ্রো গারনাচোদের মতো অনেকেই এর আগে এমন উদ্‌যাপন সেরে আলোচনায় আসেন। এরপর ধীরে ধীরে এই উদ্‌যাপন ফুটবলের বাইরেও ছড়িয়ে পড়ে। এবারের অলিম্পিকেই যেমন একাধিক অ্যাথলেট এই উদ্‌যাপনে মনে করিয়ে দিয়েছেন 'সিআর সেভেন'কে।

ভলিবল তারকা নিশিদার উদ্‌যাপনের কথা তো আগেই বলা হয়েছে। একইভাবে উদ্‌যাপন করতে দেখা যায় ইকুয়েডরের অ্যাথলেট ব্রায়ান দানিয়েল পিনতালদোকে। আর এবার উদ্‌যাপনের মধ্য দিয়ে পাঁচবারের ব্যালন ডি'অর জয়ীকে মনে করালেন লেইতাও এবং অলিভিয়েরা। সোনা জয়ের পর দুজনই মেতে ওঠেন রোনালদোর 'সিউ' উদ্‌যাপনে। এই উদ্‌যাপন দিয়ে নিজেদের দেশের সর্বকালের অন্যতম সেরা অ্যাথলেটকে শ্রদ্ধাও জানালেন তাঁরা।

ট্র্যাক সাইক্লিংয়ে ছেলেদের ম্যাডিসন ফাইনালের লড়াইয়ে ইতালির সিমিওনে কোনসোনি এবং এলিয়া ভিভিয়ানিকে পেছনে ফেলে সোনা জিতেছেন লেইতাও ও অলিভিয়েরা। আর এ বিভাগে ব্রোঞ্জ জিতেছেন ডেনমার্কের মিশেল মোরকোভ এবং নিকলাস লারসেন।

সোনা জয়ের পর উচ্ছ্বসিত অলিভিয়েরা বলেছেন, 'আমি ভাষাহীন। এই পুরো ব্যাপারটি আমার জন্য স্বপ্নের মতো। আমার মনে হচ্ছে না এটা সত্যিই ঘটেছে। আমার জীবনে একটা একক রেসও জিততে পারিনি। অনেক হতাশা পার করে এই মুহূর্ত এসেছে। কেউ যদি আমাকে বলত, আমি আমার প্রথম রেস অলিম্পিকে জিতব, আমি বলতাম তুমি কি মজা করছ।'

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**